রোমহর্ষক সিরিজ

জাফর চৌধুরী

পাগলাঘন্টী

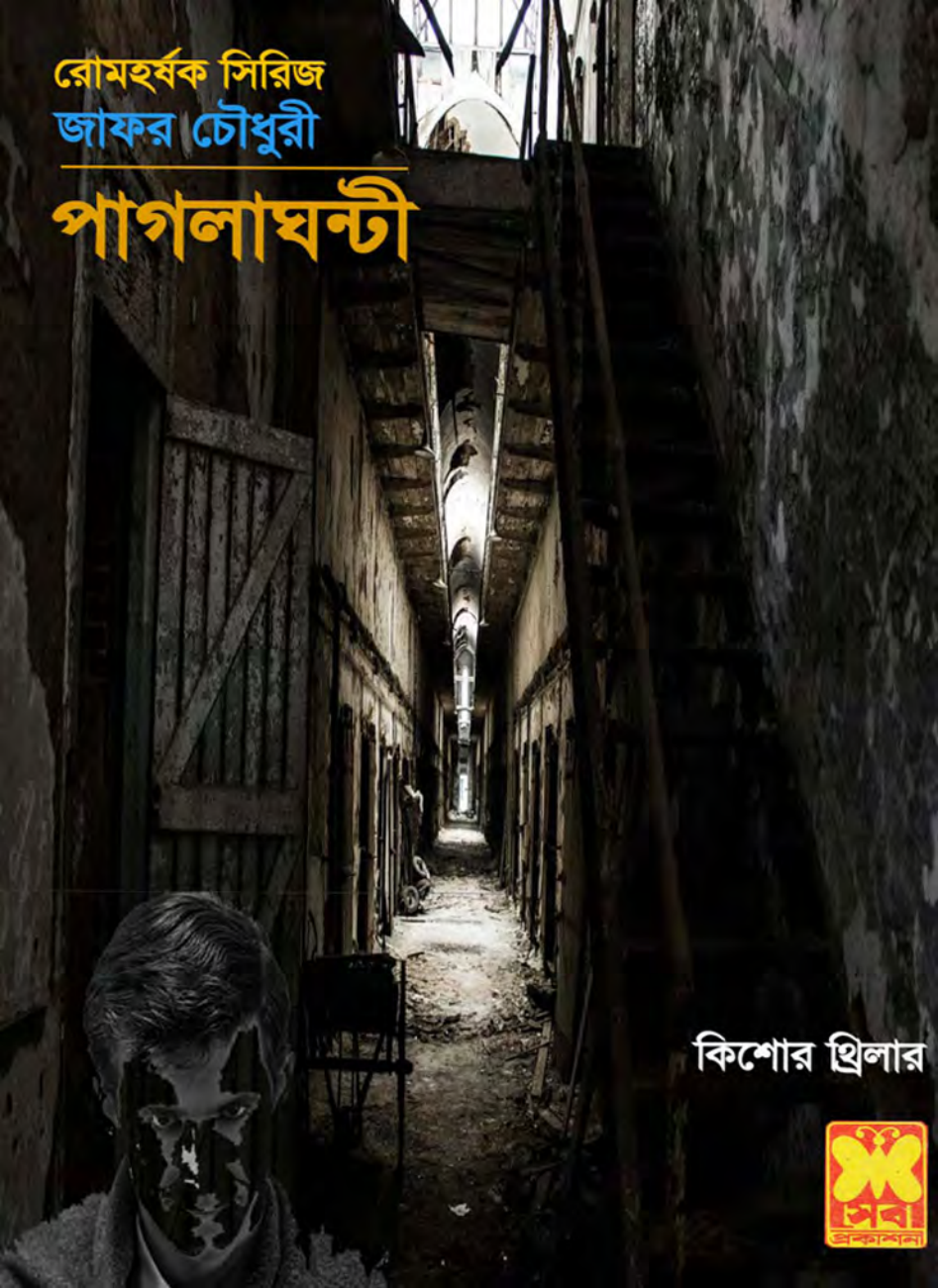

কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

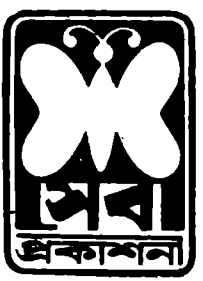

কিশোর থ্রিলার-৪৮

রোমহর্ষক সিরিজের চতুর্থ বই

পাগলাঘণ্টী

জাফর চৌধুরী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

রচনা বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PAGLAGHONTY
By : Jafor Choudhury

পরিচয়

বাঙ্গালী দুই ভাই, রেজা মুরাদ আর সুজা মুরাদ।
বাবা-মায়ের সংগে থাকে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের
ছিমছাম সুন্দর শহর বেপোর্ট-এ।
বাবা জনাব ফিরোজ মুরাদ দুঁদে গোয়েন্দা।
বাবার মতোই গোয়েন্দা হতে চায় দুই ভাই,
অ্যাডভেঞ্চার পাগল।
সুযোগ পেলেই রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালায়,
ভয়ংকর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হয় মৃত্যুর মুখোমুখি।
বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ, সুদর্শন এই দুই তরুণকে নিয়েই
রোমহর্ষক সিরিজের কাহিনী।

এক

মাটি খোঁড়া থামিয়ে বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো রেজা মুরাদ। 'সুজা, বলবি নাকি ওকে ?'

কাজ থামিয়ে ফিরে তাকালো নিড ব্রাউন। 'কি আর বলবে ঘোড়ার ডিম। দেখো, ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করো না। তোমরা কথা দিয়েছিলে, গরমের ছুটি হলেই এসে এই ডোবাটা পরিষ্কারে সাহায্য করবে আমাকে।'

'তাই তো করছি,' মিটিমিটি হাসছে রেজা। 'এখানে সুইমিং পুল হবে বলে মনে হয় না, যতো চেষ্টাই করো। তার চেয়ে যা বলি, শোনো···।'

'কি বলবে ?'

'ডাকাতের গল্প,' বললো সুজা। 'রেল ডাকাত। কাল রাতে বাবা বলেছে। একটা কেস নিয়েছে হাতে। বললো, আমাদের সাহায্যও হয়তো লাগতে পারে।'

'রেল ডাকাত। থাক বাবা, আমার মাটি খোঁড়াই ভালো।' আবার কোদাল চালালো নিড। এক কোপে তুলে আনলো অনেকখানি কাদামাটি, ছুঁড়ে ফেললো পাশের উঁচু জমিতে।

'এই!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। 'আরে দেখো দেখো, কি তুলেছো!'

সরে এসে মাটির ভেতর থেকে জিনিসটা বের করে নিলো নিড। 'ফসিল। আদিম ঝিনুকের খোসা, তাই না? এ-আর এমন কি। ঝিনুকও একটা জিনিস, তার আবার ফসিল।' ছুঁড়ে ফেলার জন্যে হাত তুললো সে।

'রাখো রাখো,' পেছন থেকে বলে উঠলো আরেকটা কণ্ঠ, 'ফেলো না। দেখি।'

ফিরে তাকালো ওরা। দাঁড়িয়ে আছেন বেপোর্ট হাই স্কুলের সায়েন্স টিচার আর ছাত্রদের প্রিয় ট্র্যাক কোচ আলবার্ট হেনরি কুপার। ছয় ফুট লম্বা, বয়েস তাঁর ছাত্রদের চেয়ে খুব বেশি না, মাত্র পঁচিশ। নিডের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন। মাথা দোলালেন, 'হুঁ, দামি জিনিস। ব্র্যাকিওপড।'

'কী পড?' হাঁ হয়ে গেছে নিড।

'ব্র্যাকিওপড। খুব মূল্যবান ফসিল। লাখ লাখ বছরের পুরনো।' হাসলেন কুপার। 'বিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে মানুষের জন্মের যোগসূত্র খুঁজছেন।' বসে পড়লেন তিনি খুঁড়ে তোলা মাটির স্তূপের কাছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করলেন আরও কয়েকটা হাড়। বোঝালেন, কি চমৎকার নমুনা পাওয়া গেছে। শেষে বললেন, 'নিড, বেপোর্ট মিউজিয়মে নিয়ে যাও এগুলো। লুফে নেবে।'

'রেজা,' দুই ভাইয়ের দিকে তাকালেন কুপার, 'তোমাদের কাছেই এসেছি। গোয়েন্দাগিরিতে তো বেশ নাম কামিয়ে ফেলেছো। আমার একটা কাজ করে দেবে?'

'জানতাম।' গুঙিয়ে উঠলো নিড, হাত থেকে ফেলে দিলো কোদালটা। 'তোমাদের সাহায্যে পুল বানানো আমার হবে না কোনোদিন। রহস্য হাজির।'

নিডের কথায় কান দিলো না দুই ভাই। শিক্ষকের দিকে তাকালো।

'স্কুল ছুটির হপ্তাখানেক আগে,' বললেন তিনি, 'আমার এক খালার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। পশ্চিমে থাকেন। আমার খালু ওয়াল্ট পারকিনস এই কিছুদিন আগে মারা গেছেন। সবে যখন একটা মূল্যবান আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছেন।'

'বিজ্ঞানী ছিলেন?' জানতে চাইলো সুজা।

'হ্যাঁ, জিওলজিস্ট। বছরখানেক আগে বিশাল এক ফসিলের খানিকটা উদ্ধার করেন তিনি। ওটা এক প্রাগৈতিহাসিক উটের, একসময় বিচরণ করতো আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে। ফসিলটা আবিষ্কারের কিছুদিন পরেই এলো প্রচণ্ড ঝড়। পশ্চিমের ঝড়ের কথা তো জানোই। ভয়াবহ সেই ঝড় তাঁর খোঁড়ার জায়গাটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলো। ঢেকে দিলো সব কিছু। আবার হয়তো খুঁজে বের করতে পারতেন, চেষ্টা করলে, কিন্তু সে সুযোগই আর পেলেন না। অসুখে মারা গেলেন।'

'খুব খারাপ,' আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলো রেজা।

নিড জানতে চাইলো, এক বছর আগে ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সেই জায়গা ওরা কিভাবে খুঁজে বের করবে?

'সবটা শোনো আগে,' কুপার বললেন। 'মৃত্যুর আগে একটা নকশা এঁকে রেখে গেছেন খালু। তাতে জায়গাটা মোটামুটি চিহ্নিত

করা আছে। নাম ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প।'

'বনবেড়ালের জলাভূমি,' বিড়বিড় করলো রেজা।

'কুগার না তো?' আঁতকে উঠলো নিড। 'সর্বনাশ! ভয়ানক জানোয়ার।'

'নামটা হয়েছে অন্য কারণে,' নিডের ভয় দূর করার চেষ্টা করলেন কুপার। 'আবিষ্কারটা যেখানে হয়েছে, তার কাছাকাছিই একটা সাইনবোর্ড রয়েছে। তাতে লেখা: হিয়ার লাই দা বডি অভ টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট।'

'বিশটা বনবেড়ালের কবর! অদ্ভুত তো!' সুজা বললো। 'একবারেই এতোগুলো জানোয়ার মেরেছে যে, নিশ্চয় দুর্দান্ত শিকারি ছিলো।'

মাথা ঝাঁকালেন কুপার। 'ওই এলাকায় ঢুকলে চোখ খোলা রাখতে হবে। জেনে এসেছি, কুগার ছাড়াও আরও বিপদ আছে ওখানে।'

'মানে?'

'স্কুল বন্ধ হতেই গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছিলাম ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে। একটা ভুল করে ফেলেছিলাম, চুপচাপ বেরোইনি। কোথায় যাবো, কি জন্যে, অনেকেই জানতো। বোধহয় সে-কারণেই বেশি দূর যেতে পারিনি, মুখোস পরা দুই লোক জোর করে আমার গাড়ি থামিয়ে টাকাপয়সা সব কেড়ে নিয়েছে। শাসিয়ে দিয়েছে, আর যেন না এগোই। ঘরে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ফসিল যাতে খুঁজতে না পারেন?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'ঠিক বলতে পারবো না। ফসিলের কথা একবারও উল্লেখ করেনি

ওরা, নকশার কথা কিছুই বলেনি।'

'তাহলে আর কি কারণ?' নিজেকেই প্রশ্ন করলো সুজা। 'টাকাপয়সা যখন কেড়ে নিয়েছে, ব্যাটারা ডাকাত, বিজ্ঞানী নয়।'

মাথা ঝাঁকালেন কুপার। 'বোধহয়। তো, কি ঠিক করলে? যাবে আমার সঙ্গে? গেলে খুব ভালো হতো।'

'যাবো,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সুজা। 'কখন রওনা হচ্ছি?'

সুজার মতো শুধু আবেগে চলে না রেজা, চিন্তাভাবনা করে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়। বললো, 'গেলে মন্দ হয় না। তবে বাবাকে জিজ্ঞেস করা উচিত। মানা করবেন না, তবু...।'

সত্যি মানা করলেন না। বিকেলে বাবাকে সব জানালো রেজা। শুনে মিস্টার মুরাদ বললেন, 'যেতে পারো। অভিজ্ঞতা বাড়বে তাতে। আমি যে কেসটায় হাত দিয়েছি এখন, তারও সাহায্য হতে পারে। কে জানে?'

'রেল ডাকাতদের কথা বলছো? কি সাহায্য হবে?'

'শেলবি কারমল নামে একটা লোকের পিছে লাগিয়েছিলাম জেসনকে।' রেজা জানে, জেসন উইলকিনসন তার বাবার সহকারী। 'ডেলমোর জেলখানা থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে লোকটা। আড়িপেতে তার কথা শুনেছে সে। একজনের সঙ্গে আলাপের সময় টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট কথাটা উল্লেখ করেছে শেলবি। জেসনের ধারণা, শব্দদুটোর কোনো বিশেষত্ব আছে। এখন আমারও সে-রকমই মনে হয়। কারণ, শেলবি নিখোঁজ।'

'তাই নাকি?' সুজা বললো। 'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে চলে যায়নি তো?'

'অতোটা খোঁজ করিনি,' জবাব দিলেন বাবা। 'সে-জন্যেই বলছিলাম, তোমরা গিয়ে তদন্ত করলে আমার বরং সুবিধেই হয়।'

রেজা আর সুজা সঙ্গে যাচ্ছে শুনে খুশি হলেন কুপার। বললেন, 'দু'দিন সময় দিলাম। গোছগাছ করে নাও।'

পরদিন সকালে জেলরক্ষক পিটার ফিলবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে ডেলমোর জেলখানায় এলো দুই ভাই। তাদের বাবার পরামর্শে। তাঁর বিশ্বাস, জেলের লোকের সঙ্গে কথা বললে নতুন তথ্য জানা যাবে। ওয়ারডেন ফিলবি মিস্টার মুরাদের বন্ধু। দেখা করে কথা বলতে অসুবিধে হলো না ওদের। জানলো, শেলবি কারমল দাগী আসামী, তার নামে লম্বা রেকর্ড রয়েছে পুলিশের খাতায়। দীর্ঘকায়, জোরে কথা বলা স্বভাব।

টেবিলে টোকা দিলেন ওয়ারডেন। 'ওর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, টম ফেরেনটি আর বন মানচিনি। বন বেঁটে, হাত-পা-গলার রগ অস্বাভাবিক ফোলা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। ওস্তাদ জালিয়াত। শেলবির সঙ্গেই ছাড়া পেয়েছে।'

'আর অন্য লোকটা?' রেজা জিজ্ঞেস করলো। 'টম ফেরেনটি?'

'এখনও আমাদের জেলে। বিশালদেহী, ছোটখাটো পাহাড় বললে ভুল হবে না। রেলে চাকরি করতো আগে, এঞ্জিন মেরামত করতো। তাছাড়া খুব ভালো ইলেকট্রিশিয়ান, ইচ্ছে করলে নাম কামাতে পারতো, চেষ্টাই করেনি। প্রায় সারাক্ষণই ভুরু কুঁচকে থাকে, যেন সব কিছুর ওপরই বিরক্ত···।'

ওয়ারডেনের কথা শেষ হলো না। জোরে জোরে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করলো। তার সাথে পাল্লা দিলো যেন সাইরেনের কর্কশ

চিৎকার। কান ঝালাপালা করে দেয়ার অবস্থা।

'পাগলা ঘণ্টী!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফিলবি। 'আসামী পালিয়েছে···!'

এবারও কথা শেষ হলো না তাঁর। বেজে উঠলো টেবিলের টেলিফোন। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন। এতো জোরে কথা বলছে ওপাশের লোকটা, তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে আসছে রেজা-সুজার। শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওয়ারডেনের। ছেলেদের জানালেন, 'টম ফেরেনটি। পালিয়েছে!'

দুই

মেঘলা আকাশের মতো থমথম করছে পিটার ফিলবির চেহারা। ফোনে গাড়ি বের করার নির্দেশ দিয়ে দৌড়ে বেরোলেন অফিস থেকে।

'দাদা, এসো,' বলেই ওয়ারডেনের পেছনে ছুটলো সুজা, নিচু ছাতওয়ালা করিডর ধরে।

'পালালো কি করে!' রেজা বললো।

জেলখানার বাইরের চত্বরে পৌঁছে দেখা গেল, অসংখ্য গার্ড ছোটাছুটি করছে। সবার হাতে রাইফেল, সতর্ক, যাতে আর কোনো কয়েদী পালাতে না পারে।

'আমাকে বলা হয়েছে,' গেটের প্রহরীকে বললেন ওয়ারডেন, 'কসাইদের ট্রাকটা বেরিয়েছে একটু আগে। ওটায় করে পালাতে পারে টম। ট্রাকটা কোনদিকে গেছে দেখেছো?'

'দেখেছি, স্যার। রুট ফোর জিরো থ্রি দিয়ে উত্তরে গেছে। হ্যারিসন কোম্পানির ট্রাক।'

বিকট গর্জন করতে করতে এলো তিনটে ইমারজেন্সী ট্রাক, আগে আগে রয়েছে ওয়ারডেনের গাড়ি। রেজা-সুজাকে জেল-

খানায় অপেক্ষা করতে বললেন ফিলবি। কিন্তু ওরা থাকতে চাইলো না, সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ জানালো। চুপচাপ গাড়িতে বসে থাকবে, কোনো গোলমাল করবে না, এই কথা আদায় করে নিয়ে শেষে ওদেরকে নিতে রাজি হলেন তিনি।

আলাদা আলাদা হয়ে গিয়ে ট্রাকগুলোকে খোঁজার নির্দেশ দিলেন ওয়ারডেন। পায়ে হেঁটে খুঁজতে চললো একদল অস্ত্রধারী গার্ড। কিছু বেরোলো মোটরসাইকেল নিয়ে।

'যাও,' ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন ফিলবি। 'ফোর জিরো থ্রি।'

এক জায়গায় একটুকরো বনের ভেতর দিয়ে গেছে পথটা। মোড় রয়েছে ওখানে। গতি কমালো না ড্রাইভার। মোড় ঘোড়ার সময় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানালো গাড়ির টায়ার।

'ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে যোগসাজশ করে পালায়নি তো টম?' রেজা বললো।

'অসম্ভব না,' ওয়ারডেন বললেন। 'পালাতে হলে কারও না কারও সাহায্য লাগেই। আমার মনে হয়···।'

'আরি!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। 'দাদা, দেখ দেখ, একটা ডেলিভারি ট্রাক। হ্যারিসন কোম্পানিরই তো!'

'মাথা নামাও, কুইক,' ওয়ারডেন বললেন। 'একদম তুলবে না। থামাচ্ছি ওকে।'

ওয়ারডেনের নির্দেশে গাড়ির গতি আচমকা বাড়িয়ে দিলো ড্রাইভার। সুইচ টিপলো সাইরেনের। শাঁ করে পাশ কাটিয়ে এসে ট্রাকের আগে আগে চললো। জানালা দিয়ে হাত বের করে থামার ইঙ্গিত করলেন ফিলবি।

ট্রাক থামলো। পিস্তল হাতে লাফিয়ে নামলেন ওয়ারডেন।

পিস্তল দেখে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়লো ট্রাক ড্রাইভারের। জানালা দিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার?'

'কয়েদী আছে তোমার গাড়িতে।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল লোকটা।

ঘুরে গিয়ে টান দিয়ে ট্রাকের পেছনের দরজা খুলে ফেললেন ওয়ারডেন। হতাশ ভঙ্গিতে। মাথা নাড়লেন, 'নেই।' রেডিওতে সেকথা জানাতে শুরু করলেন তাঁর সহকারীদেরকে।

রেজা আর সুজাও নেমে এলো। ড্রাইভারকে অনুরোধ করলো 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার ট্রাকের ভেতরটা একটু দেখতে চাই।'

'দেখো।'

ভেতরটা ঠাণ্ডা। সাবধানে সূত্র খুঁজতে শুরু করলো ছেলেরা।

'এই সুজা, দেখ,' ছোট কাঠের একটা বাক্সমতো জিনিস কুড়িয়ে নিয়েছে রেজা, 'হাতে বানানো রেডিওর মতো লাগছে।'

রেডিওই। মিনিয়েচার রিসিভিং সেট। এতো ছোট, রেজার হাতের তালুতেই এঁটে যায়। নবে মোচড় দিতেই খড়খড় করে উঠলো স্পীকার, তারপর কথা বেরোতে লাগলো। 'আবার বলছি, টম। কারগো। ওয়ান ওয়ান টু থ্রি, ফাইভ ফোর। বিকেল তিন-টেয়। রক স্প্রিং।'

থেমে গেল কথা।

'শেলবির গলা,' পেছন থেকে বললেন ওয়ারডেন। ট্রাকে উঠে এসেছেন।

'কিন্তু, মানে কি এসব কথার ?' সুজার প্রশ্ন। 'টমের পালানোয় কি শেলবির হাত আছে ?'

'থাকতেও পারে,' তিক্তকণ্ঠে বললেন ওয়ারডেন। 'জেলখানায় থাকতে ইলেকট্রিশিয়ান'স শপে কাজ করতো টম। রেডিওটা নিশ্চয় ওখানেই বানিয়েছে। পালানোর প্ল্যান করার পর।'

'তারমানে, শেলবি আর বন বেরোনোর পর তাকে জানিয়েছে, কিভাবে পালাতে হবে।'

'কারগো। বিকেল তিনটায় রক স্প্রিঙে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি, ফাইভ ফোর,' আনমনে বললো রেজা। 'মনে হচ্ছে রেলের কথা বলেছে। মিস্টার ফিলবি, টম লোকোমোটিভ এঞ্জিনিয়ার ছিলো বললেন না ?'

'হ্যাঁ।'

'বিকেল তিনটে প্রায় বেজে গেছে,' হাতঘড়ি দেখলো রেজা। 'আর রক স্প্রিংও এখান থেকে বেশি দূরে না।'

'চলো চলো, জলদি চলো।' তাড়াতাড়ি ট্রাক থেকে নেমে গাড়িতে উঠলেন ওয়ারডেন। ছেলেরা উঠতে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বললেন। একজন সহকারী রয়ে গেল ট্রাক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে।

একটা পানির ট্যাংকের কাছে এসে শেষ হয়েছে গাড়িচলা পথ। পরের আধ মাইল পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। লাফিয়ে নেমে দৌড় দিলো তিনজনে রেললাইনের দিকে। সুজা রয়েছে সবার আগে। কিন্তু আসল জায়গায় পৌঁছার আগেই কানে এলো ট্রেনের শব্দ। মালগাড়ি।

'দেরি করে ফেলেছি মনে হয়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রেজা। 'এইই, ওই যে আসছে। ওই তো বগিটা, নম্বর ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ ফোর। নিশ্চয় এটার কথাই বলেছে শেলবি।'

সুজা কিছু বলার আগেই সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল বগিটা। হঠাৎ খুলে গেল বক্সকারের স্লাইডিং ডোর। বেরিয়ে আসতে লাগলো বড় একটা আঁকশির মতো জিনিস, লোহার তৈরি।

'দাদাআ!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। 'ওই যে লোকটা!'

লাইনের ডান পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষটা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ট্রেনের পাশে পাশে ছুটলো। নিখুঁত টাইমিং। আঁকশি পুরোপুরি বেরিয়ে সারলো, সে-ও পৌঁছে গেল জায়গামতো। হাত বাড়িয়ে আঁকশির মাথা ধরে ঝুলে পড়লো। আর কিছু করতে হলো না। তাকে সুদ্ধ আঁকশিটা টেনে নেয়া হলো ভেতরে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ট্রেন ছুটছে।

'নিশ্চয় টম!' রেজা বললো।

দুই ভাই লাইনের কিনারে পৌঁছতে পৌঁছতে শেষ বগিটাও পেরিয়ে গেল। হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার শুরু করলো দু'জনে। গার্ড গাড়িতে নেই, কিংবা তাদের ডাক কানে পৌঁছলো না তার। বেরোতে দেখা গেল না।

কয়েক মিনিট পর ওয়ারডেন এসে হাজির হলেন। তাঁর পেছনে কারের ড্রাইভার। লোকটা কিভাবে পালিয়েছে, খুলে বললো দুই ভাই।

'টমই,' শুনে বললেন ওয়ারডেন। 'গাড়িতে ফোন আছে আমার। পরের স্টেশনগুলোকে সতর্ক করে দেবো। ট্রেন থামিয়ে

চেক করবে ওরা।'

গাড়ির কাছে ফিরে এলেন চারজনে। জেলখানায় ফোন করে টেলিফোন অপারেটরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন ওয়ারডেন। রেল কর্তৃপক্ষকে মেসেজ জানিয়ে দেবে অপারেটর।

ফিরে চললো গাড়ি। অফিসে ঢুকেই আগে খবর জানতে চাইলেন তিনি। খবর হতাশাব্যঞ্জক। যেখানে লোকটা উঠেছে, তার মাইল দশেক সামনেই গাড়ি থামিয়েছে রেলপুলিশ। ১১২৩৫৪ নম্বর কামরার ভেতরে কাউকে পাওয়া যায়নি।

'নিশ্চয় তোমাদের দেখেছে টম আর তার স্যাঙ্গাৎরা,' ওয়ারডেন বললেন। 'ফলে পরের স্টেশনের আগেই নেমে পড়েছে কোথাও। যাবে কোথায়? ধরা পড়বেই। ডেলমোর থেকে পালিয়ে বেশিদিন বাঁচতে পারেনি কেউ।'

আরও কিছুক্ষণ ওয়ারডেনের অফিসে বসে রইলো ছেলেরা। নতুন কোনো খবর আসে কিনা শোনার জন্যে। এলো না। হ্যারিসন কোম্পানির ট্রাক ড্রাইভারকেও ছেড়ে দেয়া হলো।

বাড়ি ফিরে এলো দুই ভাই।

'আবার পুরনো খেলায় মেতেছে টম ফেরেনটি,' ছেলেদের মুখে সব শুনে বললেন মিস্টার মুরাদ। 'পর পর অনেকগুলো ট্রেন ডাকাতি হয়েছে এই অঞ্চলে, সেগুলোর তদন্ত করার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে আমাকে।'

'কে করেছে, বাবা?' সুজা জানতে চাইলো।

'দি নর্থ আমেরিকান রেইলরোড লীগ, রেলপথ কার্যনির্বাহকদের একটা গ্রুপ। ডাকাতেরা অনেক ক্ষতি করেছে ওদের, অনেক টাকা

গচ্চা দিতে হয়েছে। ওদের বিশ্বাস, একটা দলেরই কাজ এসব। তাই আমাকে নিয়োগ করেছে।'

কিভাবে ডাকাতিগুলো হয়েছে, বলতে গিয়ে মুরাদ বললেন, 'সাধারণত দুটো উপায় বেছে নেয় ওরা। কোনো একটা দুর্বল পয়েন্টে রোডব্লক সৃষ্টি করে। বড় বড় গাছ ফেলে রাখে লাইনের ওপর। ড্রাইভার প্রথমে ওগুলো দেখে না। মোড়-টোড় বা ওই জাতীয় কিছু থাকে। যখন দেখে তখন আর হুঁশিয়ার হওয়ার সময় থাকে না। থামাতে বাধ্য হয়। অনেক সময় লাইনও তুলে ফেলে ডাকাতেরা। দুর্ঘটনায় পতিত হয় ট্রেন। তখন মালামাল লুট করে নেয় ডাকাতেরা।

'আর দ্বিতীয় উপায়টা হলো, রেডিওতে মিথ্যে মেসেজ পাঠায়। সন্দেহ করতে পারে না ট্রেনচালক বা তার সহকারীরা। বিশেষ কোনো একটা বগি বা বক্সকার খুলে রেখে যায়, যেখানে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। ওরা ভাবে, কর্তৃপক্ষই ওই নির্দেশ দিয়েছে। তারপর আর কি? ট্রেন চলে গেলে মহানন্দে মাল লুটে নেয় ডাকাতেরা।'

'ব্যাটারা সাংঘাতিক শয়তান,' সুজা মন্তব্য করলো।

'হ্যাঁ। ভীষণ চালাক।'

'আচ্ছা, বাবা, কি মনে হয় তোমার? টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট কি কোনো ধরনের সঙ্কেত?'

চুপ করে শুনছিলো রেজা। বললো, 'হতে পারে ওখানে হেড-কোয়ার্টার করেছে ডাকাতেরা। কুপারের খালু যেখানটায় ফসিল পেয়েছেন, সেখানে। কিংবা লুটের মাল লুকিয়ে রেখেছে।'

'অসম্ভব নয়,' মাথা ঝাঁকালেন মুরাদ। 'সে-জন্যেই ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। কুপারকে যেতেই দেয়নি, ভাগিয়ে দিয়েছে। ওয়াল্ট পারকিনসের নকশা চুরিরও পরিকল্পনা করেছে কিনা কে জানে।'

আরও আধঘণ্টা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলো ওরা। তারপর মুরাদ বললেন, জরুরী কিছু কাগজপত্র রেডি করতে হবে তাঁকে। সেগুলো নিয়ে নিউ ইয়র্কে যাবেন। 'এগারোটার ফ্লাইট ধরবো,' বললেন তিনি। 'সকালেই যাতে লীগের লোকদের সঙ্গে মিটিঙে বসতে পারি।'

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টে রওনা হয়ে গেলেন মুরাদ। নিজেদের যাত্রার আলোচনায় বসলো দুই ভাই। কি কি জিনিস নিতে হবে, কি কাপড় ইত্যাদি।

'ঘোড়ায় চড়তে হবে অনেক,' রেজা বললো, 'বোঝা যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো সুজাও।

জিনিস গোছাতে গোছাতে মাঝরাত হয়ে গেল। শু'তে যাবে ওরা, এই সময় যেন বাড়ি কাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করলো টেলিফোন।

ফোন ধরলো রেজা। এক মহিলা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি মিসেস কুপার, রেজা। পুলিশকে জানিয়েছি। ভাবলাম তোমাদেরকেও জানানো দরকার।'

'কি হয়েছে?'

'দু'জন লোক। মুখোশপরা। জোর করে বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে-তাই কাণ্ড করে গেছে। আমার স্বামীর ওপর হামলা চালিয়েছিলো। সে এখন বেহুঁশ।'

তিন

পাঁচ মিনিটেই তৈরি হয়ে এসে গাড়িতে উঠলো রেজা-সুজা। কুপারের বাড়ির দিকে ছুটলো ওদের কনভারটিবল।

'কেমন জখম হয়েছে কে জানে!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো রেজা।

কুপারদের বাড়ি এসে দেখলো পুলিশ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে উঠলো দু'জনে। দরজায় দাঁড়ানো পুলিশ অফিসার ওদের চেনা।

'জানতাম তোমরা আসবে,' হেসে বললো সে। 'মিস্টার মুরাদ কোথায়?'

'নিউ ইয়র্ক গেছে,' বলে, কুপারের অবস্থা কেমন জানতে চাইলো রেজা।

'না, তেমন খারাপ কিছু না,' পুলিশ অফিসার জানালো। দু'জনকে ঘরে ঢোকার ইশারা করে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সোফায় বসে আছেন কুপার। পাশে তাঁর স্ত্রী। খোঁজখবর নিচ্ছে একজন সার্জেন্ট। দুই ভাইকে দেখে খুশি হলেন শিক্ষক। সার্জেন্টের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম আমরা,' স্ত্রীকে দেখালেন তিনি। 'ফিরে এসে

আমি আগে উঠলাম দোতলায়। হঠাৎ চিৎকার শুনে দৌড়ে নিচে নেমে দেখি, মুখোশপরা একটা লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে আইলিন। তাকে বাঁধার চেষ্টা করছে লোকটা। আরেকজনের হাতে পিস্তল। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে। দাঁড়ালাম। তারপরই মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো, বোধহয় পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরেছিলো। আর কিছু মনে নেই।'

মিসেস কুপার বললেন, 'আমার স্বামীকে বেহুঁশ করে, আমাকে বেঁধে, সারা বাড়িটা তছনছ করে ফেললো ওরা। মনে হলো কিছু খুঁজছে। ঘণ্টাখানেক পর নড়েচড়ে উঠলো হেনরি। আমিও বাঁধন প্রায় খুলে ফেলেছি। ততোক্ষণে বেরিয়ে গেছে ওরা।'

কুপারকে জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট, 'কিছু খোয়া গেছে?'

'তেমন কিছু না। শুধু একটা ম্যাপ, তা-ও অসমাপ্ত। আরেকটা ম্যাপ দেখে এঁকেছি।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকালো দুই ভাই। নিশ্চয় ওয়াইল্ড-ক্যাট সোয়াম্পের ম্যাপ।

'আসলটা নিতে পারেনি, না?'

'না, সার্জেন্ট। লুকিয়ে রেখেছি। পশ্চিমের একটা বিশেষ জায়গার ম্যাপ ওটা।' সব কথা খুলে বললেন কুপার।

ইতিমধ্যে সারা বাড়িটায় সূত্র খুঁজেছে একজন পুলিশম্যান। ওপরে এসে অফিসারের কাছে রিপোর্ট করলো সে, 'সার্জেন্ট, রান্নাঘরের পেছনের জানালায় আঙুলের ছাপ আছে। বাড়ির কারও হতে পারে।'

'না, আমাদের নয়,' মিসেস কুপার জানালেন। 'আজ সকালে

নিচতলার সমস্ত জানালা ধুয়েছি আমি।'

আঙুলের ছাপ তুলে টার আর মিসেস কুপারের জবানবন্দি এজাহার লিখে নিয়ে চলে গেল পুলিশ। রাতে ওখানেই থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিলো রেজা আর সুজা। বলা যায় না, লোকগুলো আবার ফিরে আসতে পারে। মিসেস কুপার সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কিন্তু কুপার বললেন, দরকার নেই। তবু, অনেকটা জোর করেই থেকে গেল দুই ভাই। ফোন করে মাকে জানিয়ে দিলো রেজা, রাতে বাড়ি ফিরবে না। সারারাত পালা করে জেগে থেকে পাহারা দিলো দু'জনে। কিন্তু লোকগুলো আর এলো না।

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে আলোচনা চললো আবার। নানারকম প্রশ্ন করলো রেজা আর সুজা। কুপারের কাছে জানতে চাইলো, তাঁর ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে যাওয়ার কথা ক'জনে জানে?

'মোটেই গোপন রাখিনি ব্যাপারটা, বললাম না,' জবাব দিলেন শিক্ষক, 'মস্ত ভুল করে ফেলেছি। খবর শুনে রেপোর্ট টাইমস-এর এক রিপোর্টার এসে হাজির হয়েছিলো। গাধার মতো সাক্ষাৎকার দিয়ে দিয়েছি তাকে। পত্রিকায় লম্বা এক আর্টিক্যাল লিখেছে সে।'

'তাই নাকি? সর্বনাশ!' সুজা বললো। 'সোয়াম্পটা কোথায়, লিখেছে কাগজে?'

'না, সেকথা বলিনি। তবে আমার চাচা যে ফসিল পেয়েছেন, নকশা এঁকে রেখে গেছেন, সব বলেছি। এমনকি সাইনবোর্ডটার কথাও বলে দিয়েছি। ওই যে, হিয়ার লাই দা টোয়েন্টি ওয়াইল্ড-ক্যাট।'

আলোচনায় বাধা দিলো টেলিফোন। কুপার ধরলেন। ফিরে এলেন সন্তুষ্ট হয়ে। ছেলেদের জানালেন, 'আঙুলের ছাপ শনাক্ত করতে পেরেছে পুলিশ। বন মানচিনি।'

'শেলবি আর টম ফেরেনটির দোস্ত,' রেজা বললো। 'রেল ডাকাতদের সঙ্গে ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পের নিশ্চয় কোনো সম্পর্ক আছে।' কুপার আর তাঁর স্ত্রীকে ডাকাতদের কথা সব জানালো সে।

'ওদেরই কেউ পত্রিকার ফিচারটা দেখে ফেললো না তো?' সুজা বললো।

'দেখতেও পারে। তবে ফসিল নিয়ে ওদের মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ। হয়তো ওয়াইল্ড-ক্যাট সোয়াম্পে ওদের গোপন আস্তানা আছে।'

'হুঁ, তাহলে বিপদ হবে,' মাথা দোলালেন কুপার। 'ইচ্ছে করলে যাওয়া বাদ দিতে পারো।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো রেজা। 'এখন তো আরও বেশি করে যাবো। ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্যে।'

'দেখো,' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস কুপার, 'আমার এসব ভাল্লাগছে না। ডাকাতের আড্ডার কাছে না গেলেই কি নয়? এ-বাড়ির ওপর নজর রেখেছে ওরা, পরেও নিশ্চয় তোমাদের ওপর চোখ রাখবে। একবার রাস্তা থেকেই ফেরত পাঠিয়েছে, আরেকবার যে পাঠাবে না তার ঠিক কি?'

কথাটা ভেবে দেখলো সুজা। গাড়িতে না গিয়ে বিমানে যাও-

য়ার প্রস্তাব দিলো। বললো, 'ওদেরকে বোকা বানানোর জন্যে প্রথমে অন্য কোথাও গিয়েও উঠতে পারি আমরা। যাতে আমাদের পিছু নেয়া বাদ দেয়।'

প্রস্তাবটা রেজা আর কুপারের কাছেও গ্রহণযোগ্য মনে হলো।

'তা মন্দ বলোনি,' কুপার বললেন। 'গ্রীন স্যাণ্ড লেক-এ চলে যেতে পারি আমরা। ফসিলের বিখ্যাত স্পট ওটা, অনেকেই খুঁজতে যায়। আমরা গেলেও কেউ সন্দেহ করবে না। আর এখান থেকে মাত্র তিনশো মাইল। ওখানে একআধদিন কাটিয়ে ট্রেনে ফিরে আসবো রেড বিউট-এ, তারপর ঘোড়ায় চড়ে ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প।'

বিমান জোগাড় করা দরকার। নাস্তা সেরে ফোন করতে গেল রেজা। একজন বাঙ্গালী পাইলটকে চেনে, আসাদ খান, মিস্টার মুরাদের সহকারী। ছোট একটা প্লেন আছে ভদ্রলোকের। ভাড়া দেয়, নিজেই চালায়। বিমানটার নাম 'শ্বেতকপোত'। পাওয়া গেল আসাদ খানকে। বিমানটাও। ভাড়া ঠিক করে ফেললো রেজা। তারপর বাড়ি ফিরে এলো দুই ভাই।

বাড়ি ফিরে পড়লো একেবারে মিনাফুফুর সামনে। হপ্তাখানেকের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন। বেগম তাহমিনা চৌধুরী, মিস্টার মুরাদের বোন। বিয়ে হয়েছিলো এক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কিন্তু সুখ বেশিদিন রইলো না। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ক্যান্সারে মারা গেলেন ভদ্রলোক। মহিলা আর বিয়ে করলেন না। নিঃসন্তান। চলে এলেন ভাইয়ের সংসারে। ভাইয়ের দুই ছেলেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করতে লাগলেন। মাঝে

মাঝে দেশে যান। বিরাট সম্পত্তি রেখে গেছেন স্বামী, সেগুলো থেকে মোটা আয় হয়। সেটা ব্যাংকে জমা করে আবার ফিরে আসেন আমেরিকায়। সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে বিশ্বস্ত লোক আছে, অসুবিধে হয় না তাঁর।

'এই, দুই ভাইকে দেখেই বলে উঠলেন ফুফু, 'শুনলাম আবার যাচ্ছিস গোয়েন্দাগিরি করতে? মরবি, একদিন শেষ হয়ে যাবি, এই বলে দিলাম। বাপটা তো কোনোদিনই শুনলো না, ছেলে-গুলোও হয়েছে তেমনি!'

দু'দিক থেকে দু'হাত ধরে টেনে ফুফুকে বসার ঘরে নিয়ে এলো ওরা। বোঝালো, গোয়েন্দাগিরি নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে যাচ্ছে। ফসিল খুঁড়ে তুলতে। আর একটু আধটু পাহারা দেবে কুপারকে···।

'অ্যাঁ, বডিগার্ড।' আঁতকে উঠলেন ফুফু। 'সে-তো আরও খারাপ। জানিস না, আগে গুলি লাগে বডিগার্ডের গায়ে?'

'জানি জানি,' সুজা বললো, 'গোলাগুলির মধ্যে যাবোই না আমরা। কারও হাতে বন্দুক দেখলেই সোজা বাড়ি···।'

পরদিন সকাল সকাল রওনা হলো ওরা। এয়ারপোর্টে এসে দেখলো, আগেই এসে বসে আছে নিড ব্রাউন। প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছে আসাদ খান। তিরিশ বছরের যুবক। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। চওড়া কাঁধ। বিমান বাহিনীতে ছিলো। বসের সঙ্গে বনিবনা হয়নি, চাকরি ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে আমেরিকায়। বেপরোয়া স্বভাব। সে-জন্যেই খাতির হয়ে গেছে মিস্টার মুরাদের সঙ্গে।

বড় এক প্যাকেট চকলেট বের করলো নিড। একটা চকলেট

নিয়ে ভেঙে চারভাগের একভাগ মুখে পুরলো। বাকিটার দিকে তাকালো করুণ চোখে। বেশি মোটা হয়ে গেছে, আরও হয়ে যাবে এই ভয়ে খেতে চায় না। কিন্তু ভালো খাওয়া তার খুব পছন্দ।

'প্যাকেটটা দিয়ে দেবে নাকি আমাদের?' হেসে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

আরেকবার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাক্সটার দিকে তাকালো নিড। তারপর বাড়িয়ে দিলো সুজার দিকে। 'নাও। হ্যাঁ, শোনো, আমার সাহায্য লাগবে মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে জানিও। চলে আসবো।'

'আচ্ছা, জানাবো,' রেজা বললো।

'মিস্টার কুপার তো এখনও এলেন না,' এদিক ওদিক তাকালো নিড। 'আর তো দেরি করতে পারছি না। বাড়ি যাওয়া দরকার। সুইমিং পুলটা রেডি করে ফেলতে হবে। চলি। গুড বাই।'

নিড চলে গেল।

কুপারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ছেলেরা।

চার

শহর থেকে দূরে রুক্ষ, নির্জন জায়গায় গ্রীন স্যাণ্ড এয়ারপোর্ট। এক বাড়িতেই হ্যাঙার আর অফিস, আলাদা ব্যবস্থা নেই।

'দেখি,' কুপার বললেন, 'ফসিল এরিয়ায় যাওয়ার কি ব্যবস্থা, জিজ্ঞেস করে আসি।'

মালপত্রের কাছে রইলো দুই ভাই। কুপার চলে গেলেন অফিসের দিকে। কিছুক্ষণ পর আকাশের দিকে তাকিয়ে রেজা বললো, 'ওই যে, আরেকটা প্লেন আসছে।'

বিমান বন্দরের ওপরে এসে চক্কর দিতে লাগলো ছোট একটা বিমান। নামছে ধীরে ধীরে। রানওয়ে ছুঁলো চাকা। ছেলেদের সামনে দিয়েই ছুটে গেল।

এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে এলো লম্বা এক লোক, কালো চুল। ভুরু অস্বাভাবিক পাতলা, ফলে চোখদুটোকে লাগছে গর্তে বসা কালো দুটো মার্বেলের মতো। পাতলা মুখে খাড়া চোখা নাকটা যেন ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে।

'লোকটাকে সুবিধের লাগছে না,' নিচুকণ্ঠে বললো রেজা। 'ওর হাঁটা দেখেছিস?'

'অদ্ভুত,' সুজা বললো। 'যেন সাপ, পিছলে চলে যাচ্ছে। লোকটা কে?'

'কি জানি। চল তো, প্লেনটা কাছে থেকে দেখি।' কাছে এসে দেখে বললো রেজা, 'আইডেনটিফিকেশন নম্বর মুছে গেছে।'

'কিংবা হয়তো মুছে ফেলা হয়েছে, ইচ্ছে করেই! আর কাউ-লিঙের ছবিটা দেখেছো?'

'সাপ,' ফিসফিসিয়ে বললো রেজা। 'পাখি ধরে খাচ্ছে। ব্যাটার সঙ্গে মিলেছে চমৎকার।'

এগিয়ে আসছে একটা ফুয়েল ট্রাক। আরও কাছে এলে দেখা গেল, ড্রাইভারের পাশে বসে আছে লম্বা লোকটা। কাছে এসে ট্রাকটা থামলে নেমে এলো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে ঘুরঘুর করছো কেন? কি দেখছো?'

'আপনার প্লেন। ভাবছি,' রেজা বললো, 'নম্বর ছাড়া ওড়াচ্ছেন কি করে? কেউ ধরে না?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা নয়!' কড়া গলায় বললো লোকটা। 'এবার ফিরে গিয়েই নতুন রঙ করবো। সে-জন্যেই ঘষে তুলে ফেলা হচ্ছে।' ট্রাক ড্রাইভারের দিকে ফিরে বললো, 'এই, একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে দিও তো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো ড্রাইভার। তেল ভরা শেষ করে ট্রাকে উঠলো। তার পাশে উঠে বসলো লম্বা লোকটা। চলে গেল ট্রাক।

এই সময় পুরনো মডেলের একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন কুপার। তাতে মালপত্র তোলা হলো। রওনা হলো ট্যাক্সি বিশ

মিনিটেই পৌঁছে গেল ফসিল এরিয়ায়।

'মাটি এমন কেন?' রেজা বললো। 'কেমন যেন সবুজ সবুজ।'

হাসলেন কুপার। 'ফসিল খুঁজতে এসেছো, আরও কতো মজার মজার জিনিস দেখবে। ফসিল খুঁড়ে যারা বের করে তাদের বলে প্যালিওনটোলজিস্ট। কিংবা বলা যায় অতীতের গোয়েন্দা। হারিয়ে যাওয়া অতীতকে টেনে বের করে আনে অন্ধকারের গহ্বর থেকে। তাদের সূত্র ওই প্রাচীন হাড়গোড়। হাড় দেখেই বলে দিতে পারে তারা, তখনকার পৃথিবীর আবহাওয়া কেমন ছিলো। ওখানটায় ডাঙা ছিলো নাকি সাগর। আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি একসময় এখানে ছিলো সাগর।'

'এতো ভেতরে?' সুজা বললো।

'আগে আরও ভেতরে ছিলো। এই সবুজ মাটিই তার লক্ষণ। ব্র্যাকিওপডরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরেও বহুদিন এদিককার পুব অঞ্চলে সাগর ছিলো।'

প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী নিয়ে কথা হলো আরও কিছুক্ষণ, তারপর আলোচনা মোড় নিলো অন্যদিকে। কুপার জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কি মনে হয়? কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে?'

'মনে হয় নিয়েছে। ওই লম্বা পাইলটটা,' রেজা বললো।

'একটা ফাঁদ পাততে পারি আমরা,' বললো সুজা। 'তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'কিভাবে?' কুপার জানতে চাইলেন।

'আপনার ব্রিফকেসটা। ম্যাপ চুরি করার মতলব যদি কারও থাকে, প্রথমেই তার চোখ পড়বে ওটার ওপর। কেসটা গাড়িতে

ফেলে চলে যাবো আমরা। কিছুদূর গিয়ে ঘুরে এসে লুকিয়ে বসে চোখ রাখবো।'

'ভালো বুদ্ধি,' রেজা বললো। 'আরও একটা কাজ করা যায়। ব্রিফকেসের ডালায় এই পাউডার মাখিয়ে রাখতে পারি,' ব্যাগ থেকে একটা ছোট প্ল্যাস্টিকের শিশি বের করে দেখালো রেজা।

'এটা কি?' জিজ্ঞেস করলেন কুপার।

'এক ধরনের ডাই পাউডার। ব্রিফকেসের ডালায় ছড়িয়ে দেবো। ডালার চামড়ার রঙের সঙ্গে মিশে থাকবে। কিন্তু কারও আঙুলে লাগলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে নীল দাগ পড়ে যাবে। সহজে উঠবে না।'

'বমাল ধরতে না পারলেও নীল আঙুল দেখে তখন ধরতে পারবো ব্যাটাকে,' হেসে বললো সুজা।

দ্রুত ফাঁদ পাতা হলো। এমন জায়গায় এনে রাখা হলো গাড়িটাকে, যাতে সহজেই চোখে পড়ে। শুকনো খাঁড়ি পেরিয়ে, বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাঙড়ের পাশ কাটিয়ে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পাহাড় চূড়ার দিকে চললো ওরা।

কিন্তু চূড়ায় পৌঁছার আগেই বাধা এলো। ডাকলো একটা ভারি কণ্ঠ, 'এইই, এই শোনো।'

থেমে ঘুরে তাকালো ওরা।

ইউনিফর্ম পরা পুলিশম্যান, ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'তোমাদের দেখেই সন্দেহ হয়েছিলো, নজর রেখেছি। ফসিল শিকারিদের মতো আচরণ করছো না তোমরা। রোজই এদিকে ডিউটি থাকে আমার, প্রফে-

সর পাহারা দেয়ার জন্যে। প্রায়ই হারিয়ে যায় ওরা। ফসিল যারা খুঁজতে আসে তাদের দেখলেই চিনতে পারি। তোমরা তাদের মতো নও। যন্ত্রপাতিও নেই সাথে।'

তাদের পিছে চোর লেগেছে, একথা পুলিশম্যানকে জানালেন কুপার। কিভাবে ফাঁদ পেতে রেখে এসেছেন, তা-ও বললেন। তারপর বললেন, 'আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?'

আগ্রহী মনে হলো লোকটাকে। 'হুঁম্‌ম্‌! ভালোই তো মনে হচ্ছে শুনে। একঘেয়ে কাজ এখানকার, কোনো উত্তেজনা নেই। যেতে অসুবিধে নেই আমার।'

নিচু পাহাড়টার চূড়ায় উঠে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসলো চারজনে। চোখ রাখলো গাড়িটার ওপর।

কিন্তু বসে থাকাই সার। চোর এলো না।

পাঁচ

হোটেলে ফিরে এলো ওরা। খেতে খেতে আলোচনা চললো।

'এবার তাহলে সোজা ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প, নাকি?' সুজা বললো। 'মনে হয় কেউ পিছু নেয়নি আমাদের। প্লেনের লম্বা লোকটাকে অযথাই সন্দেহ করেছি।'

'দেখা যাক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো রেজা, 'কি হয়।'

'এখান থেকে রেড বিউটের ট্রেন ধরবো আমরা,' কুপার বললেন। 'কাল সকাল নাগাদ পৌঁছবো ওখানে। তারপর ঘোড়া। জিনিসপত্র যা দরকার রেড বিউট থেকেই কিনে নেবো।'

খুব সকালে রেড বিউটে পৌঁছলো ট্রেন। হোটেলে উঠলো ওরা।

লোকজন বোধহয় খুব একটা আসে না, ওদেরকে স্বাগত জানানোর বহর দেখেই বোঝা গেল। ক্লার্কের গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'নাস্তা লাগবে, না?'

নাস্তা সেরে, সঙ্গের মালপত্র হোটেলে রেখে ফসিল খোঁড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বেরোলো ওরা।

একটা জেনারেল স্টোরেই পাওয়া গেল সমস্ত জিনিস। কথায়

কথায় সেলসম্যান লোকটা জেনে নিলো, ওরা কোন অঞ্চলে যাচ্ছে, কি কাজে। বললো, 'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পটা ঠিক কোথায়, বলতে পারবো না। তবে যেদিকে যাচ্ছেন আপনারা, খুব খারাপ জায়গা। এই তো, গত হপ্তায়ই এক ট্র্যাপারকে আক্রমণ করেছিলো একটা কুগার। পিস্তল নিয়ে যাবেন।'

'পারমিট লাগবে না?' সুজা জানতে চাইলো।

'না। এখানে লাগে না।'

'দিন তাহলে তিনটা। কিনেই নিই।'

দোকানের বাইরে ঘোড়ার আস্তাবল। সেখানে ওদেরকে নিয়ে এলো লোকটা। তিনটে চমৎকার ঘোড়া, আর মাল বওয়ার জন্যে একটা খচ্চর ভাড়া করলো ওরা।

দুপুরের আগেই খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আগে আগে চললেন কুপার আর সুজা। পেছনে খচ্চরের দড়ি ধরে এগোলো রেজা।

'কুগার সাহেবরা, আমরা আসছি,' রেড বিউটের মেইন রোড থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের রুক্ষ অঞ্চলে নামার সময় রসিকতা করলো সুজা।

'মিস্টার পারকিনসের ম্যাপ বলছে,' কুপার বললেন, 'পুরো পঁচিশ মাইল যেতে হবে আমাদের। আর পথ খুবই খারাপ।'

কিছুক্ষণ পর সরু একটা নহরের ধারে পৌঁছলো ওরা। উষর মাটির বুক চিরে বইছে ফল্গুধারা। আশেপাশে শুধু পাথর আর পাথর। মাথার ওপরে যেন আগুন ঢালছে সূর্য, পুড়িয়ে দিতে চায় ঘাড়ের খোলা চামড়া।

ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন কুপার। 'কাল সকালের আগে প্রথম চিহ্নটার কাছেই পৌঁছতে পারবো না। এই যে, ছোট একটা পর্বত, এখানে বোধহয় একটা গিরিখাতমতো আছে। আর এই যে, বিরাট একটা গাছ।'

'এখন একটা গাছ পেলে কাজ হতো,' ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললো সুজা। শার্ট ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। 'ছায়ায় জিরিয়েও নেয়া যেতো। খাওয়াও।'

'গাছ আর কোথায়?' এদিক ওদিক তাকালো রেজা। যতদূর চোখ যায়, লালচে ঝোপ, মাটি আর পাথর। দেখতে দেখতে যেন বিরক্ত হয়ে যায় চোখ।

গাছ পাওয়া গেল না। বড় একটা পাথরের ছায়ায় বসে দুপুরের খাওয়া সারলো ওরা।

রাস্তা এতো খারাপ, চলা প্রায় এগোয়ই না। শেষ বিকেলে অনেক কষ্টে এসে পৌঁছলো ওরা মোটামুটি একটা গাছবহুল জায়গায়। সবুজ ঘাস আছে, দু'চারটা গাছও রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে ওদের শরীর। স্নায়ু ভীষণ উত্তেজিত। সামান্য শব্দেও চমকে উঠছে।

'ইস্‌সি, যা বিচ্ছিরি ডাকে না!' বিড়বিড় করলো সুজা। 'কয়োটকে যে প্রেইরির ভূত বলে, ভুল বলে না।'

'আর বড়জোর দু'মাইল এগোতে পারবো,' কুপার বললেন। 'তারপরেই থামতে হবে। অন্ধকার হয়ে যাবে।'

গোধূলির আলোও যখন অস্পষ্ট হয়ে এলো, তখন থামলো ওরা। স্লীপিং ব্যাগগুলো খুলে শোয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন

কুপার। রেজা জানোয়ারগুলোকে খাবার দিতে ব্যস্ত। সুজা বসলো রান্না করতে।

খাবার খাওয়ানোর পর কাছেরই একটা ঝর্না থেকে জানোয়ার-গুলোকে পানি খাইয়ে আনলো রেজা। শক্ত করে বাঁধলো গাছের সঙ্গে। তারপর নিজেরাও খেতে বসলো। নিভু নিভু হয়ে এলো অগ্নিকুণ্ডটা। তাতে নতুন কাঠ ফেলে আগুনটা উস্কে দিলো সে। 'যাক, আজ রাতের মতো কাজ শেষ। এখন বৃষ্টি না এলেই বাঁচি।'

'সম্ভাবনা কম,' কুপার বললেন। 'তারা দেখেছো, কি উজ্জ্বল? শহরে এমনটা দেখবে না।'

'হ্যাঁ, এতো আলো, ইচ্ছে করলেই আবার বেরিয়ে পড়া যায়,' একমত হলো রেজা। 'কিন্তু ওটা কিসের আলো? ওই যে, বাঁয়ে।'

তিনজনেই উঠে দাঁড়ালো। তাকিয়ে আছে। দূরে উজ্জ্বল একটা আভা।

'মনে হয় আগুনের,' রেজা অনুমান করলো। 'নিশ্চয় কেউ ক্যাম্প করেছে ওখানে। ফেরেনটি আর বন হলেও অবাক হবো না।'

'দাদা, চলো না দেখে আসি?' কৌতূহল জিইয়ে রাখতে রাজি নয় সুজা।

আগুন নিভিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় জিন পরাতে বেশিক্ষণ লাগলো না। অন্ধকারে এগিয়ে চললো ওরা, প্রায় নিঃশব্দে।

'ক্যাম্পই,' কিছু দূর এগিয়ে সুজা বললো। 'ওই দেখো।' অগ্নি-কুণ্ড ঘিরে বসা লোকগুলোকে দেখালো সে। পাঁচ-ছয়জন হবে। ঘোড়াও আছে অনেকগুলো।'

ওগুলোর গন্ধ পেয়ে আর চুপ থাকতে পারলো না সুজার ঘোড়াটা। জোরে ডেকে উঠলো। চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালো লোকগুলো, হুড়াহুড়ি করে গিয়ে চাপলো তাদের ঘোড়ায়। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ওদের পিছু নিতে চাইলো সুজা, বারণ করলেন কুপার। অচেনা এলাকা। এই রাতের বেলা অপরিচিত লোকের পিছু নেয়া মোটেই উচিত হবে না। কাছে এসে আগুনের চারপাশে ভালো-মতো খুঁজলো ওরা। কিন্তু পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই দেখলো না।

'একটা লোক আলাদা হয়ে চলে গেছে, খেয়াল করেছো?' সুজা বললো। 'সে একদিকে গেল। বাকি লোকগুলো আরেক দিকে।'

একলা গেছে যে লোকটা, তার ঘোড়ার খুরের ছাপ খুঁজে বের করলো রেজা। টর্চের আলোয় দেখতে দেখতে আনমনে বললো, 'একটা পনি ঘোড়া। ছাপ তেমন গভীর নয়। তারমানে আরো-হীর ওজন বেশি না...।'

বাধা দিয়ে বলে উঠলো সুজা, 'বন মানচিনি না তো?'

ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকালো রেজা। 'কি জানি। হতেও পারে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে বোধহয় এদিক দিয়েই যেতে হবে।'

'হ্যাঁ,' কুপার বললেন। 'খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। লোকটা মানচিনি হয়ে থাকলে, বোঝা যাচ্ছে, আমাদের পিছুই নিয়েছে। আমরা যে এসেছি, জানে।'

নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এলো তিনজনে। যেখানে যা যেভাবে রেখে গিয়েছিলো, সেভাবেই আছে। আবার আগুন জ্বালানো হলো। অনেক উত্তেজনা আর পরিশ্রম গেছে। তাই মনে দুশ্চিন্তা থাকা সত্ত্বেও ব্যাগে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

পরদিন সকালে আগে ঘুম ভাঙলো সুজার। তাড়াতাড়ি উঠে নাস্তা তৈরি করতে বসলো।

নাস্তা সেরে রহস্যময় ক্যাম্পটা আরেকবার দেখতে এলো ওরা। কিন্তু নতুন কিছু আর চোখে পড়লো না। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে রওনা হলো আবার।

শুরু হলো বিস্তীর্ণ প্রেইরি। যেদিকে চোখ যায় শুধু ঘাস আর ঘাস। সকাল শেষ হওয়ার আগেই সমভূমি পেরিয়ে আবার পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করলো ওরা। 'আর মাইলখানেক,' কুপার বললেন। 'আশা করি তারপরেই গাছটা পেয়ে যাবো।'

তরাই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গেছে পথ। পাশে কোথাও পাহাড়ের সারি, কোথাও টুকরো জঙ্গল। ছোট একটা গিরিপথ পার হয়ে চওড়া উপত্যকায় বেরিয়ে এলো ওরা। ওপাশে আরেকটা পাহাড়, তাতেও গিরিপথ। সেটা পার হলে দেখা গেল একটা নিচু জায়গা। শাদা বালি। দেখেই বোঝা যায়, হ্রদ ছিলো এককালে। হয়তো এখনও পানিতে ভরে যায় বর্ষাকালে।

আরও কিছু দূর এগোনোর পর কুপার বললেন, 'গাছটা কই? এতোক্ষণে চোখে পড়ার কথা। শুধুই তো পাইনের জটলা দেখছি।'

'ওটা কি?' হাত তুলে দেখালো রেজা। 'ওপাশে? কাটা গাছের গোঁড়া মনে হয় না?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া হাঁকালো সুজা। জিনিসটা কি দেখার জন্যে। কুপার আর রেজা ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো ম্যাপটা।

শোনা গেল সুজার উত্তেজিত চিৎকার, 'দাদা, দেখে যাও। গাছই ছিলো। সদ্য কাটা হয়েছে।'

কুপার আর রেজা এসে দাঁড়ালো কাছে। ততোক্ষণে গোড়ার ওপরে লেগে থাকা ময়লা হাত দিয়ে ডলে সাফ করে ফেললো সুজা। বললো, 'কাদা লেপে রেখেছে। যাতে মনে হয় অনেক আগের কাটা।'

'কিন্তু গাছটা ফেললো কোথায়?' কুপারের প্রশ্ন।

রেজা আগে দেখতে পেলো। 'ওই তো পড়ে আছে।'

একটা খাদের মধ্যে এমনভাবে ফেলে রাখা হয়েছে গাছটা, বিশেষ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ভালোমতো না দেখলে চোখে পড়ে না।

খাদের পাড়ে এসে দাঁড়ালো তিনজনে।

'কাল রাতে যাদের দেখেছি,' রেজা বললো, 'হয়তো তারাই কেটেছে।'

'নকল যে ম্যাপটা চুরি গেছে,' কুপারকে জিজ্ঞেস করলো সুজা, 'সেটাতে গাছটার চিহ্ন দিয়েছিলেন নাকি?'

'দিয়েছিলাম।'

শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে রইলো রেজা। 'তাহলে আমি শিওর, শেলবির দল পৌঁছে গেছে এখানে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে যাবার বড় একটা চিহ্ন এই গাছ, সে-জন্যেই কেটে ফেলেছে।'

ম্যাপের নির্দেশ মতো আবার এগোনোর পালা। দুপুরের

আগেই থামলো একটা ঝর্নার পাড়ে। খাওয়া আর বিশ্রাম সেরে আবার চাপলো ঘোড়ায়।

বিকেলের কড়া রোদে পথ চলতে চলতে কৌতূহলী চোখে দেখছে বিচিত্র প্রকৃতি। আধুনিক পৃথিবী থেকে একলাফে যেন লক্ষ লক্ষ বছর পিছিয়ে চলে এসেছে ওরা। পাথর, মাটি, গাছপালা সবই যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর। এখুনি যেন বেরিয়ে আসবে রোমশ ম্যামথ হাতি কিংবা খড়্গদেঁতো বাঘ।

জানোয়ার একটা অবশ্যই বেরোলো, দাঁতালো বাঘের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়।

গভীর একটা গিরিখাতের ভেতর দিয়ে চলেছে ওরা। একধারে ঘন জঙ্গল। পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ঢালের নিচে পথের একধারে একটুকরো ঘাসবন, লম্বা লম্বা ঘাস, আরেক পাশে একটা পাহাড়ী নদী।

নদীর ধারে এসে ঘোড়া থেকে নামলো ওরা। জানোয়ার-গুলোকে ছেড়ে দিলো পানি খাওয়ার জন্যে। ঘাসের কিনারে তিনজনেই হাত-পা ছড়িয়ে বসলো আরাম করে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো সুজা, 'দাদাআ, সরো সরো!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রেজা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। একটু আগে যেখান থেকে নেমে এসেছে ওরা, সেই পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক জানোয়ার। পিঙ্গল শরীর। আফ্রিকান সিংহীর মতোই চেহারা অনেকটা, তবে আকারে আরও ছোট। পার্বত্য সিংহ। স্থানীয় নাম কুগার।

ওদেরকে সই করে লাফ দিলো জানোয়ারটা।

ছয়

রেজা ঝাঁপ দিলো ঘাসবনের দিকে। কুপার পড়লেন পানিতে।

কুগারটা এসে পড়লো মুহূর্ত আগে তিনি যেখানে ছিলেন, ঠিক সেখানে। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে হিংস্র গর্জন করে উঠলো সিংহ। তীক্ষ্ণ চিৎকার, রোম খাড়া করে দেয়।

চিৎকারের রেশ মিলাতে না মিলাতেই গর্জে উঠলো পিস্তল। পর পর দু'বার।

রেজার ওপর ঝাঁপ দেয়ার জন্যে ঘুরেছিলো কুগার, পড়ে গেল কাত হয়ে। থাবা দিয়ে মাটি খামচাতে শুরু করলো। কোমর ভেঙ্গে গেছে, এগোতে পারছে না।

আরেকবার গুলি করলো সুজা, জানোয়ারটার কপাল সই করে। নিথর হয়ে গেল কুগার।

পানি থেকে উঠে এলেন কুপার। হেসে বললেন, 'নাহ্, ভালোই সঙ্গী জোগাড় করেছি। সময়মতো গুলি না হলে আজ একজন মরতামই।'

ভয় পেয়ে এদিক ওদিক দৌড় দিয়েছিলো জানোয়ারগুলো। ডাক দিতেই কাছে চলে এলো দু'টো ঘোড়া আর একটা খচ্চর।

বাকি একটা ঘোড়াকে ধরতে বেশ বেগ পেতে হলো।

কুগারটাকে মরা দেখেও ভয় যাচ্ছে না ওগুলোর। আতঙ্কিত ডাক ছাড়ছে, আর পা ঠুকছে পথের ওপর। শেষে দুই ভাই মিলে ঠেলেঠুলে ওটাকে একটা গর্তে ফেলে দেয়ার পর শান্ত হলো ওগুলো।

আবার ঘোড়ায় চেপে চলা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে সুজা বললো, 'ইস্, এই চলার কি আর শেষ হবে না? পঁচিশ তো না, মনে হচ্ছে পঁচিশশো মাইল পেরোচ্ছি।'

গতি সত্যিই খুব ধীর। বিকেলের শেষে, ক্যাম্প করার মতো পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে বের করলো ওরা। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা করলো ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পের উদ্দেশে।

'ম্যাপের শেষ চিহ্ন,' কুপার বললেন, 'একটা টিলার মাথায় একটা আলগা গোল পাথর। পাহাড়ের গোড়ার উপত্যকা গিয়ে মিশেছে জলাভূমিতে। ওই উপত্যকারই কোথাও রয়েছে উটের ফসিল।'

মোড় নিলো ওরা। নদীর ধার ধরে এসেছে বহুক্ষণ। এখন নদীটা বেঁকে সরে যেতে লাগলো দক্ষিণ-পশ্চিমে।

একটা গিরিসঙ্কটের মুখে এসে পৌঁছলো ওরা।

'এসে গেছি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন কুপার। 'ম্যাপ বলছে এই সরু পথটা পেরোলেই চোখে পড়বে টিলাটা।'

আগে আগে চলেছেন কুপার। মাঝে রেজা। পেছনে খচ্চরের রশি ধরে টেনে নিয়ে এগোচ্ছে সুজা।

আবছা অন্ধকার গিরিসঙ্কটের বাইরে বেরিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার, 'ব্যস, এসে গেলাম!'

তাঁর পেছনে বেরোলো ছেলেরা। দেখলো, ছড়ানো উপত্যকা। ডানে পাহাড়ের উঁচু চূড়া, ঢাল প্রায় নেই বললেই চলে, খাড়া দেয়াল। বাঁয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেছে উপত্যকা, যেন বিশাল সৈকত। তেমনি মিহি বালি। টিলাটাও দেখা গেল, মাথায় প্রকাণ্ড এক গোল পাথর।

'দেখেছো দাদা,' সুজার চোখে বিস্ময়। 'যেভাবে বসে আছে, ইচ্ছে করলেই ঠেলে ফেলে দেয়া যায়। গায়ে পড়লে একেবারে···।'

'হ্যাঁ, তা বোধহয় যায়,' পাথরটার দিকে চেয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন কুপার।

'ওই যে, একটা ফায়ার টাওয়ারও আছে। জলাভূমির ওধারে, পর্বতের যে জায়গাটায় জঙ্গল, ঠিক তার ওপরে···চূড়ার কাছাকাছি···।'

হাত তুলে তাকে থামতে ইশারা করলেন কুপার। 'শোনো!'

খটাখট খটাখট শব্দ। কোনো সন্দেহ নেই, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

'চলো, লুকাই!' বলতে বলতেই রাশ ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেললো রেজা। আবার ঢুকবে গিরিসঙ্কটে।

সুজা আর কুপারও পিছু নিলেন।

গিরিসঙ্কটে ঢুকে ঘোড়া থামালো ওরা, ফিরে তাকালো পেছনে। মিনিট কয়েক পরে দেখলো, ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমেছে একজন

ঘোড়সওয়ার।

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে ছুটে গেল তিনজনে, ঘিরে ফেললো ঘোড়াটাকে। অশ্বারোহী একটা ছেলে, বয়েস বড়জোর চোদ্দ। কিন্তু এমন ভাবে বসে আছে জিনের ওপর, ঘোড়া সামলাচ্ছে, বোঝা যায় জাত ঘোড়সওয়ার।

'এই, কে তোমরা?' বড়দের ভঙ্গিতে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো ছেলেটা।

নিজেদের পরিচয় দিলেন কুপার। জানালেন, ফসিল খুঁজতে এসেছেন।

'কিন্তু এটা আমাদের জায়গা,' ছেলেটা বললো, 'আমার মায়ের সম্পত্তি। খোঁড়ার অনুমতি কে দিলো?'

'তোমার মা?'

'হ্যাঁ। মিসেস বেনটার। আমি পল বেনটার।'

'ও। তা পল,' কুপার বললেন, 'তোমার-মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, নিশ্চয় আমার খালু ওয়াল্ট পারকিনসকে চিনবেন…।'

বাধা দিয়ে পল বললো, 'ওয়াল্ট পারকিনস আপনার খালু? আমিও চিনতাম। তাঁর সঙ্গে মার চুক্তি হয়েছিলো, ফসিল বিক্রির সমস্ত টাকা মাকে দিয়ে দেবেন। সে-জন্যেই খুঁড়তে দিতে রাজি হয়েছে মা।'

'ধরে নাও সেই চুক্তি এখনও বলবৎ আছে।'

'তাহলে তো কথাই নেই। মিস্টার পারকিনসকে খুব পছন্দ করতাম আমরা। ভালো লোক ছিলেন। হঠাৎ করে একদিন নিখোঁজ হয়ে গেলেন। অনেক খুঁজলাম, পেলাম না। তারপর

একদিন খবর পেলাম অসুখে মারা গেছেন তিনি।'

'তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে এসেছি আমরা।'

ছেলেটাকে নানারকম প্রশ্ন করলো রেজা আর সুজা।

'তোমরা ছাড়া আর কে কে থাকে এই এলাকায়?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

হাসলো পল। 'আমরা আর শেরিফ হ্যামারসন, আর কেউ না। তবে ইদানীং অচেনা লোকের আনাগোনা দেখছি। রাতের বেলা ক্যাম্পের আগুনও চোখে পড়ে। এই তো, কাল রাতেই দু'জন ধরলো আমাকে। নানা কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো, যেন উকিলের জেরা। মোটেও ভালো লাগলো না আমার। ঘোড়া ছুটিয়ে পালালাম।'

'লোকগুলো দেখতে কেমন?' জানতে চাইলো সুজা।

'দু'জনেই বেশ বড়সড়। একটা তো রীতিমতো দৈত্য, ইচ্ছে করলেই কুস্তিগীর হতে পারতো। আরেকজনকে দেখে মনে হলো উকিল কিংবা ডাক্তার। জোরে জোরে কথা বলছিলো।'

চট করে একে অন্যের দিকে তাকালো ই ভাই। টম ফেরেনটি আর শেলবি কারমলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে শরীরের বর্ণনা।

'পয়লাবার কিছু বলিনি,' পল বললো। 'তবে আবার যদি আমাকে ধরতে আসে, সোজা গিয়ে ফরেস্ট রেঞ্জারদের বলে দেবো।'

'ফরেস্ট রেঞ্জার আছে নাকি এদিকে?' সুজা বললো।

'নিশ্চয় আছে। নিয়মিত টহল দেয় এই এলাকায়। আর এলেই আমাদের র‍্যাঞ্চে থেমে দেখা করে যায়।'

ওখানে থাকে, না?' পর্বতের ওপরে ফায়ার টাওয়ারটা দেখালো রেজা।

'না। ওটা অনেক পুরনো। এখন আর কেউ থাকে না। আরেকটা নতুন টাওয়ার আছে। দেখা যায় না এখান থেকে।'

'গুড,' কুপার বললেন, 'জানা থাকলো।'

'হ্যাঁ। আর শেরিফ হ্যামারসনও কাছাকাছিই থাকেন। আমাদের বন্ধু।'

'পল,' রেজা বললো, 'এই এলাকা তো তোমার চেনা। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পটা কোথায় বলতে পারো?'

'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প?' ঠোঁট কামড়ালো পল। 'কই, নামই তো শুনিনি।'

'শোনোনি?' হতাশ মনে হলো কুপারকে।

'না। ওই নামে কোনো সোয়াম্প নেই এদিকে। এখানেরটা ডেভিল'স সোয়াম্প।'

আবার পরস্পরের দিকে তাকালো দুই ভাই। ম্যাপে নাম ভুল নেই তো?

'অনেক দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফেরা দরকার,' পল বললো। 'সময় পেলে আমাদের র‍্যাঞ্চে এসো তোমরা,' রেজা-সুজার দিকে চেয়ে বললো সে। 'মা খুব খুশি হবে।'

'কোনদিকে তোমাদের বাড়ি?' রেজা জানতে চাইলো।

উত্তর-পশ্চিম কোণে হাত তুললো পল। 'পাহাড়ের বাঁ-দিক ঘেঁষে একটা পথ গেছে। ওটা ধরে গেলেই পেয়ে যাবে।' ঘোড়ার পেছনে চাপড় মারলো সে। ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

'তাহলে এটা ডেভিল'স সোয়াম্প, ওয়াইল্ডক্যাট নয়,' বিরক্ত কণ্ঠে বললো সুজা। 'এত পথ পাড়ি দিয়ে এলাম শুধু শুধু...।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুললেন কুপার। 'ম্যাপটা আরেকবার দেখি।'

নীরবে কয়েক মিনিট দেখলেন ম্যাপটা। ধীরে ধীরে হাসি ফুটলো মুখে। 'হ্যাঁ, জায়গা এটাই। দুই জায়গার এতো মিল থাকতে পারে না। লোককে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই জায়গাটার নাম ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প রেখেছেন পারকিনস।'

'শিওর হওয়ার একটাই উপায়,' রেজা বললো, 'সাইনবোর্ডটা খুঁজে বের করা।'

'যদি ওটা থাকে এখনও। যাকগে, পরে খুঁজবো। আগে ক্যাম্প করার জায়গা দেখি।'

চমৎকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। গিরিসঙ্কটের মুখের ওপরে একটা শৈলশিরার ধারে, চত্বরের মতো ছড়ানো একটুকরো জায়গা, হালকা ঝোপঝাড় আছে। মালপত্র নামিয়ে ওখানেই তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত হলো ওরা। পাথরের অভাব নেই। কুড়িয়ে এনে ফায়ারপ্লেসও তৈরি করলো। তারপর রেজা আর সুজা চললো এলাকাটা ঘুরে দেখতে। ওদেরকে সাবধানে থাকতে বলে দিলেন কুপার।

সবুজ জলাভূমির কিনারে এসে দাঁড়ালো ওরা। বাতাসে কাদার গন্ধ। সবুজ গুল্ম আর জলজ উদ্ভিদের ওপর উড়ছে বড় বড় ফড়িং। কালচে পানি, কেমন যেন তেলতেলে।

জলাভূমির কাছ থেকে সরে এলো ওরা। সাইনবোর্ড খুঁজতে

শুরু করলো। পাওয়া গেল সহজেই। একটা উইলো গাছে পেরেক মেরে লাগানো, আংশিক ঢেকে রয়েছে লতাপাতায়। পুরনো তক্তা, রোদে পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়। দু'হাতে লতাপাতা সরিয়ে দেখলো সুজা। 'এটাই!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'এই তো লেখা: হিয়ার লাই দা বডিজ অভ টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট।'

তাড়াহুড়ো করে ক্যাম্পে ফিরে এলো দু'জনে। খবর শুনে খুশি হলেন কুপার। বললেন, 'এবার কাজে লাগতে হয়।'

গাঁইতি শাবল বের করে মাটি খুঁড়তে চললো ওরা। ম্যাপ দেখে ঢালের গায়ে একটা জায়গা বাছলেন কুপার। 'এখান থেকেই শুরু করি।'

ওপরের আস্তর নরম, বালিমাটি। সহজেই সরিয়ে ফেলা গেল। কিন্তু তার পরের মাটি খুব কঠিন, যেন পাথার।

গায়ের জোরে কোপ মারলো রেজা, কয়েক ইঞ্চির বেশি গাঁথলো না গাঁইতি। কপালের ঘাম মুছে বললো, 'আরিব্বাবা, মাটি তো না, একেবারে সিমেন্টের ঢালাই।'

এক ঘণ্টা একনাগাড়ে মাটি কুপিয়ে গেল ওরা। তারপর টন করে কিসে যেন লাগলো কুপারের বেলচা। টিনের একটা পাত্র। তুলে একবার দেখে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে কি মনে করে আবার তাকালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আরি, তামাকের টিন! বোনি ব্রায়ার। খালুর পছন্দের ব্র্যাণ্ড।'

'ঠিক জায়গায়ই কাজ করছি তাহলে,' মাথা দোলালো রেজা। 'তবে বলা যায় না। ওই ব্র্যাণ্ড শুধু আপনার খালুরই নয়, আরও অনেকের পছন্দ। অন্য কেউও ওটা ফেলে যেতে পারে।'

তা পারে, কিন্তু বিশ্বাস করলেন না কুপার। নতুন উদ্যমে মাটিতে কোপ বসালেন।

কয়েক মিনিট পর সুজার গাঁইতি ঠং লাগলো কিসে যেন। সাংঘাতিক শক্ত কিছু। 'আঁউক!' করে উঠলো সে।

'কি হলো?' কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

'কি জানি। শক্ত কিছুতে লেগেছে।'

বেলচা দিয়ে মাটি পরিষ্কার করলো সুজা। ধাতব একটা জিনিস দেখা গেল। ভারি কিছু। আস্তে আস্তে আশপাশের মাটি আরও খুঁড়লো সে। দেখা গেল মরচে ধরা একটা পাইপ।

'এটা এখানে এলো কিভাবে?' কুপারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো রেজা।

'কি জানি!' মাথা চুলকালেন কুপার। 'এটা দিয়ে কি করতেন পারকিনস? আর তাঁর আগে এখানে অন্য কেউ খুঁড়ে গেছে বলেও শুনিনি।'

'তাহলে...।'

কথা শেষ করতে পারলো না রেজা। ধুপ করে ভারি শব্দ হলো পাহাড়ের ওপরে। ফিরে চেয়েই চমকে উঠলো সে। চিৎকার করে বললো, 'সরো, সরো! জলদি সরো!'

টিলার মাথার গোল পাথরটা খসে পড়েছে। গড়িয়ে নামছে ঢাল বেয়ে। সঙ্গে নামছে ছোট-বড় অসংখ্য পাথরের ঢল।

উপত্যকা বেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঝপাত করে পানিতে পড়লো ওটা। ভাগ্যিস সময় মতো সরে গিয়েছিলো ওরা। আরেকটু হলেই এসে পড়তো একেবারে গায়ের ওপর। ভর্তা বানিয়ে ফেলতো।

সাত

দৌড়ে ওপরে উঠলো রেজা আর সুজা। কাউকে দেখলো না।

'চলো ওপাশে গিয়ে দেখি,' সুজা বললো।

পাহাড়ের মাথার ওপরে উঠেই দেখতে পেলো, বাঁয়ের পথ ধরে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে দুটো ঘোড়া।

'দু'জন!' চিৎকার করে বললো সে। অনেক দূরে চলে গেছে ঘোড়সওয়ারেরা। বুঝতে পারলো, এখন গিয়েও লাভ নেই, ধরা যাবে না।

নিচে নেমে দেখলো ওরা, একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছেন কুপার। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'ধাক্কা দিয়েই ফেলেছে, না?'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'দু'জন এসেছিলো।'

'আর খুঁড়বো এখন?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'নাহ্, এখন আর ভাল্লাগছে না,' কপালে হাত বোলালেন কুপার। 'বসো। জিরিয়ে নিই।'

রেজা বসলো। সুজা গেল ওপরে, পাথরটা যেপথে গড়িয়ে নেমেছে সেপথ ধরে উঠতে শুরু করলো। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো

সে, 'দাদা, এই দাদা, দেখে যাও!'

কি দেখলো সুজা? তাড়াতাড়ি উঠে প্রায় দৌড় দিলো রেজা আর কুপার।

চলার পথে যতো আলগা পাথর ছিলো সব ধসিয়ে ঠেলে নিয়ে গেছে গোল পাথরটা। বড় একটা পাথর সরে যাওয়াতেই বেরিয়ে পড়েছে ওটা, একটা গর্ত।

'নিশ্চয় গুহামুখ!' কুপার বললেন। 'সরাও, সরাও, পাথর সরাও।'

আশপাশের কিছু পাথর সরাতেই বড় হয়ে গেল গুহামুখটা। সহজেই ঢুকতে পারে একজন মানুষ। দৌড়ে গিয়ে টর্চ আর দড়ি নিয়ে এলো সুজা। তারপর দড়ি বেঁধে এক এক করে নামলো গুহার ভেতরে। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগলো।

'দাদাআ!' রেজার হাত খামচে ধরলো সুজা।

অন্য দু'জনও দেখলো জিনিসটা। দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে একটা নরকঙ্কাল।

'আল্লাহই জানে, কিভাবে মরলো!' সুজা বললো।

'আমার মনে হয়,' কুপার বললেন, 'বাতাসের অভাবে মরেছে। কিংবা ক্ষুধায়। ঝড়ের আগে কোনো কারণে ঢুকেছিলো হয়তো, ঝড়ের পর গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আর বেরোতে পারেনি।'

'নাকি থাকতোই এখানে কে জানে?' বললো রেজা।

মরচে ধরা কতগুলো লোহার পাইপ পড়ে থাকতে দেখা গেল কঙ্কালটার কাছে। মাটি খুঁড়ে সুজা যেরকম খুঁজে পেয়েছে। মোটা তেমনই, তবে অনেক লম্বা।

'অযথা আনেনি এগুলো,' রেজা বললো। 'নিশ্চয় কোনো কারণ ছিলো।'

'প্রসপেক্টর হতে পারে,' কুপার আন্দাজ করলেন। 'হয়তো জলা থেকে পানি আনার কাজে ব্যবহার করতো পাইপগুলো।'

'পানি দিয়ে কি করতো?' সুজার প্রশ্ন।

'বালি চেলে সোনার গুঁড়ো বের করতে পানি লাগে।'

গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো তিনজনে। ফিরে যাওয়ার কথা বলবে, এই সময় রেজার চোখে পড়লো জিনিসটা। অন্ধকার কোণে পড়ে আছে। চকচকে একটা নতুন পিস্তল। 'নিশ্চয় কেউ ঢুকেছিলো এখানে,' বললো সে, 'দু'একদিনের মধ্যে। এককণা মরচে নেই পিস্তলটার গায়ে।'

টর্চের আলোয় দেখা গেল, আঙুলের ছাপ আছে ওটাতে। পকেট থেকে রুমাল বের করে সাবধানে মুড়ে পিস্তলটা তুলে নিলো রেজা।

'শিশিটা পকেটেই আছে আমার,' সুজা বললো। 'ডাই পাউডার। ছড়িয়ে দেখবে নাকি, কার ছাপ?'

এসব ব্যাপারে দক্ষ রেজা। বাবার কাছে শিখেছে। পাউডার ছড়ালো ছাপের ওপর। আরও স্পষ্ট ফুটে উঠলো ছাপটা। বুড়ো আঙুলের টিপের মতো, রেখাগুলো কেমন যেন পরিচিত মনে হলো তার। কোথায় দেখেছে? হঠাৎ মনে পড়লো, কুপারের বাড়ির জানালার কাচে। 'বন মানচিনি!' বলে উঠলো সে।

'নিশ্চয়ই,' একমত হলো সুজা।

'তো, এরপর কি করা?' জানতে চাইলেন কুপার।

'প্রমাণ করতে হবে,' রেজা বললো। 'আর তা করতে চাইলে হাতেনাতে ধরতে হবে ব্যাটাকে।' তার ইচ্ছে, পিস্তলটা এখানেই ফেলে যাবে। লুকিয়ে চোখ রাখবে গুহার ওপর। ডাকাতটা এটা নিতে এলেই ধরবে তাকে।

প্রস্তাবটা অন্য দু'জনেরও পছন্দ হলো। ওরা যে ঢুকেছে তার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে দড়ি বেয়ে আবার উঠে এলো ওপরে।

সেদিন আর ফসিল খোঁড়ার সময় নেই। যার যার কাজ ভাগ করে নিলো ওরা। জানোয়ারগুলোর সেবা করতে গেলেন কুপার। রেজা বসলো খাবার রাঁধতে। আর সুজা লুকিয়ে থেকে চোখ রাখলো গুহার ওপর।

কাজ শেষ করে তার জায়গাতেই এসে বসলো অন্য দু'জন। ওখানে বসেই খেলো।

'আজ রাতে এখানেই থাকি, কি বলো?' কুপার বললেন।

অন্য দু'জনের তাতে আপত্তি নেই। স্লীপিং ব্যাগ এনে ওখানেই শু'লো তিনজনে। মস্ত চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। গুহামুখের আশপাশের অনেক দূর পরিষ্কার দেখা যায়।

পালা করে পাহারা দিলো ওরা। সারা রাতে কিছুই ঘটলো না আর।

সকালে উঠে নাস্তা করতে করতে রেজা বললো, 'আবার গুহায় যাবো। আরও ভালোমতো দেখবো আজ ভেতরটা।'

আগের দিনের মতোই দড়ি বেয়ে নামলো ওরা একে একে। প্রথমেই আলো ফেললো গুহার কোণে। চমকে উঠলো পিস্তলটা নেই দেখে।

'কিন্তু ঢুকলো কিভাবে?' বুঝতে পারছে না সুজা। 'গুহামুখের ধারেকাছে আসতে দেখিনি কাউকে।'

'আমার মনে হয়,' রেজা বললো, 'ঢোকার অন্য পথ আছে।'

পাঁচ মিনিট লাগলো পথটা বের করতে। এক কোণে বড় একটা পাথর পড়ে আছে। ঠেলা দিতেই নড়ে উঠলো। সরাতেই গুহায় ঢুকলো দিনের আলো। একটা সুড়ঙ্গ।

'এসো,' বলে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো রেজা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো। বেরিয়ে এলো পাহাড়ের বাইরে। সারারাত ওরা যেখান থেকে পাহারা দিয়েছে, সেখান থেকে আরও নিচে সুড়ঙ্গ-মুখটা। 'বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের!' তিক্তকণ্ঠে বললো সে। 'সারাটা রাত খামোকা পাহারা দিলাম।'

'আমাদের ওখানে লুকাতে দেখেছে কিনা কে জানে,' সুজা বললো।

সুড়ঙ্গ দিয়ে আবার গুহায় ঢুকলো ওরা। পাথরটা বসিয়ে দিলো জায়গামতো। কুপার বললেন, 'আরও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। নইলে কখন যে পিঠে গুলি খাবো, ঠিক নেই।'

দড়ি বেয়ে উঠে এলো তিনজনে। জরুরী মিটিঙে বসলো। আলোচনা করে ঠিক করলো, রেডিওতে যোগাযোগ করবে মিস্টার মুরাদের সঙ্গে। সব কথা জানাবে তাঁকে।

এরপর ভালো জায়গা খোঁজার পালা, যেখান থেকে সিগন্যাল ভালো ধরতে এবং পাঠাতে সুবিধে হবে। কিন্তু পছন্দ হলো না কোনোটাই। বাধা হয়ে দাঁড়ায় পাহাড়। শেষে ব্যাগ থেকে বেলুন বের করলো রেজা। ওটাতে অ্যান্টেনা বেঁধে ছেড়ে দিলে ওপরে

উঠে যাবে, সিগন্যাল চলাচলে আর বাধা দিতে পারবে না পাহাড়।

এসব অসুবিধের কথা চিন্তা করেই বেলুন আর গ্যাস সিলিণ্ডার নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে ওরা। কাজে লাগলো এখন। অ্যান্টেনা নিয়ে উঠে গেল বেলুন। পেছনে ঝুলে রইলো লম্বা তার। গোপন ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউনিং করে রেজা বললো, 'রেজা বলছি। কাম ইন। কাম ইন।'

কয়েকবার বলতেই সাড়া এলো, 'মুরাদ বলছি। বলো। বলে ফেলো।'

দ্রুত, সংক্ষেপে বাবাকে সব কথা জানালো রেজা। শেষে বললো, 'শেলবি, টম আর বনের আঙুলের ছাপ জোগাড় করে রেড বিউটে পাঠিয়ে দাও। সম্ভব?'

'চেষ্টা করবো।'

'তোমার ট্রেন ডাকাতদের খবর কি?'

'অনেক খবর আছে···।'

বন্ধ হয়ে গেল কথা। অবাক হলো রেজা। আপনা আপনি চোখ উঠে গেল অ্যান্টেনার দিকে। দেখলো, গ্যাস বেরিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বেলুনটা। দ্রুত নিচে পড়ছে।

আট

'কি হলো ?' চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে বেলুনটাকে ধরার জন্যে দৌড় দিলো দুই ভাই। চোখের আড়ালে চলে গেছে ওটা। তবে তার ধরে ধরে গিয়ে ওটাকে বের করে ফেললো ওরা। উঁচু একটা পাইনগাছের ডালে আটকে ঝুলছে। গাছে উঠে ওটা নামালো রেজা।

'ছিদ্র,' ভাইকে বললো সে, 'এই দেখ।'

কুপার দৌড়ে আসছেন। রেজার কথা কানে গেল তাঁর। 'কিন্তু কিভাবে হলো ছিদ্র ? যা শক্ত কাপড়, আপনা আপনি হওয়ার তো কথা নয়।'

গম্ভীর হয়ে গেছে রেজা। 'গুলি করে করেছে।'

'শব্দ শুনলাম না কেন ?' সুজার জিজ্ঞাসা। 'তুমি শুনেছো ?'

'না। বহুদূর থেকে করা হয়ে থাকতে পারে। কিংবা সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্র।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন কুপার। 'বাতাসের উল্টোদিক থেকে করা হয়ে থাকলে না শোনারই কথা।'

'করলোটা কে ? কোনো সৌখিন আধুনিক কাউবয় ? নাকি বন মানচিনি ?'

'কাউবয়-টয় না,' কুপার বললেন। 'নিশ্চয় ডাকাতদের কেউ। এখন মনে হচ্ছে, শুধু একটা ফসিলের জন্যে এতো কিছু করছে না ওরা। বোঝাই তো যাচ্ছে, তাড়াতে চাইছে আমাদের। ফসিল নয়, অন্য কোনো কারণ আছে। সেই কারণটাই এখন জানা দরকার।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, ফসিল নয়,' রেজা বললো। 'এমন কিছু আছে, যা ডাকাতদের জন্যে দামি।'

ধীরে ধীরে ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে লাগলো ওরা, অ্যান্টেনার তারটা গোটাতে গোটাতে। বেলুনটা অকেজো হয়েছে বটে, কিন্তু অ্যান্টেনাটা এখনও ভালো আছে। কাজে লাগবে।

তাঁবুর কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। গিরিখাতের দিক থেকে আসছে। উদ্বিগ্ন হয়ে আরোহীদের আসার অপেক্ষায় রইলো ওরা।

'ও, ফরেস্ট রেঞ্জার,' সবুজ ইউনিফর্ম পরা লোকগুলোকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুজা।

মাঝের লোকটা খাটো, হাত আর গলার রগ বেরিয়ে আছে। বাঁয়ের লোকটার মাঝারি উচ্চতা। তৃতীয় লোকটাও খাটো, অদ্ভুত চ্যাপ্টা নাক।

'কে তোমরা ?' জিজ্ঞেস করলো মাঝের লোকটা, তাকেই নেতা বলে মনে হলো।

'এখানে কি করছো ?' চ্যাপ্টা নাকের প্রশ্ন।

ওদের ব্যবহার পছন্দ হলো না কুপারের। কিছুটা রুক্ষভাবেই পরিচয় দিলেন নিজেদের। কি করতে এসেছেন তা-ও জানালেন।

তাঁর কথা রেঞ্জারদের মনে কোনো রেখাপাত করলো বলে মনে হলো না। নেতা বললো, 'খারাপ খবর আছে আপনাদের জন্যে। এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'মানে?'

'সহজ কথা বুঝতে পারছেন না? গাঁটরি-বোঁচকা বেঁধে চলে যেতে বলছি।'

'কিন্তু মালিকের অনুমতি আছে,' প্রতিবাদ জানালো সুজা, এক পা আগে বাড়লো। 'আমরা যে ফসিল খুঁজতে এসেছি, মিসেস বেনটারকে জানানো হয়েছে।'

'আমি বলছি চলে যেতে,' কর্কশ কণ্ঠে বললো নেতা। 'এটা সরকারি আদেশ।'

'সরকার বলেছে আমাদের চলে যেতে?' বিশ্বাস করতে পারছেন না কুপার।

'শুধু আপনাদেরকে নয়, এ-এলাকায় যারা আছে সবাইকেই। গভর্নমেন্ট রিজার্ভ বানানো হবে জায়গাটাকে।'

হতাশ ভঙ্গিতে একে অন্যের দিকে তাকালো তিন অভিযাত্রী। সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই, চলে যেতেই হবে। আর কয়েকটা দিন থাকার অনুমতি চাইলেন কুপার। লাভ হলো না।

কড়া গলায় আদেশ দিলো নেতা, 'জলদি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।'

ফসিল শিকারীদের পিছে পিছে এলো রেঞ্জাররা।

নেতা বললো, 'তাড়াতাড়ি করুন। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। অনেক কাজ আছে আমাদের।'

'এতো পাগল হয়ে গেছেন কেন?' ভুরু কোঁচকালো রেজা। রেগেছে। 'তাড়াহুড়ো করলে জিনিসগুলো নষ্ট হবে, বুঝতে পারছেন না? ভাঙলে দেবেন আপনারা?'

'ওটা কি, রেডিও না? তেজ তো খুব দেখাচ্ছো। স্টেট লাইসেন্স আছে ওটার?'

'স্টেট লাইসেন্স। সেটা আবার কি জিনিস?'

'অ, নেই। তাহলে তো এই রেডিও রাখতে পারবে না। আমরা বাজেয়াপ্ত করলাম। শর্টওয়েভ, না? হুঁউ। এই, হাঁ করে কি দেখছো? তুলে নাও ওটা।'

'বাজেয়াপ্ত করলাম বললেই হলো নাকি?' জ্বলে উঠলো সুজা। 'কাগজপত্র দেখান আগে। ওটা আমাদের জিনিস।'

'কে অস্বীকার করছে? স্টেট লাইসেন্স জোগাড় করে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে ফেরত নিয়ে যেও।'

আবার প্রতিবাদ জানাতে গেল সুজা। কিন্তু রেঞ্জারদের পিস্তলে হাত দিতে দেখে থেমে গেল। বুঝলো, তর্কাতর্কি করে কোনো লাভ হবে না। হতাশ হয়ে অন্যান্য মাল খচ্চরের পিঠে তুলে ঘোড়ায় চাপলো তিন অভিযাত্রী। ফিরে চললো রেড বিউটে।

'যাও,' সঙ্গে সঙ্গে আসছে নেতা, পেছনে তার দুই সহকারী। 'মাইল দশেকের মধ্যে থাকবে না। আর কখনও যেন ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে না দেখি।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে ফিরে গেল রেঞ্জাররা। অভিযাত্রীরা এগোলো আরও খানিকটা। তারপর থামলো। দশ মাইল নয়, ওয়াইল্ডক্যাম্প সোয়াম্পের কাছ থেকে মাইলখানেক দূরে এসেই ক্যাম্প করলো আবার।

'এই রহস্যের কিনারা না করে আমি এক পা-ও নড়ছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলো রেজা। 'সত্যি সত্যি সরকার দখল করে নিলে, বলার কিছু নেই। কিন্তু এসবে যদি শেলবির হাত থেকে থাকে, শেষ দেখে ছাড়বো আমি।'

'আমিও,' সুজা বললো। 'দাদা, ডাকাতদের কথা ওদের বললে না কেন? তাহলে হয়তো আরও ক'দিন থাকতে দিতো, ওদের সহযোগিতা করার জন্যে।'

জবাব দিলো না রেজা। ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বললো, 'বাবা নিশ্চয় আড্‌লের ছাপগুলো পাঠাবে। আমরা রেড বিউটে গেলেই ওগুলো পাবো।'

'তাহলে আজই রেড বিউটে চলে যাই,' কুপার বললেন। 'তোমরা থাকো, আমি একাই যাবো। ছাপগুলো পেলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাবো। যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো এখানে।'

'গেলে রাতে যান। দিনের চেয়ে রাতে যাওয়াটা ভালো, চাঁদের আলো আছে, অসুবিধে হবে না। যদি কেউ কাছাকাছিও থাকে, দেখতে পাবে না আপনাকে,' রেজা বললো। 'আমরা মাল পাহারা দেবো এখানে। চোখ খোলা রাখবো, ডাকাতগুলো কি করছে জানার চেষ্টা করবো।'

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাতের খাওয়া শেষ করলো ওরা। কিছু খাবার আর দরকারী কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিলেন কুপার, যাতে রেড বিউট পর্যন্ত যেতে অসুবিধে না হয়। তিনি চলে যাওয়ার পর ক্যাম্পের আগুনটা উস্কে দিয়ে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকলো দুই ভাই।

'ব্যাটারা কেমন রেঞ্জার?' সারাদিন ধরেই প্রশ্নটা জেগেছে সুজার মনে। হাই তুলতে তুলতে বলেই ফেললো এখন। 'আমার ধারণা ছিলো রেঞ্জাররা হবে নিখুঁত পোশাক পরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রগ বের হওয়া খাটো লোকটাকে আস্ত একটা বেজি মনে হয়েছে আমার।'

'আমিও এই কথাই ভাবছি,' রেজা বললো। 'কয়েকটা ব্যাপারেই খটকা লেগেছে আমার। যেমন স্টেট লাইসেন্স।'

'ব্যাটাদের ব্যবহার অত্যন্ত রুক্ষ। অথচ আমি শুনেছি, রেঞ্জাররা নাকি খুব ভদ্র হয়। বেজি ব্যাটার ওই কথাটা তো গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে আমার, এমনভাবে বললো—আর কখনও যেন ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে না দেখি।'

ঝট করে উঠে বসলো রেজা। 'সুজা! বুঝতে পারছিস না? ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প বলেছে!'

'বলেছে। তাতে কি?'

'পল বলেছে জায়গাটার নাম ডেভিল'স সোয়াম্প।'

'তাই তো! রেঞ্জাররা পারকিনসের রাখা নাম জানলো কিভাবে?'

'ব্যাটারা নকল লোকও হতে পারে! চল, গিয়ে দেখি কি ঘটছে

ওখানে।'

ব্যাগ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চাপলো ওরা। ঝোপঝাড় আর পাহাড়ের ছায়ায় গা ঢেকে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চললো। গিরিসঙ্কটের আধমাইল দূরে এসে নামলো ঘোড়া থেকে। জানোয়ার-দুটোকে ওখানে বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো।

গিরিসঙ্কটে ঢুকে থামলো। কান পাতলো শব্দের আশায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার এগোলো। গিরিসঙ্কটের বাইরে বেরিয়ে ঘুরে উঠতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে। একেবারে চূড়ার কাছাকাছি উঠে থামলো। একটুকরো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ, ওদের চারপাশে এখন অন্ধকার।

আস্তে ভাইয়ের বাহুতে হাত রাখলো সুজা। ফিসফিসিয়ে বললো, 'দাদা, দেখো, নিচে।'

গুহামুখে আলো দেখা যাচ্ছে।

নয়

'চলো, গিয়ে দেখি,' প্রস্তাব দিলো সুজা।

'বেশ। কিন্তু খুব সাবধানে যেতে হবে। পাথরের আড়ালে-টাড়ালে পাহারায় থাকতে পারে কেউ। মেঘ সরে গেলেই ভালো নিশানা হয়ে যাবো আমরা।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো ওরা। তাতেও অসুবিধে হচ্ছে। আলগা পাথরের অভাব নেই। গায়ে লেগে গড়িয়ে পড়ে আওয়াজ করতে পারে। তেমন কিছু ঘটলো না। নিরাপদেই অবশেষে গুহা-মুখের কাছে পৌঁছে গেল দু'জনে। মুখ বাড়িয়ে নিচে উঁকি দিলো রেজা।

'দেখা যায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

জবাবে তার হাতে শক্ত হয়ে চেপে বসলো রেজার আঙুল। ইঙ্গিতটা বুঝলো সুজা। সে-ও মুখ বাড়ালো। আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিলো সে। গুহার ভেতরে সেই তিন রেঞ্জার।

বিড়বিড় করে কথা বলছে ওরা, শব্দ কানে আসছে, কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে না।

কি করছে, ভালোমতো দেখার জন্যে আরেকটু আগে বাড়তে

গেল সুজা। ঘটে গেল অঘটন। আচমকা কনুই পিছলে গেল গর্তের কিনারে, ঝরঝর করে ঝরে পড়লো কিছু আলগা পাথর।

'আরে এ-কি!' চিৎকার শোনা গেল গুহার ভেতর থেকে।

'নিশ্চয় কেউ আছে ওপরে,' বললো আরেকজন। 'ধরো, ধরো!'

লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিলো ছেলেরা। নিঃশব্দে চলার কোনো প্রয়োজন নেই আর।

পেছনে শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার। তাড়া করে আসছে রেঞ্জাররা। ঠিক এই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ।

'জোরে! আরও জোরে!' বলতে বলতেই ঘুরে গিরিসঙ্কটের দিকে ছুটলো রেজা।

বলার প্রয়োজন ছিলো না, তার আগেই মোড় নিয়েছে সুজা। অলিম্পিক জেতার বাজি ধরেছে যেন দু'জনে। গিরিসঙ্কটে সবে পা দিয়েছে, এই সময় গুলির আওয়াজ শোনা গেল পেছনে। কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। আরেকটা, তারপর আরেকটা।

পায়ে যেন পাখা গজালো দু'জনের।

'এঁকেবেঁকে দৌড়া,' রেজা বললো।

ছুটতে ছুটতে এসে ঝোপের ভেতর ঢুকলো ওরা। তার ভেতর দিয়েই পৌঁছে গেল বনের ভেতর। রাস্তাই নেই এখানে। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মাটি, সোজা হয়ে দাঁড়ালে ডাল লাগে মাথায়। ফলে মাথা নিচু করে বেকায়দা ভঙ্গিতে দৌড়াতে গিয়ে মাঝে মাঝেই

হোঁচট লাগছে, গাছের শেকড়ে। ধুড়ুম করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো একবার সুজা। তাকে টেনে তুললো রেজা। আবার ছুটলো।

পেছনে রেঞ্জারদের উত্তেজিত হৈ-চৈ, টর্চের আলো। জোর খোঁজাখুঁজি চলছে।

একটা গর্তে লুকিয়ে অবশেষে ওদেরকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হলো দুই ভাই। গর্তের ওপরটা ঝোপ আর লতাপাতায় এমনভাবে ঢাকা, ওপর থেকে দেখে বোঝা যায় না। পা পিছলে ওটার ভেতরে পড়েছিলো রেজা।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল রেঞ্জারদের কথার আওয়াজ। হাঁপ ছাড়লো দুই ভাই। বেরিয়ে এলো গর্ত থেকে। গর্তের ভেতর চিত হয়ে পড়ে থেকেই বিশ্রাম হয়ে গেছে, তবু বেরিয়ে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো হাত-পা ছড়িয়ে।

'ঘোড়াগুলো যদি দেখে ফেলে?' সুজা বললো।

'দেখলে আর কি করবো? আপাতত বাঁচা গেল। কিন্তু এলাম কোথায়?'

ঘুরে বেড়াতে লাগলো ওরা, পথ হারিয়ে ফেলেছে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে শেষে ক্ষান্ত দিলো। সকালে আলো ফুটলে তখন ক্যাম্প খুঁজে বের করা যাবে ভেবে বসে পড়লো আবার।

'এই, আলো!' ফিসফিস করে বললো রেজা।

বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচছে আলোটা, যেন শূন্যে ঝুলে ঝুলে এগোচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই কানে এলো ঘোড়ার খুরের খট-খট। তাড়াতাড়ি বড় একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল দুই ভাই। এগিয়ে আসছে ঘোড়া। কাছে, আরও কাছে। আরোহী এক

কিশোর, হাতে লণ্ঠন।

পল বেনটার!

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সুজা। হাত নেড়ে ডাকলো, 'এইই, পঅল!'

তাকালো ছেলেটা। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে এলো। 'তোমাদেরকেই খুঁজছি,' বললো সে।

কি হয়েছে জানালো রেজা। রেঞ্জারদের চেহারার বর্ণনা শুনে মাথা নাড়লো পল। ওরকম কাউকে চেনে না জানালো। গুহাটার কথা শুনে অবাক হলো। দেখেনি কখনও, এমনকি শোনেওনি ওটার কথা।

'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প যে সরকারে নিয়ে যাচ্ছে,' সুজা বললো, 'আমাদের বলোনি কেন?'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল পলের চোখ। 'জানলে তো বলবো। মিছে কথা বলেছে ব্যাটারা। আজব আজব কাণ্ড ঘটছে আজকাল এখানে। সোয়াম্প কেনার প্রস্তাব নিয়ে আজ বিকেলে এক লোক গিয়েছিলো মা'র কাছে।'

পল জানালো, কতগুলো দলিল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো লোকটা। সেগুলো দেখিয়ে বলেছে, ডেভিল'স সোয়াম্পের বেশির ভাগ জায়গাই মিসেস বেনটারের নয়, অন্যের। সেই লোকের কাছ থেকে ওগুলো কিনতে যাচ্ছে লোকটা। ইচ্ছে করলে মিসেস বেনটারও তার জায়গা বিক্রি করতে পারেন। নইলে পরে পস্তাবেন।

পলের কথা শুনে রেজা আর সুজাও কম অবাক হলো না।

'লোকটার কথামতো,' পল বললো, 'আমাদের বাড়ি, আর

আশপাশের কয়েক একর জমি ছাড়া বাকি সব আরেকজনের। যার কাছ থেকে দলিল এনেছে।'

'নাম কি লোকটার?' রেজা জিজ্ঞেস করলো। 'যে জমি কিনতে এসেছিলো। চেহারা কেমন?'

'নাম বললো অ্যাণ্ডি কারনি। আগে কখনও দেখিনি। এদিকের লোক নয় সে। খাটো, ফ্যাকাশে চেহারা।'

'বন মানচিনি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সুজা।

'সে আবার কে?' জানতে চাইলো পল।

'এক নম্বর জালিয়াত। নিশ্চয় জাল দলিল বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তোমাদের বাড়িতে।' রেজা বললো। 'পল, তোমার মাকে গিয়ে বলো, কোনো দলিল যেন লোকটাকে না দেন। এমনকি দলিল দেখাতেও মানা করবে। কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে বলবে। এখুনি যাও।'

'থ্যাংকস,' পল বললো। 'আমি জানতাম, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। চলি। তোমরা এসো কিন্তু।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুললো সুজা, 'এক কাজ করো। আমাদের ঘোড়াগুলো খুঁজে দিয়ে যাও।'

পলের সাহায্যে ঘোড়াদুটো খুঁজে বের করতে সময় লাগলো না ওদের। বিদায় নিয়ে চলে গেল পল। দুই ভাই ফিরে এলো ক্যাম্পে। জিনিস যেভাবে রেখে গিয়েছিলো, সেভাবেই আছে।

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসে আগের দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চালালো ওরা। ঠিক করলো, বেনটারের র‍্যাঞ্চে সুজা একা যাবে, ক্যাম্পে থেকে মালপত্র পাহারা দেবে রেজা। ওসব নষ্ট

হলে কিংবা ছিনতাই হয়ে গেলে রেড বিউটে ফিরতে ভীষণ অসুবিধে হবে।

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো সুজা। খুব সতর্ক। গিরিসঙ্কটে ঢুকে কাউকে চোখে পড়লো না। অন্যপাশে বেরিয়েও দেখতে পেলো না কাউকে। র‍্যাঞ্চে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না তার। তবে পথ খুবই রুক্ষ। মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা জমি চোখে পড়ছে, কিন্তু সেখানে গরু-ছাগল কিছু নেই। চলার পথে কয়েকটা খরগোশ চোখে পড়লো। একবার একটা শেয়ালকে দেখলো, খরগোশ ধরার পাঁয়তারা করছে। ওটাকে তাড়িয়ে দিলো সে। যদিও জানে, শিগগিরই আবার ফিরে আসবে, কারণ পেটে খিদে ওটার।

পাথুরে আরেকটা গিরিসঙ্কট পড়লো পথে। প্রায় আগেরটার মতোই, যেটার অন্যপাশে ক্যাম্প করেছে ওরা। মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে সুজা, এই সময় শুনতে পেলো ঘোড়া আসছে, সামনে থেকে। দ্রুত এপাশ ওপাশ তাকালো সে। লুকানোর কোনো জায়গা নেই।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। দেখতে দেখতে মোড় পেরিয়ে এলো। মাত্র বিশ গজ দূরে রয়েছে আর। আরোহীর চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুজা।

দশ

'নিইড!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। 'নিড ব্রাউন!'

'হ্যাঁ, আমি,' কাছে এসে বললো নিড। 'এতো চমকে গেলে যে?'

'তুমি এখানে। চমকাবো না?'

'শুধু আমিই না। তোমার বাবাও এসেছেন, রেড বিউটে। আমাদের উড়িয়ে নিয়ে এসেছে আসাদ খান। নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'বাবা ভালো আছে?'

'হ্যাঁ। রেল ডাকাতের পিছে ভালোমতোই লেগেছেন। ওদের-কে জেলে না ঢুকিয়ে ক্ষান্ত হবেন না।'

'তা, কি নিয়ে এসেছো? নাকি এমনি এমনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'খালি দেখা করতে নয়,' হেসে বললো নিড, 'জিনিসও এনেছি। রেজা কোথায়? চলো, দু'জনকে একসঙ্গেই দেখাবো।'

'এসো।'

পাশাপাশি চলতে চলতে এভাবে হঠাৎ চলে আসার কারণ জানালো নিড। বললো, 'তোমার বাবা বললেন, জায়গাটা আমার ভালো লাগবে। তাছাড়া জরুরী জিনিসটা আর কারও হাতে দিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, শেরিফ হ্যামারসন জানবেনই তোমরা কোথায় আছো। তাই প্রথমে শেরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন আমাকে। ওয়াইল্ড-ক্যাট সোয়াম্পে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবে আমাকে শেরিফ। হ্যাঁ, আংকেল রাতের ট্রেনেই চলে গেছেন।'

'কোথায় গেছে?'

'বলেননি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি।'

'শেরিফই তোমাকে সোয়াম্পটা চিনিয়ে দিয়ে গেছেন?'

'না, অফিসে পাইনি তাঁকে। গেলাম তাঁর র‍্যাঞ্চে। সেখানেও নেই।'

'তাহলে এই জায়গা চিনলে কি করে?'

'একটা ছেলে, ছেলেটা ভালো, নাম পল। শেরিফকে না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিলাম, পথে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সোয়াম্প কোথায় জিজ্ঞেস করলাম তাকে।'

'হ্যাঁ, আমাদেরকেও চেনে।'

'বলেছে সেকথা। এখানকার গলিঘুপচি সব চেনে পল। শর্ট-কাট দেখিয়ে দিলো আমাকে। আরিব্বাবা, ঘোড়া চালায় বটে ছেলেটা! ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার।' দম নিলো নিড। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার কুপার কেমন আছেন?'

'আশা করি ভালোই। রেড বিউটে গেছেন। আমি তো ভাব-

ছিলাম হোটেলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

'হয়নি।'

চিন্তিত হলো সুজা। কোনো বিপদে পড়েননি তো কুপার? 'সবই কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে এখানে,' বন্ধুকে জানালো সে এক এক করে, এখানে আসার পর যতো ঘটনা ঘটেছে।

ক্যাম্পে এসে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো সুজা। বললো, 'দাদা, দেখো কাকে নিয়ে এসেছি।'

'আরি, নিড, তুমি এখানে?'

'আসতে হয়েছে।' সুজাকে যা যা বলেছে, রেজাকেও তা শোনালো নিড। তারপর পকেট থেকে বের করলো একটা খাম। 'এইটা নিয়ে এসেছি।'

আগ্রহী হয়ে খামটা নিয়ে মুখ ছিঁড়লো রেজা। ভেতর থেকে বেরোলো তিনটে আঙুলের ছাপ। শেলরি, ফেরেনটি আর বন মানচিনির। পিস্তলে দেখা ছাপটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলো দুই ভাই।

'হুঁ,' মাথা দোলালো সুজা, 'পিস্তলটা মানচিনিরই। মিলে যাচ্ছে ছাপ। বাজি রেখে বলতে পারি, পিস্তলটা এখন মানচিনির হোলস্টারে ভরা রয়েছে।'

শিস দিয়ে উঠলো নিড। 'ওই ব্যাটা তোমাদের পিছে লেগেছে?'

'আন্দাজ করছি,' রেজা বললো।

'তাহলে,' ঢোক গিললো নিড, 'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বেলোটে ফিরে যাওয়া দরকার আমার। সুইমিং পুলের কাজ

এখনও বাকি।'

তার কথায় হাসলো অন্য দু'জন।

'না খেয়েই চলে যাবে?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

হাসলো নিড। 'না, তা আর যাই কি করে? সকাল পর্যন্ত থাকবো। হাজার হোক, মানুষের শরীর, বিশ্রামও তো দরকার।'

'নিড, বাবা কি শুধু ছাপগুলো দিয়েই তোমাকে পাঠিয়েছে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো। 'আর কোনো মেসেজ দেয়নি?'

'ও, দিয়েছেন, ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী?'

'তোমাদের দেখা করতে বলেছে।'

'কখন?'

হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে কপাল চুলকালো নিড। 'সতেরো তারিখে, মাঝরাতের সামান্য আগে।'

'কোথায়?'

'স্পার গালশে, রেললাইনের ধারে।' পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে দিলো নিড। 'এতে দাগ দেয়া আছে জায়গাটা।'

'দাদা, ব্যাপারটা কি বলো তো?' সুজা ভুরু কোঁচকালো। 'রেললাইনের ধারে কেন? ডাকাতদের জন্যে ফাঁদ পাতবে?'

'হতে পারে। আর মাত্র দু'দিন সময় আছে হাতে। ইতিমধ্যে এখানকার রহস্যের একটা কিনারা করে ফেলতে যদি পারতাম··· শেরিফকে গিয়ে জানানো উচিত আমাদের। মিসেস বেনটারের সঙ্গে দেখা করাও বাকি।'

বিকেলটা কুপারের ফেরার আশায় রইলো ছেলেরা। হোটেলে

খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন মিস্টার মুরাদ আর নিডের আসার খবর, শুনলে নিশ্চয় ফিরে আসবেন তিনি। কিন্তু এলেন না।

'এখন তো ভয় লাগছে আমার,' রেজা বললো, 'আদৌ তিনি রেড বিউটে পৌঁছতে পেরেছেন কিনা। মানচিনির মতো হারামজাদা রয়েছে আশেপাশে···নাহ্।'

একটা রঙিন রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো নিড। 'ভাবছি, কাল সকালেই ফিরে যাবো, না আরও একআধ দিন থাকবো?'

'সেটা তোমার ইচ্ছে,' সুজা বললো। 'বেপোর্টে গিয়েও তো মাটিই খুঁড়বে। এখানেও যদি একটু খুঁড়তে সাহায্য করতে, ভালো হতো। একটা উট তুলতে পারতাম।'

'ফসিলটা পেয়েছো নাকি।'

'পাইনি। তবে মনে হয় জায়গাটা পেয়েছি।'

উত্তেজনা ঢাকতে পারলো না নিড। 'নাহ্, তাহলে আর যাওয়া হলো না। থেকেই যাই আরও দু'দিন। সুযোগ যখন মিলেছে, আদিম উটটাকে না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না।'

সকালেও ফিরলেন না কুপার। রেড বিউটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো ছেলেরা, যে কোনো একজন।

নিড বললো, 'আমিই যাই।'

অন্যেরা রাজি হলো।

ঘোড়ায় চেপে চলে গেল নিড।

শেরিফের ওখানে যেতে তৈরি হলো দুই ভাই। ক্যাম্পের জিনিসপত্র সব একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে রেখে ডালপাতা

দিয়ে ঢেকে দিলো সেগুলো।

শেরিফের র‍্যাঞ্চ অনেক দূর।

ঘোড়া রেখে বাড়ির দরজায় উঠে টোকা দিলো ওরা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল পাল্লা। খুলে দিয়েছেন এক মাঝবয়েসী মহিলা। ছেলেরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে, শেরিফ কোথায় জিজ্ঞেস করলো।

'আমার স্বামী তো নেই,' জবাব দিলেন মহিলা। 'আমারও ভাবনা হচ্ছে। তিনদিন বাড়ি আসে না।'

'তিন দিন?' রেজা বললো। 'মাঝে মাঝেই এরকম করেন নাকি?'

'না। সেদিন আমাকে বললো, একটা ফোন পেয়েছে, জরুরী। কি নাকি রেঞ্জারদের গোলমাল। পেয়েই তাড়াহুড়া করে চলে গেল।'

চট করে সুজার দিকে তাকালো রেজা। রেঞ্জার! ওদের সঙ্গে গোলমাল করেছে যে তিনজন, তারাই নয় তো? মহিলার দিকে ফিরলো আবার। 'একটা নোট রেখে যেতে চাই। শেরিফ ফিরলে তাকে দেবেন, প্লীজ।'

মাথা নেড়ে সায় জানালো মহিলা।

নোট লিখতে বসলো রেজা।

ওদেরকে দুপুরের খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না শেরিফের স্ত্রী। র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে রেজা বললো, 'এখন আর মিসেস বেনটারের ওখানে যাচ্ছি না। ক্যাম্পে ফেরা দরকার। দেখি গিয়ে, মিস্টার কুপার এলেন কিনা?'

ক্যাম্পে ফিরে চললো দু'জনে। বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই কানে

এলো মানুষের গলা। ঘোড়া থেকে নেমে সাবধানে এগোলো ওরা।

'আরি, নিড!' চেঁচিয়ে উঠলো রেজা।

মিস্টার কুপারও এসেছেন।

কুপার জানালেন, ফেরার পথে নিডের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। রেড বিউটে ঠিকই পৌঁছেছিলেন তিনি, মিস্টার মুরাদ আর নিডের আসার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। যেতেই দেরি করে ফেলেছিলেন আসলে, পথ হারিয়ে চলে গিয়েছিলেন আরেক-দিকে, ফিরতে দেরি হয়েছে সে-কারণেই।

'এখন তো চারজন হলাম,' নিড বললো, 'আর ভয় কি? বন মানচিনিকে একহাত দেখে নেয়া দরকার। সুইমিং পুলে দু'দিন পরে সাঁতার কাটলেও চলবে।'

তার কথায় হেসে উঠলো সবাই। দূর হয়ে গেল সমস্ত উদ্বেগ, উত্তেজনা। রাতের খাবার তৈরি করতে বসলো ওরা।

রাত নামলো। ইতিমধ্যে তিন রেঞ্জারের আর দেখা মিললো না। রেজা বললো, 'এখন গিয়ে একটু খুঁড়ে এলে কেমন হয়?'

'ভালো বলেছো,' কুপার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

টর্চ আর মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম নিয়ে সাবধানে ফসিল এরিয়ার দিকে চললো চারজনে। জায়গাটা খুব পছন্দ হলো নিডের। বলা যায়, কাকতালীয় ভাবেই উটের কঙ্কালটা আবিষ্কার করে ফেললো ওরা। নিডের কোদালের তলায়ই পড়লো উটের হাড়। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে, অন্যেরাও। দ্বিগুণ উদ্যমে চালিয়ে গেল মাটি খোঁড়া।

ভারি শরীর। অন্যদের চেয়ে তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়লো নিড। বসে পড়লো মাটিতে।

সুজা রসিকতা করলো, 'কি ব্যাপার, নিড? উট দেখা শেষ?'

হাসলো নিড। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠলো।

বোঝা যাচ্ছে, কঙ্কালটা অনেক বড়।

'চমৎকার নমুনা!' খুব উৎসাহিত বোধ করছেন শিক্ষক।

কয়েক মিনিট কুপিয়েই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে নিড, বিশ্রাম করতে বসছে। সুজার গা-জ্বালানো টিটকারিই কেবল সচল রেখেছে তাকে এতোক্ষণ, নইলে কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। বোর্ডটাও পড়লো তারই কোদালের তলায়। 'হাহ্, যতো কিছু কেবল আমার কোদালের তলায়ই পড়ে,' বললো সে। 'সুইমিং পুল খুঁড়তে গেলে পড়ে কি-জানি-পড, এখানে পড়লো কি-জানি-বোর্ড ···বিলবোর্ডই হবে। পচে গেছে একেবারে।'

'বিলবোর্ড?' কাজ থামিয়ে ফিরে তাকালো রেজা। 'কই?'

'এই তো,' টর্চের আলো ফেললো নিড। 'আরি, আবার লেখাও তো আছে। দেখো?'

'কারও নাম হতে পারে,' সুজা বললো। 'তিনটে অক্ষর আছে, বাকিগুলো গেছে মুছে।'

'নিশ্চয় কোনো প্রসপেক্টর এটা ফেলে গেছে এখানে,' অনুমান করলেন কুপার।

তুড়ি বাজালো রেজা। 'বুঝেছি! আপনারা থাকুন এখানে, আমি আসছি। এক সেকেণ্ড।'

কাউকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে ছুটে চলে গেল সে। হারিয়ে

গেল অন্ধকারে।

'কিছুই বোঝেনি। সন্ধ্যায় বেশি খেয়েছে, লক্ষ্য করেছো?' হেসে বললো নিড। 'নিশ্চয় পেটে মোচড় দিয়েছে। খামোকা একটা ফাঁকি দিয়ে গেছে আরকি আমাদের।' হাত থেকে কোদাল ফেলে দিলো সে। বিশ্রামের ছুতো পেয়ে গেছে।

মাটিতে বসেও সারতে পারলো না নিড, তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। মানুষের আর্তনাদের মতোই! চমকে গেল তিনজনে। বিপদে পড়লো না তো রেজা?

এগারো

গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে রেজা যেদিকে গেছে সেদিকে দৌড় দিলো সুজা। পিছু নিলেন কুপার আর নিড। অন্ধকারের চাদরে যেন বর্শার ফলার মতো বিদ্ধ হচ্ছে ওদের টর্চের রশ্মি। এসে দাঁড়ালো জলাভূমির কিনারে।

টর্চের আলো এসে পড়লো ওদের গায়ে। জিজ্ঞেস করলো পরিচিত একটা কণ্ঠ, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'রেজা,' কুপার জিজ্ঞেস করলেন, 'চিৎকার করলে কেন?'

'আমি করেছি। কই, আমি তো ভাবলাম আপনাদের কেউ।'

'হুঁম।' মাথা দোলালেন কুপার। 'নিশ্চয় কুগার। অনেক সময় মানুষের মতোই চিৎকার করে।'

'রেজা,' নিড প্রশ্ন করলো, 'তুমি হঠাৎ এভাবে চলে এলে কেন?'

'গাছে লাগানো সাইনবোর্ডটা আরেকবার দেখতে। একটা আইডিয়া এলো মাথায়।'

সবাইকে উইলো গাছটার কাছে নিয়ে এলো রেজা। নিডকে দেখালো, ঝুলে পড়া বোর্ডটা। খসে পড়ে পড়ে অবস্থা। একটানে

ওটা খুলে নিলো সে। নিডের দিকে ফিরে বললো, 'তুমি যেটা পেয়েছো, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো।'

ফিরে চললো ওরা। পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রমে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে নিড।

কঙ্কালের গর্তটার কাছে এসে ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করলো সুজা। 'এইই, আমার বেলচা তো এখানেই রেখে গিয়েছিলাম! গেল কই?'

'আরি, কিছুই তো নেই!' চিৎকার করে বললেন কুপার।

'বোর্ডটাও নেই!' রেজা বললো। 'নিলো কে?'

'ইচ্ছে করেই চিৎকার দিয়েছে তখন,' কুপার বললেন, 'আমাদের সরানোর জন্যে। আমাদের জিনিসগুলো কারও দরকার। এই, তোমরা টর্চ নেভাও। পিস্তলের নিশানা হয়ে লাভ নেই।'

অন্ধকারে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ফিসফিস করে রেজা বললো, 'এখন এই অন্ধকারে চোরের খোঁজ করা বৃথা। তার চেয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

একই পথে কয়েকবার যাতায়াত করেছে, নিড ছাড়া বাকি সবাই পথটা চিনে ফেলেছে ভালোমতোই। অন্ধকারেও চলতে অসুবিধে হলো না। সেদিন রাতের মতো পথ হারালো না আর। ক্যাম্পে ফিরে সোজা স্লীপিং ব্যাগে ঢুকলো।

'রেজা,' নিচুকণ্ঠে বললো নিড, 'বোর্ড দুটো মিলিয়ে কি দেখতে চেয়েছিলে?'

'দুটো টুকরো খাপে খাপে লাগে কিনা। আমার বিশ্বাস, আস্ত একটা বোর্ডের টুকরো ও'দুটো।'

'মানে। ওয়াইল্ডক্যাট নয়? ওয়াইল্ডক্যাটারস।'

'হ্যাঁ। আসলে লেখা ছিলো: হিয়ার লাই দা টোয়েন্টি ওয়াইল্ড-ক্যাটারস।'

'কিন্তু ওয়াইল্ডক্যাটারে দুটো টি থাকে,' মনে করিয়ে দিলো সুজা।

'এটাতেও নিশ্চয় ছিলো। ভাঙার সময় নষ্ট হয়েছে একটা টি। বাকি বোর্ডটায় রয়েছে তিনটে অক্ষর, ই-আর-এস, দেখলেই তো।'

'কিন্তু তাতেই বা কি?' বুঝতে পারছে না নিড। 'ওয়াইল্ডক্যাট হলে বনবেড়াল, ক্যাটার হলে বেড়াল শিকারি। কি এমন এসে যায়? মরে গেলে বনবেড়ালও যা, শিকারিও তা-ই, দুটোই লাশ।'

'বুঝতে পারছো না, নিড, শিকারিরা মানুষ,' রেজা বললো।

'মানুষ যে তা-তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তাতে কী?'

'বনবেড়াল শিকারি নয়, নিড,' কুপার বুঝে ফেলেছেন, 'শব্দটার ভুল মানে করছো তুমি। ওয়াইল্ডক্যাটার মানে বনবেড়াল শিকারি নয়, তেলের-খনি শিকারি।'

'তেলের খনি।' শিস দিয়ে উঠলো নিড। 'মানে ওরা অয়েল প্রসপেক্টরস। এখানে তেলের কূপ আছে।'

'থাকতেও পারে।'

'বুঝেছি,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সুজাও, 'পাইপগুলোর মানে বুঝেছি এতোক্ষণে। ড্রিলিঙ করতে লাগবে বলে এনেছিলো। নিশ্চয় গুহার ওই কঙ্কালটাও একজন ওয়াইল্ডক্যাটারের।'

'ক-কঙ্কাল।' আঁতকে উঠলো নিড।

'অ, বলিনি তোমাকে। গুহায় ঢুকলেই দেখতে পাবে।'

ব্যাগের ভেতরে গুটিসুটি হয়ে গেল নিড।

'ভাবছি,' কিছুক্ষণ পর বললো রেজা, 'কি হয়েছিলো বিশজন মানুষের, এবং সেটা কবে?'

'আমার ধারণা,' কুপার বললেন, 'বেশিদিন আগের ঘটনা নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তারমানে, এখনও কিছু লোক জীবিত আছে, যারা ওয়াইল্ড-ক্যাটারদের কাছ থেকে জেনেছে, তেল আছে সোয়াম্পের নিচে কোথাও।'

'কোথায় আছে, বোঝার কোনো উপায় আছে?' নিড জানতে চাইলো।

'আছে। প্রাগৈতিহাসিক কালের একটা বিশেষ সময়ে তেল জমার পরিমাণ ছিলো বেশি। সেই সময়কার কোনো ফসিল কোথাও পাওয়া গেলে ধরে নিতে হবে কাছাকাছি তেল রয়েছে। বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো আজকাল চাকরি দিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখে তেল খুঁজে বের করার জন্যে।'

'হুঁ। তারমানে আরও খুঁড়তে হবে আমাদের। শাবল-কোদাল-গুলো তো সব গেছে, আরও কিনতে হবে।'

'রেড বিউটে গেলে আনতে পারবো,' রেজা বললো। 'কাল রাতে তো বাবার সঙ্গে স্পার গালশে দেখা করতে যাচ্ছিই। ফেরার পথে নিয়ে আসবো।'

'দেরি হয়ে যাবে,' কুপার বললেন। 'তারচে আমি আর নিড কাল রেড বিউটে চলে যাই। যাবার পথে মিসেস বেনটারের সঙ্গেও দেখা করে যাবো। আমাদের সন্দেহের কথাটা জানাবো

মহিলাকে।'

পরদিন সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক পর রওনা হলো ওরা। রেজা-সুজা চললো পুবে। আর অন্য দু'জন উত্তর-পশ্চিমে।

'আরেকবার গুহাটা দেখে যেতে চাই,' গিরিসঙ্কট থেকে বেরিয়ে বললেন কুপার। 'নতুন কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

নিডের ইচ্ছে নেই, কঙ্কাল দেখে ভয় লাগে তার। তবু শিক্ষকের কাছে নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করতে খারাপ লাগলো। বললো, 'বেশ, চলুন।'

কিন্তু সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছে আবার সাহস হারালো। বললো, 'ঘোড়াগুলোকে ফেলে যাওয়া বোধহয় উচিত হবে না। আপনি যান, আমি পাহারা দিই।'

হেসে মাথা নাড়লেন কুপার। ছাত্রের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'না, আলাদা হওয়া ঠিক হবে না। বিপদ তাতে বাড়বে।'

অগত্যা রাজি হতেই হলো নিডকে।

টর্চ হাতে আগে চললেন কুপার। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছেছেন, কমে যেতে লাগলো আলো। 'ব্যাটারি আর ফুরানোর সময় পেলো না,' আনমনে বিড়বিড় করলেন তিনি।

ভেতরে ঢুকলেন দু'জনে। নিজের টর্চ জ্বাললো নিড। ভয়ে ভয়ে তাকালো কঙ্কালটার দিকে। কুপার এগিয়ে গেলেন পাইপগুলোর কাছে। টর্চের নিভু নিভু আলোয় দেখতে লাগলেন ওগুলো। কি মনে করে নিচু হয়ে তুলতে গেলেন একটা পাইপ। এই সময় শব্দ হলো। ফিরে তাকিয়ে 'নিড...,' বলেই থেমে

গেলেন তিনি, বাক্যটা শেষ করলেন না।

সুড়ঙ্গমুখের পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, হাতে পিস্তল। আরেকজন বেরিয়ে আসছে সুড়ঙ্গ থেকে।

বারো

'তোমরা ?' রেগে গিয়ে বললেন কুপার। 'আবার কি চাই ? আর ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'বাহ্, চমৎকার,' কুৎসিত হেসে বললো রগ-ফোলা লোকটা। 'কে ফাঁকি দিতে যাচ্ছে ? ভালোভাবে বলেছিলাম, শোনোনি, অভদ্র হতেই হবে এখন।'

'তোমাদের কোনো অধিকার নেই…।'

'নেই, না ? বেশ, অধিকার আদায় করে নেবো।'

'পার পাবে না এসব করে। তোমরা কে, কিসের পেছনে লেগেছো, ভালো করেই জানি। ধোঁকা দিয়ে মিসেস বেনটারের জমি হাত করতে চাইছো, সে-খবরও জানি।'

'তুমি,' রগ-ফোলা লোকটার দিকে হাত তুললো নিড, 'বন মানচিনি।'

অবাক মনে হলো অন্য লোকটাকে। বলে উঠলো, 'ওরা জানে…।'

'চুপ।' ধমক দিলো খাটো লোকটা। আবার কুপার আর নিডের দিকে ফিরলো। 'মাথায় ঘিলু একেবারেই নেই তোমাদের।

এসব কথা জানলেও বলতে নেই। বলে মস্ত ভুল করে ফেলেছো।'
সঙ্গীর দিকে ফিরে বললো, 'এই, তারগুলো নিয়ে এসো তো।'

গুহার এক প্রান্তে চলে গেল লোকটা। ফিরে এলো হাতে এক বাণ্ডিল তামার তার নিয়ে। দু'জনে মিলে পেছনে হাতমোড়া করে বাঁধলো বন্দিদের, পা-ও বাঁধলো একসাথে।

'কোথায় নেবে?' নিড বললো।

হেসে উঠলো রগ-ফোলা। 'কোথাও না। এখানেই শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করো।'

লোকটা থামতেই তার সঙ্গী বললো, 'আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে শেরিফকে পাঠাবো তোমাদের ছাড়িয়ে নিতে।'

বেরিয়ে গেল লোক দু'জন।

নিড বললো, 'শেরিফকে সত্যিই পাঠাবে ওরা?'

'বলা মুশকিল।'

রেড বিউটে যাওয়ার পথে মোড় নিয়ে সামান্য কিছুদূর গেলেই পড়ে শেরিফের র‍্যাঞ্চ। রেজা আর সুজা ঠিক করলো, ওখানে হয়ে যাবে। শেরিফ এলেন কিনা, খোঁজ নেবে।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে, ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালো ওরা। থাবা দিতে গেল রেজা, তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল পাল্লাটা। ভেজানো ছিলো।

অবাক সুজাও হয়েছে। গলা চড়িয়ে ডাকলো। জবাব নেই। চোখে পড়ছে পরিচ্ছন্ন লিভিং রুম। মানুষ নেই।

আরও কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকলো দু'জনে।

প্রথমেই দেখলো, টেবিলে পড়ে রয়েছে নোটটা, যেটা আগের দিন লিখে রেখে গেছে রেজা।

'আশ্চর্য!' রেজা বললো। 'কাল আমরা যাওয়ার পরই হয়তো চলে গেছেন মিসেস হ্যামারসন।'

'কিছু হয়নি তো তাঁর?' সুজার কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঘরে নেই মহিলা। গোলাঘর আর র‍্যাঞ্চের অন্যান্য ঘরগুলোতেও খুঁজলো ওরা, পেলো না। আবার মূল বাড়িতে ফিরে এলো। রান্নাঘরের সিংকে ভেজানো রয়েছে আধোয়া থালাবাসন। দরজার পাশে একটা ঝুড়িতে রাখা কতগুলো কাপড়।

হাত দিয়ে দেখলো রেজা। বললো, 'এখনও ভেজা। কাজ করছিলেন মিসেস হ্যামারসন, তারপর কোনো কারণে হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। চলো, কোরালে দেখে আসি।'

ছাপগুলো প্রথমে সুজার চোখে পড়লো। 'দাদা, দেখো, কয়েকটা ঘোড়া এসেছিলো।'

হাঁটু গেড়ে বসে ছাপগুলো পরীক্ষা করলো রেজা। মুখ তুলে বললো, 'এসেছে তিনটে ঘোড়া, গেছে চারটে। মিসেস হ্যামারসনই গেলেন নাকি ওদের সঙ্গে?'

আরও ভালোমতো খুঁজে দেখলো ওরা। কিছুদূর একসাথে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে একটা ঘোড়ার খুরের ছাপ। চলে গেছে আরেকদিকে।

'না,' রেজা বললো, 'মনে হয় তিনজনের সঙ্গে যাননি মহিলা। ওরা চলে যাওয়ার পর, কিংবা আসার আগেই চলে গেছেন। কাউকে খবর দিতে। হয়তো স্বামীকেই। কিন্তু রেডিওটেলিফোন

ব্যবহার করলেন না কেন ? লিভিং রুমেই তো আছে দেখলাম।'

আবার লিভিং রুমে ফিরে এলো ওরা। সেটটার দিকে তাকিয়ে রেজা বললো, 'রেড বিউটে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগের জন্যে রেখেছেন বোধহয় শেরিফ।'

সুইচ অন করলো সে। লাউডস্পীকার নীরব, কোনোরকম গুঞ্জন নেই। মাইক্রোফোনের বোতাম টিপলো সে। আগের মতোই চুপ করে রইলো যন্ত্র। 'অবাক কাণ্ড! টুঁ শব্দও করে না দেখি।'

আবার চেষ্টা করলো রেজা। কাজ হলো না।

এগিয়ে এলো সুজা। সুইচ অফ করে দিয়ে ছুরির মাথা দিয়ে কভারের স্ক্রু খুললো। কভার তুলে ভেতরে একবার তাকিয়েই বললো, 'চলবে কি করে ? একটা টিউব নেই।'

'ওই তিনজনের কাজ,' রেজা বললো। 'ওরাই খুলে নিয়ে গেছে।'

'আর কিছু করার নেই এখানে। চলো, যাওয়া যাক। সময়-মতো পৌঁছতে না পারলে ট্রেন ধরতে পারবো না।'

রেড বিউটে পৌঁছতে দেরিই করে ফেললো ওরা। স্টেশন মাস্টার জানালো, ট্রেন চলে গেছে। আরেকটা ট্রেন আছে, তবে সেটা এক্সপ্রেস, স্পার গালশে থামবে না। ওখানে যেতে হলে ওদেরকে পরের স্টেশনে নেমে হেঁটে ফিরে আসতে হবে।

ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়, তাতে অনেক বেশি সময় লাগবে। সময়মতো পৌঁছতে পারবে না ওরা। আর কোনো বিকল্প নেই। অগত্যা এক্সপ্রেস ট্রেনেরই টিকেট কাটলো।

তেরো

স্পার গালশ পেরোলো ট্রেন।

সামনে কিছুদূর এগিয়েই হঠাৎ করে গতি কমতে লাগলো ট্রেনের। কমতে কমতে এতো কমে গেল, ইচ্ছে করলে নেমে পড়া যায়। সুযোগটা কাজে লাগালো দুই ভাই। শূন্য বগি, কেউ নেই ওদের কামরায়। কাজেই কারও কাছে কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন নেই। নেমে পড়লো ওরা। গতি কমার কারণটা বুঝলো। সামনে বিপজ্জনক মোড়। পাহাড়ের গা বেয়ে গেছে লাইন। একপাশে গভীর খাদ। ওরা যেখানে নামলো সেখানে খাদ নেই।

ঘড়ি দেখলো রেজা। মাঝরাতের দেরি নেই আর। রেললাইন ধরে স্পার গালশের দিকে হাঁটতে শুরু করলো দু'জনে।

'দাদা, দেখো,' হাত তুললো সুজা। 'আগুন।'

আগুন জ্বলছে বনের ভেতরে।

'এতো রাতে কারা ওখানে?' সুজার প্রশ্ন। 'এরকম জায়গায় ক্যাম্প করতে আসবে কে?'

'ভিখিরি-টিখিরি হতে পারে। কিংবা ভবঘুরে।'

'এই,' হঠাৎ থেমে গেল সুজা, 'ডাকাত না তো?'

'ঠিকই বলেছিস। হতেও পারে। চল দেখি।'

সাবধানে, নিঃশব্দে বনের দিকে এগোলো ছেলেরা। গাছের জটলার ভেতরে যেখানে আগুন জ্বলছে, তার কাছেই একটা ঘন ঝোপ। সেটার ভেতর দিয়ে গিয়ে অন্যপাশে উঁকি দিলো ওরা।

আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে আছে জনাবারো লোক। দু'জন খাচ্ছে। অন্যদের খাওয়া মনে হয় শেষ, আগুনের আঁচে শরীর গরম করছে এখন।

কথা বলছে ওরা। গল্প করছে। মাঝে মাঝে কৌতুক করছে একআধজন, হেসে উঠছে অন্যরা।

ভারি গলায় বললো একজন, 'বস্ আসছে না কেন এখনও?'

'আর কতো বসে থাকবো?' বললো আরেকজন। 'নাম্বার সিক্সটি এইটও আসার সময় হয়ে গেছে।'

'ব্যাটারা রেল ডাকাত!' ফিসফিস করে বললো রেজা। 'আটষট্টি নম্বর ট্রেন আসার অপেক্ষা করছে। ডাকাতি করবে।'

'জায়গামতোই এসেছি আমরা। নিশ্চয় আশেপাশেই আছে কোথাও বাবা। চলো, আরেকটু এগোই। তাহলে সব কথা শুনতে পাবো।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সামনের আরেকটা ঝোপের দিকে চললো ওরা। কয়েক ফুট গিয়েই হঠাৎ সুজার হাত টেনে ধরে তাকে থামালো রেজা। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'বসের কথা বললো। কে ওদের বস্? শেলবি কিংবা ফেরেনটি নয় তো?'

মাথা ঝাঁকালো সুজা। 'হতেও পারে।'

সামনের ঝোপটায় ঢুকে দু'জনে দুটো ফাঁক দিয়ে তাকালো। ওদের দিকে পেছন করে আছে একটা লোক, ভারি গলায় সে-ই কথা বলছে। 'ক'টা বিচ্ছু ছেলে নাকি বড্ড জ্বালাচ্ছে। বস্ বললো, ওদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওখানেই গেল কিনা কে জানে। সে-জন্যেই হয়তো দেরি হচ্ছে।'

'দূর, আর কতো বসে থাকবো?' বিরক্ত হয়ে বললো আরেক-জন। 'কাজ সেরে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় ভাগা দরকার। আসল কাজ তো বাকিই এখনও।'

'হ্যাঁ, ক্যাল। মাটি খোঁড়া, পাইপ বসানো, এক মহাঝামেলার ব্যাপার।'

'বস্ বললো কয়েক হপ্তার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। তার-পর শুধু টাকা আর টাকা,' ক্যাল বললো।

মুখ খুলতে যাচ্ছিলো সুজা, পেছনে মট করে শুকনো ডাল ভাঙতেই চমকে থেমে গেল।

'চুপ!' হুঁশিয়ার করলো রেজা। 'উঠবি না। শুয়ে থাক।'

শুকনো মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো দু'জনে। এগিয়ে আসছে ভারি পায়ের শব্দ। ঝোপের কাছে এসে থামলো। ধড়াস ধড়াস করছে ওদের বুক। দেখে ফেললো? না মনে হয়। কারণ, ঝোপের পাশ দিয়ে আবার এগোলো লোকটা।

থেমে গেল আগুনের ধারের কথাবার্তা।

মুখ তুললো রেজা। দেখলো, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো একজন লোক। হাতে চলে এসেছে পিস্তল। ঝোপের দিকে সেটা তুলে চেঁচিয়ে বললো, 'কে ওখানে?' ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো কয়েক

পা।

উঠে দৌড় দেবে ?—ভাবলো রেজা। না, লাভ হবে না। গুলি খেয়ে মরবে। উঠে আত্মসমর্পণ করার কথা ভাবছে, এই সময় সামান্য বাঁয়ে ঘুরে গেল লোকটা। আগুনের আলো পড়েছে দু'জন আগন্তুকের গায়ে।

'কি ব্যাপার, ক্যাল ?' বললো আগন্তুকদের একজন। 'আজ রাতে বেশ ভয়ে ভয়ে আছো মনে হয় ?' উঁচু কণ্ঠ লোকটার, জোর করে চেপে রাখতে চাইছে।

তার সঙ্গের লোকটা ছোটখাটো এক পাহাড়, যেমন চওড়া কাঁধ, তেমনি বপু। উঠে এসে দু'জনকে ঘিরে দাঁড়ালো সবাই।

আগন্তুকরা কে, আন্দাজ করতে পারলো রেজা আর সুজা।

কান খাড়া করে আছে ছেলেরা।

'ভয় না,' পিস্তলটা হোলস্টারে রাখতে রাখতে বললো ক্যাল, 'বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেছি।' সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললো, 'এইই আমাদের বস্, শেলবি কারমল।'

দ্রুত শেষ হলো হাত মেলানোর পালা। কাজ করার জন্যে অধীর হয়ে আছে সকলে।

'এ-আমার পুরনো দোস্ত,' মোটা লোকটার কাঁধে হাত রাখলো শেলবি, 'টম ফেরেনটি। এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই কাজ করবে। কারো কোনো আপত্তি আছে ?'

'না, আপত্তি কিসের ?' ক্যাল জবাব দিলো। 'মাল তো আর কম না। যতো খুশি ভাগাভাগি করা যাবে।'

'ঠিক। আছে, তুলে নিলেই হলো,' হাসলো শেলবি। 'তবে

ঝামেলা করছে কয়েকটা ছেলে। ফসিল শিকারি আর হাতির মতো মোটা ছেলেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুহায় হাত-পা বেঁধে ফেলে এসেছি।...'

সুজার হাতে হাত রাখলো রেজা। 'পরে ওদেরকে বের করে নেয়া যাবে। এখন কোনো কথা বলবি না।'

খুব সামান্য নড়াচড়া, কিন্তু এতো কাছে থেকে ওটুকুই কান এড়ালো না ডাকাতদের। ঝট করে ফিরে তাকালো লম্বা একটা লোক। রুক্ষ, কর্কশ চেহারা। বললো, 'কি যেন শুনলাম?'

থমথমে স্তব্ধ নীরবতা। বাতাস বন্ধ, একটা পাতা নড়ছে না।

হঠাৎ হেসে উঠলো ফেরেনটি। রাতের নীরবতা খানখান করে দিলো যেন তার খসখসে হাসি। প্রতিধ্বনি তুললো বনের গাছে গাছে।

হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে সবাই।

'শেলবি,' তিক্তকণ্ঠে বললো টম, 'ভেবেছিলাম খাঁটি লোক জোগাড় করেছো। কোথায়? এ-তো দেখি সব খরগোশের কলজে।'

গুঞ্জন উঠলো আউটলদের মাঝে, রেগে যাচ্ছে। গোলমাল বেড়ে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যাওয়ার আগেই এগিয়ে এসে হাত তুললো শেলবি, 'হয়েছে হয়েছে,' কড়া গলায় বললো সে। 'ওরকম একআধটু রসিকতা হয়ই, অমন মারমুখো হয়ে ওঠার দরকার নেই। এখন কাজের কথা বলি এসো।'

গুঞ্জন থামলো।

ক্যাল আর টমকে একপাশে ডেকে নিলো শেলবি। ফিসফাস করে কথা বলতে লাগলো। অন্যেরা আগুনের ধারে বসে ডাকা-

তির আলোচনা শুরু করলো জোরে জোরে।

কনুই দিয়ে ভাইয়ের গায়ে গুঁতো দিলো রেজা। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'এই সুযোগ।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছাতে শুরু করলো। অর্ধেক পথ পিছিয়েছে, এই সময় কানে এলো শেলবির গলা, আদেশ দিচ্ছে, 'চুপ করো। চলো। কাজটা শেষ করে ফেলি।'

টর্চ হাতে ঝোপের দিকে এগোলো লোকগুলো। দুরুদুরু করছে ছেলেদের বুক। যদি ওদের চোখে পড়ে যায়, আর বাঁচতে হবে না।

চুপ করে মরার মতো পড়ে রইলো ওরা, আর কিছু করারও নেই। ঝোপটা ঘন। লোকগুলো উত্তেজিত, আরেকদিকে মন, বোধহয় সে-জন্যেই বেঁচে গেল দুই ভাই। ওদেরকে চোখে পড়লো না ডাকাতদের।

ডাকাতরা অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর বেরোলো দু'জনে। গাছপালার আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করে চললো।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে উপত্যকায় পৌঁছলো ডাকাতেরা। খানিক আগে ট্রেন থেকে নেমে ওখান দিয়েই বনে ঢুকেছে রেজা আর সুজা। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, ডাকাতেরা কি করে।

মোড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ডাকাতদল। ওপাশে চলে গেল কয়েকজন। ফিরে এলো কয়েক মিনিট পরেই। কাঁধে করে বয়ে এনেছে কি যেন।

'কি ওগুলো?' সুজার প্রশ্ন।

'পুরনো স্লিপার মনে হচ্ছে? কি করবে ওগুলো দিয়ে?'

লাইনের ওপর কাঠগুলো আড়াআড়ি রাখলো ডাকাতেরা। তারপর তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো শুকনো কাঠ।

এই সময় চোখে পড়লো ছেলেদের, ট্রেন আসছে। দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল হেডলাইট।

চোদ্দ

লাইনের ওপর আগুন দেখে ব্রেক কষলো ড্রাইভার। লাইনের সঙ্গে চাকার ঘষা লাগার প্রচণ্ড শব্দ, আগুনের ফুলকি ছুটলো। থেমে গেল গাড়িটা। মালগাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বের করলো ড্রাইভার। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই, কি হয়েছে?'

'সামনে লাইন ভাঙা,' জবাব দিলো এক ডাকাত।

ইতিমধ্যে হুড়মুড় করে এঞ্জিনে উঠে পড়লো আরও দু'জন। ঢুকে গেল ড্রাইভারের কেবিনে। পিস্তল ধরলো তার মাথায়।

পেছনে দৌড়ে গেল কয়েকজন ডাকাত। কোন্ বগিতে মাল আছে, জানাই আছে ওদের। শাবল দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে ফেললো তালা। ভেতরে ঢুকে দেখলো একজন। চেঁচিয়ে সঙ্গীদের জানালো, 'এটাতেই মাল।'

মাল নামাতে শুরু করলো ওরা। পাইপ আর নানারকম বাক্স।

মাঝের একটা বগি থেকে লম্বা একজন লোককে চুপিসারে নামতে দেখলো ছেলেরা। ডাকাতদের চোখ এড়িয়ে নেমেই মাথা নিচু করে সোজা দৌড় দিলো বনের দিকে।

'বাবা!' বলে উঠলো রেজা।

সুজাও চিনতে পেরেছে।

মিস্টার মুরাদ যেদিক দিয়ে বনে ঢুকছেন, ওরাও ছুটলো সেদিকে।

'বাবা!' আস্তে ডাকলো সুজা।

থেমে গেলেন মিস্টার মুরাদ। 'তোমরা এখানে?'

'পাউডার গালশে যাওয়ার জন্যেই নেমেছিলাম।' সংক্ষেপে বাবাকে সব জানালো রেজা।

'যাক, দেখা হয়ে ভালোই হলো,' মুরাদ বললেন। 'তোমাদের-কে দরকার হতে পারে ভেবেই খবর দিয়েছিলাম। খবর পেয়েছি, এই ট্রেন লুট করবে ওরা। বুঝতে পারিনি, কি লুট করবে। কারণ দামি কিছু নেই এটাতে। এসেছি, লুট করে কোথায় নিয়ে যায় দেখার জন্যে।'

'দেখার আর দরকার নেই,' সুজা বললো। 'জানি কোথায় নিয়ে যাবে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে। তেল তোলার জন্যে।'

'তেল!'

'হ্যাঁ,' বললো রেজা। সব কথা খুলে বললো সে।

'হুঁ,' মাথা দোলালেন মুরাদ। 'কুপার আর নিডকে বের করা যাবে পরেও। আপাতত এই ব্যাটাদের ঠেকানো দরকার। সাহায্য লাগবে।'

'তুমি একা এসেছো?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'আসাদও এসেছে। আমরা ভেবেছি, স্পার গালশে ট্রেন থামাবে ওরা। এখানে থামাবে ভাবিনি। আসাদকে বলে এসেছি, পারলে পুলিশকে খবর দিতে। খবর দিয়ে প্লেনে এসে বসে থাকবে।

এই জায়গাটা কেন বেছে নিলো, বুঝতে পারিনি তখন, অবাক হয়েছি। এখন সব পরিষ্কার। এখান থেকে বনের ভেতর দিয়ে একটা পথ চলে গেছে। পাইপগুলো বয়ে নিতে সুবিধে হবে ওদের।'

'প্লেন নামিয়েছো কোথায়?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা সমতল জায়গা আছে, পাহাড়ের ধারে, সেখানে। প্লেন থেকে নেমে হেঁটে চলে গেছি স্পার গালশে। পথে কয়েকটা ডাকাতের প্রায় সামনে পড়ে গিয়েছিলাম আরেকটু হলেই। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম একটা ঝোপের মধ্যে। ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিয়েছি ব্যাটাদের···।'

তাঁর কথা শেষ হলো না। পেছনে শোনা গেল ভারি এঞ্জিনের গর্জন।

তিনজোড়া আলো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে তিনটে ট্রাক।

'আরি!' সুজা বলে উঠলো। 'ওগুলো কোত্থেকে?'

'শেলবির কাজ,' মুরাদ বললেন। 'আগেই ব্যবস্থা করে এসেছে। পাইপ আর যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ওর জানা ছিলো, কোন ট্রেনে, কখন ওই যন্ত্রপাতি আসবে। একটা তেল কোম্পানি অর্ডার দিয়েছিলো ওগুলোর। ছিনিয়ে নিচ্ছে শেলবি।'

'আমাদের কি কিছুই করার নেই এখন?' রেজার জিজ্ঞাসা।

'আছে। বোকা বানিয়ে শেলবিকে ধরার চেষ্টা করবো। তোমরা এখানেই থাকো, ডাকাতদের ওপর চোখ রাখো। পরের ট্রেন আসবে সকাল ন'টায়। ততোক্ষণে চলে যাবে ডাকাতেরা। ট্রেনের গতি এখানে কমাবেই, তখন উঠে পড়বে। রেড বিউটে অপেক্ষা

করবে আমার জন্যে। দুপুরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।'

পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বের করলেন তিনি। রেঞ্জার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'কনসেনট্রেটেড ফুড ট্যাবলেট। রেখে দাও। কাজে লাগবে।'

আর দাঁড়ালেন না মুরাদ। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চললেন রেললাইনকে একপাশে রেখে। সরে এলেন ডাকাতরা যেখানে মাল নামাচ্ছে, তার থেকে দূরে। তারপর ঘুরে এসে উঠলেন লাইনের ওপর। পায়ে পায়ে এগোলেন ট্রেনের দিকে।

ঢাল বেয়ে উঠেছে লাইন। মাল নামাচ্ছে কয়েকজন, আর দু'জন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে। রাতের আকাশের পট-ভূমিতে দুটো স্থির মূর্তি।

'চমৎকার কাজ হয়েছে, টম,' একজন বললো, শুনতে পেলেন মুরাদ। 'কোনো গোলমাল হলো না।'

'তোমার মাথা আছে, সত্যি,' বললো অন্য লোকটা। 'ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই কাজ শেষ করে চলে যেতে পারবো আমরা।'

নিঃশব্দে আরও কাছে এগোলেন মুরাদ। হঠাৎ ডাকলেন, 'শেলবি!'

পাঁই করে ঘুরলো দুই ডাকাত। দু'বার ক্লিক ক্লিক করে উঠলো মুরাদের ক্যামেরা। টর্চ জ্বলে উঠলো টমের হাতে।

গাল দিয়ে উঠে পিস্তল বের করলো শেলবি। গুলি করলো।

সরে গেছেন মুরাদ। বুলেট লাগলো পাথরে, মুহূর্ত আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

'ফিরোজ মুরাদ। টিকটিকিটা।' গর্জে উঠলো শেলবি। আবার গুলি করলো।

এঁকেবেঁকে ছুটছেন মুরাদ। গুলি লাগলো না এবারও। প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়লেন একটা ঝোপের ভেতরে।

'টম,' চেঁচিয়ে বললো শেলবি, 'তুমি থাকো এখানে। দেখি টর্চটা দাও। ওই হারামজাদাকে ধরতেই হবে।'

ইতিমধ্যে বনের ভেতরে ঢুকে পড়লেন মুরাদ। দৌড় দিলেন প্লেনের দিকে। মাঝে মাঝে থামছেন। চাইলেই শেলবির চোখের আড়ালে চলে যেতে পারেন, যাচ্ছেন না ইচ্ছে করেই। মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছেন। আসলে লোকটাকে দলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে লক্ষ্যবস্তু, অথচ নিশানা স্থির করা যাচ্ছে না দেখে ভীষণ রেগে গেছে শেলবি। ধরতেও পারছে না লোক-টাকে।

আধ ঘণ্টা পর বন থেকে বেরিয়ে এলেন মুরাদ। সামনে খোলা জায়গা। প্লেনটা দেখা যাচ্ছে, আসাদ খানের শ্বেতকপোত। ওটার দিকে ছুটতে ছুটতে ডাকলেন তিনি, 'আসাআদ! শেলবি পিছু নিয়েছে। গ্যাস গানটা দিয়ে কভার দাও আমাকে।'

পাইলটের পাশের জানালায় উঁকি দিলো একটা মুখ। থমকে গেলেন মুরাদ! আসাদ খানের পরিচিত মুখ তো নয়! কেবিনের আলোয় দেখা যাচ্ছে পাতলা একটা মুখ, চোখা নাক। কালো মারবেলের মতো চোখ। সামনে শত্রু এখন, পেছনেও। শেলবিকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে ফাঁদে তিনি নিজেই পড়েছেন।

পনেরো

ডাকাতদের ওপর চোখ রেখেছে রেজা আর সুজা। দেখছে ওদের মাল নামানো। ড্রাইভার আর তার সহকারীকে আগের মতোই আটকে রাখা হয়েছে।

ট্রাকগুলো গিয়ে দাঁড়িয়েছে লাইনের ধারে। ওগুলোতে মাল তোলা হচ্ছে।

তোলা শেষ করে তেরপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ট্রাকের মাল। প্রতিটি ট্রাকে উঠলো দু'জন করে লোক। ড্রাইভারের কেবিন থেকে নেমে এলো দুই ডাকাত।

ইতিমধ্যে দু'বার গুলির শব্দ কানে এসেছে দুই ভাইয়ের, ট্রেনের পেছন দিক থেকে। লাইন ওখানে বাঁকা, মোড়ের ওপাশে কি ঘটছে দেখতে পায়নি ওরা। চিৎকার শুনেছে, কথা বোঝা যায়নি। প্রচণ্ড কৌতূহল অগ্রাহ্য করে যেখানে বসেছিলো দু'জনে, সেখানেই রয়েছে।

'যাই এবার, নাকি?' ডেকে বললো এক ড্রাইভার। 'ওয়াইল্ড-ক্যাট সোয়াম্পে বন মানচিনি আর রস ম্যাকডোনাল্ডকে মাল বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে?'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকালো রেজা আর সুজা। বন মানচিনিকে চেনে। কিন্তু রস ম্যাকডোনাল্ডটা কে?

'ঠিক আছে,' বললো একজন। বনের ভেতর ঢুকে যেতে লাগলো অন্য ডাকাতেরা।

'দাদা,' সুজা বললো, 'এভাবে কি শুধুই বসে থাকবো আমরা?'

'বাবা তো তাই করতে বললো।'

'বাবার সঙ্গে দুপুরে দেখা করার কথা, করবো। কিন্তু এভাবে বসে থাকতে ভালাগছে না আমার।'

'আমারও না। চল্। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে গিয়ে নিড আর কুপারকে ছাড়াই। ট্রাকে করে চলে যাবো।'

'বাবার সঙ্গে দেখা করতে যদি দেরি হয়ে যায়?'

'সেটা তখন দেখা যাবে।'

বুনোপথের কিনারে এসে দাঁড়ালো ওরা। লুকিয়ে রইলো গাছের আড়ালে, ট্রাক আসার অপেক্ষায়। ওরা যেখানে রয়েছে, সেখানে পথ খুব সরু, এবড়ো থেবড়ো, তাছাড়া নিচে থেকে ঢাল বেয়ে ওখানে উঠতে হয়, গতি কমাতে বাধ্য হবেই মাল বোঝাই ট্রাকগুলো।

প্রথম ট্রাকটা সামনে দিয়ে চলে গেল। রেজার অনুমান ঠিক। খুব ধীরে চলছে ওগুলো। দ্বিতীয়টা পেরোলো। তৃতীয়টা সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই পিছে ছুটলো দু'জনে। উঠে পড়লো। লম্বা করে বিছিয়ে রাখা পাইপের ওপর শুয়ে তেরপল টেনে দিলো গায়ের ওপর।

'ইস্, হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে গেল, একসময় বললো সুজা।

কাঁচা রাস্তা। ভীষণ ঝাঁকুনিতে বার বার স্থান পরিবর্তন করছে পাইপগুলো, শুয়ে থাকা আর সম্ভব হলো না। বসতেই কষ্ট হচ্ছে এখন। কোন্ সময় পাইপের ফাঁকে পা ঢুকে গিয়ে হাড় ভাঙে কে জানে।

চলছে তো চলছেই, এই দীর্ঘ কষ্টকর যাত্রার যেন আর শেষ নেই। আর থাকতে পারছে না দু'জনে। নেমে পড়ার কথা ভাবছে, এই সময় থামলো ট্রাক। গন্তব্য কি এসে গেল? কানে এলো পেছনে আরেকটা এঞ্জিনের শব্দ। এগিয়ে আসছে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

'নিশ্চয় হাইওয়ে,' রেজা বললো।

তার অনুমান ঠিক। তীব্র আরেক দুলুনি দিয়ে সোজা হলো ট্রাক। তারপর মসৃণ দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করলো।

'হাউফ, বাঁচা গেল,' হাঁপ ছাড়লো সুজা।

এখন আর বসে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না। ঢুলতে শুরু করলো দু'জনে।

কতোক্ষণ পর বলতে পারবে না, হঠাৎ চমকে জেগে উঠলো সুজা। ভাইয়ের বাহু খামচে ধরে বললো, 'দাদা, এই দাদা, থেমেছে!'

তেরপলের ছোট একটা ফুটোয় চোখ রাখলো সে। 'একটা কাফে,' জানালো সুজা। 'ড্রাইভার আর সঙ্গীরা নেমে পড়েছে, কাফেতে ঢুকছে। অন্য দুটো ট্রাক আমাদের সামনে।'

পেননাইফ বের করে ছোট আরেকটা ফুটো করলো রেজা। তাতে চোখ রেখে সে-ও দেখতে লাগলো। 'চা-টা খাবে বোধহয়।

চল, এই সুযোগে নেমে গিয়ে পুলিশকে ফোন করি।'

তেরপল প্রায় তুলে ফেলেছে রেজা, এই সময় বাধা দিলো সুজা, 'জলদি নামাও। বেরিয়ে এসেছে।'

ওদের ট্রাকের ড্রাইভারটা তরুণ, তার সঙ্গীরও বয়েস কম। সাথে তৃতীয় আরেকজন লোক রয়েছে এখন। ট্রাকের ড্রাইভার বা হেল্পার নয় সে। কেবিনের দিকে না গিয়ে পেছন দিকে আসতে লাগলো ওরা। প্রমাদ গুণলো দুই ভাই। তাড়াতাড়ি সামনের দিকে সরে গিয়ে কয়েকটা বাক্সের আড়ালে বসে পড়লো।

উঠে গেল তেরপলের পেছন দিকটা। টর্চের আলো পড়লো ভেতরে।

'হ্যাঁ, কাজ চলবে এগুলো দিয়ে,' বললো একটা কণ্ঠ। ড্রাইভারের গলা, চিনতে পারলো ছেলেরা। 'ঠিক মালই এনেছি।'

'সামনের দিকে কি তুলেছে?' বললো আরেকজন। নিশ্চয় তৃতীয় লোকটা।

ধড়াস করে উঠলো ছেলেদের বুক। দেখতে আসবে না তো?

'বাক্স। যন্ত্রপাতি আর ফিটিংস।'

আরও কিছু কথা হলো। ওদের কথা থেকেই বোঝা গেল, তৃতীয় লোকটা কাফের মালিক। সে বললো, 'ওহ্‌হো, বলতে ভুলে গেছি, শেলবির মেসেজ এসেছে।'

'এতো তাড়াতাড়ি? কি বলেছে?'

'পকেট রেডিওতে কথা বলেছে। শীঘ্রি আসবে। তোমাদের জানাতে বলেছে, সে আর ট্যানারি মিলে গোয়েন্দা ব্যাটাকে ধরেছে। তার পাইলটকেও।'

চমকে উঠলো ছেলেরা। বাবা ধরা পড়ে গেছে।

'তাই নাকি?' হেসে উঠলো ড্রাইভার। 'খুব ভালো। আর কোনো ভাবনা নেই আমাদের। ওকেই যতো ভয় ছিলো। পুলিশ আর আমাদের টিকির নাগালও পাবে না। শেলবি অবশ্য আগেই বলেছিলো, টিকটিকিটাকে ধরবে যেভাবেই হোক।'

'কথা রেখেছে। শেলবি বললো, গোয়েন্দাটার জন্যে ডাক্তার লাগবে। যাও, আর দেরি করো না। রওনা হয়ে যাও। বাকি ট্রাকগুলোতে কি আছে দেখেই ছেড়ে দেবো ওদেরকেও।'

ভীষণ দুশ্চিন্তা হলো রেজা আর সুজার। বাবার জখম কতোটা মারাত্মক কে জানে। ডাক্তার আর সাহায্য দরকার তাঁর। অথচ ওরা কিছুই করতে পারছে না, আটকে গেছে।

হাইওয়ে ধরে আবার চললো ট্রাক।

সুজা বললো, 'পয়লা সুযোগেই নেমে পড়বো। একটা র‍্যাঞ্চ হাউসে গিয়ে পুলিশকে ফোন করবো। বাবাকে উদ্ধার করতেই হবে।'

'হ্যাঁ।'

তেরপলের ফুটো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা। কোনো র‍্যাঞ্চ হাউস চোখে পড়ছে না। বাইরে এখনও রাত। রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছে যেন ট্রাক।

হেল্লারের কথা শোনা গেল, 'ওই নাক-ভোঁতা রসটাকে মোটেও বিশ্বাস করি না আমি, বুঝেছো। সুযোগ পেলেই বেঈমানী করবে ব্যাটা।'

কনুই দিয়ে ভাইয়ের গায়ে গুঁতো দিলো সুজা। নাক-ভোঁতা।

তারমানে চ্যাপ্টা নাকওয়ালা নকল রেঞ্জারটার কথা বলছে।

'কিন্তু ব্যানি,' ড্রাইভার বললো, 'ওকে ছাড়া চলবেও না আমাদের। সে আমাদের অয়েলম্যান, ওকে ছাড়া তেলই তুলতে পারবো না।'

জবাবে ঘোঁৎ করে উঠলো তার সহকারী। 'যতো যা-ই বলো ওকে পছন্দ হয় না আমার। ওকে দিয়ে সব সম্ভব। কখন যে কাকে খুন করে ফেলবে···ওই ছেলেগুলোকেও মেরে ফেলতে পারে। দেখো, খুনখারাপীতে আমি নেই, সাফ বলে দিচ্ছি।'

'ছেলেগুলোকে সাবধান করা হয়েছে। এরপরও যদি কথা না শোনে, মেরে ফেলা ছাড়া উপায়ই বা কি?'

জবাবে বিচিত্র একটা শব্দ করে প্রতিবাদ জানালো হেল্লার। তবে আর তর্ক করলো না।

'লোকটাকে ভালোই মনে হচ্ছে,' ফিসফিস করে বললো রেজা। 'মানে, ততোটা খারাপ নয়। এই লোক ডাকাতের দলে মিশলো কি করে?'

গতি কমছে ট্রাকের। মোড় নিয়ে একটা সাইডরোডে নামলো। আবার কাঁচা রাস্তা। টায়ারের নিচে খড়খড় করছে আলগা পাথর। ঝাঁকুনির চোটে একজায়গায় স্থির হয়ে বসা দায়।

আরামে বসা শেষ। বাক্সের কাছ থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো দুই ভাই।

হঠাৎ কিসে যেন লাগলো চাকা, পাথরের চাঁই কিংবা টিলা-টক্করে হবে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে প্রায় উল্টে যাওয়ার অবস্থা হলো গাড়ি।

'এই, দেখে চলো।' চেঁচিয়ে উঠলো হেল্লার। 'এটাকেও হাইওয়ে মনে করেছো নাকি?'

'দেখেই চলছি। এখনও দশ মাইল যেতে হবে। যা রাস্তা, ওটুকু যেতেই অনেকক্ষণ…।'

'লাগলে লাগবে। বাজি জেতার তো আর দরকার নেই আমাদের।'

আবার দুলে উঠলো ট্রাক। কাত হয়ে যাচ্ছে একপাশে।

'আইই, গর্তে পড়ছে তো!' আবার চিৎকার করে উঠলো হেল্লার।

'চুপ করতো। তোমার জ্বালায় গাড়ি চালানো…।'

কথা শেষ করতে পারলো না সে। সোজা হয়েছিলো, আবার কাত হয়ে যেতে শুরু করলো গাড়ি।

একপাশে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে পাইপগুলো। নিশ্চয় খাদে পড়ছে ট্রাক—ভাবলো দুই ভাই, আর সোজা হতে পারবে কিনা সন্দেহ!

ষোল

'দাদাআ!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা।

লাফিয়ে উঠে ক্রস ব্রেস ধরে ঝুলে পড়লো দু'জনে। নিচে এক-পাশ থেকে আরেক পাশে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে বড় বড় পাইপ।

কাত হয়ে আছে ট্রাকটা। এঞ্জিন বন্ধ।

'করলে তো সর্বনাশ!' বললো হেল্লার। 'কতোবার হুঁশিয়ার করলাম। এখন এখান থেকে যেতে না পারলে বস্...।'

'চুলোয় যাক বস্,' ড্রাইভার ধমকে উঠলো। 'চিৎকার শুনেছো? ট্রাকের পেছনে আছে কেউ।'

'দূর। ভুল শুনেছো।'

'আমি ঠিকই শুনেছি। দাঁড়াও দেখে আসি।'

তেরপলের তলা থেকে বেরিয়ে একলাফে রাস্তায় পড়লো দুই ভাই। গড়িয়ে চলে এলো ট্রাকের নিচে।

কেবিন থেকে নামলো ড্রাইভার। ট্রাকের পাশ দিয়ে এগোলো পেছন দিকে। তার পা দেখতে পাচ্ছে দু'জনে। টেইলবোর্ডের ওপর দিয়ে ঝুঁকে তেরপল তুলে দেখতে লাগলো লোকটা। পা দু'টো সুজার একেবারে কাঁধের কাছে।

'চেষ্টা করা যেতে পারে,' ভাবলো সে। 'মিস করবো না।'

হাত বাড়িয়ে লোকটার দুই পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো সুজা। হাঁউক করে বিচিত্র একটা শব্দ বেরোলো লোকটার মুখ দিয়ে, চিত হয়ে পড়লো রাস্তায়। জোরে মাথা ঠুকে গেল পাথরে। হাতের টর্চ উড়ে গিয়ে পড়লো একদিকে, পিস্তল আরেক দিকে। টুঁ শব্দ করতে পারলো না, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেহুঁশ।

দু'জনে মিলে টেনে তাকে ট্রাকের নিচে নিয়ে এলো।

'কিছু পেলে?' বলতে বলতে নামলো হেল্লার।

জবাব না পেয়ে পেছন দিকে চললো দেখার জন্যে। ড্রাইভারের মতো একই ভাবে টেইলবোর্ডের ওপর দিয়ে দেখতে গেল। পা ধরে টান দিলো এবার রেজা। পথের ওপর চিত হয়ে পড়লো লোকটা, তবে তার মাথার নিচে পাথর পড়লো না, ফলে বেহুঁশও হলো না। ততোক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে সুজা। একটা পাথর তুলে বাড়ি মারলো লোকটার কানের পাশে। অজ্ঞান করে ফেললো।

'কি করবো ব্যাটাদের?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'জানি না। তবে কিছু একটা করা দরকার, জলদি। ওই দেখ।'

দূরে দেখা যাচ্ছে দু'টো আলো, নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয় আরেকটা ট্রাক।

'ধর,' রেজা বললো, 'টেনে ওদেরকে ঘাসের মধ্যে নিয়ে যাই।' পথের পাশের লম্বা ঘাস দেখালো সে।

পা ধরে টেনে লোক দু'টোকে ঘাসের ভেতরে নিয়ে এলো ওরা। রাস্তা থেকে আর দেখা যাবে না সহজে।

'এবার কি? দৌড় দেবো?'

'না,' মনে মনে অন্য ফন্দি আঁটছে রেজা। 'পেছনের ট্রাকটাকে থামানো চলবে না এ-দুজনের টুপি পরে নেবো। মুখের ওপর টেনে দিলে অন্ধকারে আর চিনতে পারবে না আমাদের '

'বেশ। তুমি কেবিনে গিয়ে বসো। আমি তেরপল বাঁধার ভান করি। ওরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত নাড়বে। যেন মনে করে আমরা ওদেরই লোক।'

কাছে এসে গেছে ট্রাক। প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে আলো। তাড়াহুড়ো করলো না রেজা, ধীরেসুস্থে গিয়ে কেবিনে উঠলো। বাঁ হাত নেড়ে পেছনের ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো সে। সুজা তেরপল বাঁধায় ব্যস্ত।

দীর্ঘ কয়েকটা টানটান উত্তেজনার মুহূর্ত। কি ঘটবে কিছুই বোঝার উপায় নেই। গতি কমালো না পেছনের ট্রাকটা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে কি যেন বললো অন্য ট্রাকের ড্রাইভার, বোঝা গেল না।

যাক, কাজ হয়েছে।

কেবিন থেকে নেমে এলো রেজা। 'চল বেঁধে ফেলি। জেগে উঠলেই গোলমাল শুরু করবে।'

তেরপল বাঁধার দড়িটা খুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ড্রাইভারের হাত-পা বাঁধলো ওরা। বাঁধাও শেষ হলো, লোকটারও জ্ঞান ফিরলো। গুঙিয়ে উঠলো। তার মুখে কাপড় গুঁজে দিলো সুজা।

'আরও দূরে সরিয়ে ফেলা দরকার,' রেজা বললো। 'বলা যায় না, গড়িয়ে গড়িয়ে পথের ওপর চলে আসতে পারে।'

ধরাধরি করে লোকটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের জট-

পার মধ্যে ফেললো ওরা।

'দড়ি তো আরও আছে,' সুজা বললো। 'হেল্পারটাকে কি করবো?'

'বাঁধবো?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো রেজা। 'ব্যানির কথা-বার্তায় মনে হলো, ডাকাতদের ওপর বিরক্ত হয়ে গেছে সে। ওকে বলেকয়ে···?'

বাক্যটা শেষ না করেই রাস্তার দিকে ফিরে চললো রেজা।

এসে দেখলো নড়াচড়া শুরু করেছে ব্যানি। হুঁশ ফিরছে। ওর পিস্তলটা বের করে নিলো রেজা। তাক করে ধরে বসে রইলো।

'কি হয়েছে?' গুঙিয়ে উঠলো ব্যানি। হাত চলে গেছে কানের কাছে, ব্যথা করছে ওখানটায়। চোখ মেললো সে। মাথার ভেতরে ঘোলাটে ভাবটা দূর হলো। 'তোমরা?'

'যে লোকটাকে ধরেছে তোমার বস্,' সুজা বললো, 'তার ছেলে আমরা।'

'অ, তোমরাই রেজা আর সুজা?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যানি,' রেজা বললো, 'তুমি লোক খারাপ নও, বুঝতে পেরেছি। ডাকাতদের দলে আর থাকতে চাও না, তা-ও অনুমান করেছি।'

'ইচ্ছে করলে আমাদের সাহায্য করতে পারো,' সুজা বললো।

'কিভাবে?' ব্যানির কণ্ঠে সন্দেহ।

'আমাদের সাহায্য করো,' রেজা বললো। 'তোমাকে যাতে জেলে যেতে না হয়, সেদিকটা দেখবো আমরা।'

'জেলে ওরা যাবেই,' বললো সুজা। 'যে কাণ্ড শুরু করেছে, খুব বেশিদিন আর বাঁচতে পারবে না, পুলিশ ওদেরকে ধরবেই আমাদের কথা না শুনলে তোমারও নিস্তার নেই।'

চুপ করে আছে ব্যানি। দুই ভাইয়ের মুখের দিক থেকে দৃষ্টি সরালো দূরে, প্রস্তাবটা মানবে কিনা ভাবছে বোধহয়।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তোমরা,' অবশেষে বললো সে। 'এটাই আমার সুযোগ। কোন্ কুক্ষণে যে শেলবির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, টাকার লোভ এড়াতে পারলাম না। তবে জেলে যাওয়ার মতো কিছু করিনি এখনও।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে বললো, 'তোমাদের বয়েসী দুটো ভাই আছে আমার। ইস্কুলে পড়ে। ওদের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর জন্যেই···যাকগে ওসব কথা। তা কি সাহায্য করতে পারি তোমাদের?'

এতো সহজে কাজ হয়ে যাবে আশা করেনি দুই ভাই। লোকটাকে উঠে বসতে সাহায্য করলো ওরা।

'বাবার খোঁজ নিতে হবে আমাদের একজনকে,' রেজা বললো। 'কাফের ওই লোকটার কাছে খবর পাঠিয়েছে শেলবি, বাবার জন্যে ডাক্তার দরকার। নিশ্চয় জখম হয়েছে। বাবা কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা, শেলবি কোথায় এখন বলতে পারো?'

'মনে হয় কাফেতে। মাল নামিয়ে দিয়ে ওখানেই গিয়ে তার সঙ্গে আমাদের দেখা করার কথা।'

'গিয়ে খোঁজ নিতে পারবে, বাবা ওখানে আছে কিনা? তারপর পুলিশকে জানাবে।'

'আর ড্রাইভারের দায়িত্বও তোমাকে নিতে হবে। এই ট্রাকের

ড্রাইভার।'

'বোধহয় পারবো। আমার ওপর ভরসা করতে পারো। জেলে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

আলোচনা করে ঠিক হলো, ট্রাকটা নিয়ে সোয়াম্পে চলে যাবে ছেলেরা। হেঁটে, কিংবা অন্য একটা গাড়ি ধরে, যেভাবেই হোক কাফেতে ফিরবে ব্যানি। তার পিস্তলটা ফিরিয়ে দিলো রেজা।

ট্রাকে উঠলো ছেলেরা। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো রেজা।

'দলের কতোটা কাছাকাছি যাবো?' জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'বেশি কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। যন্ত্রপাতিগুলো কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চায় ওরা, সেটা দেখতে পারলেই যথেষ্ট।'

'তারপর গুহায় ঢুকে নিড আর মিস্টার কুপারকে মুক্ত করবো। নাকি?'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। খাদে পড়েনি ট্রাক। একটা টিলায় উঠে গিয়েছিলো চাকা, তাতেই কাত হয়ে গিয়েছিলো। পিছিয়ে এনে গাড়িটাকে আবার সোজা করলো সে।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে আবার এগিয়ে চললো ট্রাক।

এরপর আর বিশেষ কোনো কথা হলো না। নীরবে ট্রাক চালালো রেজা। চুপ করে বসে বাইরে তাকিয়ে রইলো সুজা।

অনেকক্ষণ পর দূরে আলো চোখে পড়তে গতি কমালো রেজা। 'নিশ্চয় ওখানে মাল নামাচ্ছে,' বললো সে। 'মনে হয় ঢালের ওপরে, আমরা যেখানে খুঁড়েছি তার উল্টোদিকে।'

আরও এগোলো ট্রাক। ওরা দেখতে পেলো, কয়েকটা ঝোপের কিনারে পাইপ আর বাক্স নামাতে ব্যস্ত কিছু লোক। এদিকে

ফিরেও তাকালো না কেউ। এঞ্জিনের শব্দ বোধহয় শোনেনি, কিংবা শুনলেও কেয়ার করছে না। আরেকটা ট্রাক যে আসবে জানাই আছে ওদের।

এঞ্জিন বন্ধ করে দিলো রেজা।

'পালানোর এইই সুযোগ,' সুজা বললো।

নিঃশব্দে নেমে ঝোপের আড়ালে ঢুকে গেল দু'জনে।

পুব আকাশে আলোর আভাস। ভোর হচ্ছে। ঝোপের আড়ালে আড়ালে সরে চলে এলো ওরা। তারপর পাহাড়ের ফাঁকের গলি-ঘুপচি ধরে ফিরে চললো সোয়াম্পে। কাছাকাছিও কোথাও ক্যাম্প করেছে ডাকাতেরা, ওদের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক ঘুর-পথে চলেছে দু'জনে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সুজা। এঞ্জিনের শব্দ।

'দাদা, মাল খালাস শেষ করে ফেলেছে নিশ্চয়। ফিরে যাচ্ছে।'

'ওদের আগে ব্যানি কাফেতে পৌঁছতে পারলে হয়। শীঘ্রি জেনে যাবে ওরা, একটা ট্রাকের ড্রাইভার আর হেল্পার নিখোঁজ।'

দ্রুত পা চালালো দু'জনে। অনেক ঘুরে শেষে এসে দাঁড়ালো ফসিল উপত্যকায়। যেখানে খুঁজে পেয়েছে উটের ফসিলটা।

'আরি,' সুড়ঙ্গমুখটা যেখানে থাকার কথা সেখানে এসে দেখতে পেলো না সুজা, 'গেল কই? আ, আছে। বালি আর পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।'

'লোকের চোখে যাতে না পড়ে সে-জন্যে। অন্য মুখটাও বন্ধ হলে...।'

গুহামুখের কাছে দৌড়ে গেল ওরা। ওটাও একইভাবে বন্ধ করে

দেয়া হয়েছে।

'জটিল করে ফেললো কাজ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো সুজা। 'কোনটা থেকে শুরু করবো? সুড়ঙ্গমুখটাই সহজ হবে বোধহয়।'

পাথর সরাতে শুরু করলো দু'জনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘামে চুপচুপে হয়ে গেল জামাকাপড়। কঠোর পরিশ্রমের পর অবশেষে মুক্ত করলো সুড়ঙ্গমুখ।

ঢুকলো দু'জনে। আগে রয়েছে রেজা। তার হাতের টর্চের আলো গিয়ে পড়লো গুহার অন্য পাশের দেয়ালে। ডাকলো সে। 'নিড? মিস্টার কুপার?'

জবাব নেই।

'নিড, কোথায় তোমরা?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

সাড়া এলো না।

শঙ্কিত হলো দু'জনে। টর্চের আলো ফেলে খুঁজে বেড়াতে লাগলো গুহার ভেতরে।

রেজা বললো, 'গুহাটার আরও কোনো পথ আছে। অন্য কোনো গুহায়...।' থেমে গেল সে। গুহার দূরতম প্রান্তে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর আলো পড়েছে। একপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকতে দেখা গেল একজোড়া পা।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেল চাঁইটার কাছে। আছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে নিড আর কুপার, মুখে কাপড় গোঁজা।

ধরাধরি করে ওদেরকে তুলে গুহার মাঝখানে নিয়ে এলো দু'জনে।

'দাদা, আমি মুখের কাপড় খুলছি,' সুজা বললো। 'তুমি হাত

খোলো।'

মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দিয়ে তার ওপর রুমাল বাঁধা হয়েছে। যাতে কোনো শব্দ না করতে পারে বন্দিরা। ছুরি দিয়ে রুমাল কেটে মুখের কাপড় টেনে বের করলো সুজা। কাপড় খোলার পরেও কথা বলতে পারলো না নিড আর কুপার, শুধু ফিসফিস করলো, এতো দুর্বল শরীর, বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থেকে, আর না খেয়ে।

বাঁধন খোলা হলো। ফুলে উঠেছে বাঁধনের জায়গাগুলো। ম্যাসাজ করে দিতে লাগলো রেজা আর সুজা। রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক হলো হাত-পায়ের।

কয়েকটা ফুড ট্যাবলেট বের করে নিডের হাতে দিলো রেজা। বললো, 'খেয়ে ফেলো। বল পাবে!' কুপারের হাতেও দিলো কয়েকটা।

মিনিট কয়েক পরেই স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে সমর্থ হলো নিড আর কুপার। জানালো ওদের বন্দি হওয়ার কাহিনী।

শুনতে শুনতে রাগে জ্বলে উঠলো দুই ভাই।

'বেঁধে রেখে তো গেলই,' কুপার বললেন, 'তার পরেও বোধহয় নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। আবার ফিরে এলো গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে।'

'বনের বাচ্চাকে আমি একবার সামনাসামনি পেতে চাই।' দাঁতে দাঁত চাপলো নিড। 'তারপর দেখাবো...।'

'শান্ত হও,' সুজা বললো। 'বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। আবার ধরা পড়লে মরবো।'

সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এলো চারজনে। দীর্ঘ সময় অন্ধকারে থেকে, আলোয় বেরিয়ে চোখ মেলতে পারছে না নিড আর কুপার। উপত্যকায় এখন ভোরের সোনালি রোদ।

'দাদা,' সুজা বললো, 'ওদের যা অবস্থা, হাঁটতে পারবে না।' নিডের দিকে ফিরলো। 'ঘোড়া কোথায় তোমাদের?'

'এখানেই বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। নেই যখন, নিশ্চয় ডাকাতেরা নিয়ে গেছে।'

সতেরো

ভাইয়ের দিকে তাকালো সুজা। বিপদটা আন্দাজ করতে পারছে।

'তোমরা এগোও,' কুপার বললেন। 'রেড বিউটে যাবে তো? তোমরা যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও। আমরা আস্তে আস্তে আসি।'

'যা পথ,' রেজা বললো, 'ঘোড়ায় চড়ে যেতেই কষ্ট হয়। আপনাদের পক্ষে হাঁটা অসম্ভব।'

'খচ্চর!' তুড়ি বাজিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। 'আমাদের খচ্চরটাকে বনের ভেতর বেঁধে রেখেছিলাম। ডাকাতদের চোখে না পড়লে নিশ্চয় এখনও ওখানেই আছে। ওটা নিয়ে আমি রেড বিউটে চলে যেতে পারি। ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসবো।'

'তারচে শেরিফের কাছে চলে যাও,' কুপার বললো। 'তাঁকে গিয়ে সব জানাও।'

'শেরিফের কোনো খবর নেই,' রেজা জানালো। 'কি যে হয়েছে তাঁর তা-ও বুঝতে পারছি না। গিয়ে দেখতে পারি, ফিরেছেন কিনা। আর মিসেস বেনটারের সঙ্গে এখনও দেখা করা হলো না।'

নিড আর কুপারকে রেখে ক্যাম্পে ফিরে এলো দুই ভাই।

জায়গামতোই আছে খচ্চরটা। আরামে ঘাস আর পাতা চিবুচ্ছে। ওটার পিঠে একটা কম্বল বিছিয়ে দু'জনেই উঠে বসলো।

ভার বইতে পারে বলে সুনাম আছে খচ্চরের। সেটাই প্রমাণ করে দিলো এই জানোয়ারটা।

নড়তে চাইলো না প্রথমে। শেষে রেজার জুতোর জোর খোঁচা খেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওনা হলো।

এগিয়ে চললো বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছে মাফিক। ডানে মোড় ঘোরার ইঙ্গিত করা হলো ওটাকে, কয়েকবার, পাত্তাই দিলো না খচ্চরের বেটা। অনেক চেষ্টা করেও মুখ ফেরানো গেল না ওটার। এগিয়ে চলেছে জলাভূমির দিকে।

'যায় না তো ব্যাটা, কি করি?' অধৈর্য হয়ে বললো সুজা।

'আমার মনে হয় অভ্যাস করিয়ে ফেলা হয়েছে,' রেজা বললো। 'এটাকে ব্যবহার করেছে কেউ। ওদিকে কোথাও নিয়ে গেছে, তারপর আবার ফিরে গিয়ে বেঁধেছে আগের জায়গায়। চুপ করে থাকি। দেখাই যাক না, কোথায় নিয়ে যায়? নতুন কোনো সূত্রও পেয়ে যেতে পারি।'

জানোয়ারটাকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে দেয়া হলো। সোজা গিরিসঙ্কটের দিকে এগোলো ওটা। গিরিসঙ্কট পেরোলো, তারপর এসে থামলো যেখানে উটের ফসিলটা আছে তার কিছুটা ওপরে।

'কি বুঝলে?' ভাইয়ের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো সুজা।

লাফ দিয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে সুজাকেও নামতে ইশারা করলো সে। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো।

'আমরা যাওয়ার পর কেউ খুঁড়েছে।' বললো সে। 'দেখ, একটা সাইনবোর্ডও লাগিয়েছে।'

'বিপদ!' জোরে জোরে পড়লো সুজা। 'বিস্ফোরক পোঁতা আছে। দূরে থাকুন।' হাত নাড়লো সে। 'লোককে দূরে সরিয়ে রাখার ভালো কায়দা বের করেছে।'

'কে জানে, বিস্ফোরক সত্যিই হয়তো পুঁতেছে। পরীক্ষা করতে গিয়ে মরতে চাই না। নিড আর মিস্টার কুপারকেও হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার।'

আবার খচ্চরে চাপলো দু'জনে। ক্যাম্পে ফিরে চললো জানোয়ারটা।

রেজা বললো, 'আমি শিওর, ব্যবহারই করা হয়েছে এটাকে। ডিনামাইট বইয়েছে কিনা কে জানে?'

'বওয়াতেও পারে।'

ওরা ক্যাম্পে ফেরার খানিকক্ষণ পরেই নিড আর কুপারও এলেন।

'কি হলো, ফিরে এলে যে?' নিড বললো। 'দেখলাম খচ্চরটা নিয়ে যাচ্ছো?'

কেন ফিরে এসেছে, বলা হলো।

'আবার দেখি চেষ্টা করে,' রেজা বললো।

খচ্চরে চাপলো আবার। কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলো জানোয়ারটা, আগের বারের মতোই।

'আবার শুরু করেছে!' খচ্চরটাকে ডানে ঘোরানোর চেষ্টা করতে লাগলো সুজা। লাভ হলো না।

'নাহ্, হেঁটেই যেতে হবে দেখছি,' রেজা বললো। 'শেরিফের র‍্যাঞ্চ অনেক দূর।'

'দাঁড়াও তো, দেখি,' বলে লাফ দিয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে একটা লম্বা ডাল ভাঙলো সুজা। ডালের মাথায় কয়েক গোছা কচি পাতা।

'মূলা দেখিয়ে গাধা চালাবি নাকি?' হাসলো রেজা।

'কাজ হতেও পারে,' বলে, পাতাগুলো খচ্চরের নাকের কাছে ধরলো সুজা। খাওয়ার জন্যে জিভ বের করলো জানোয়ারটা। ওটার নাগালের বাইরে পাতা রাখলো সে।

কাজ হলো। পাতার লোভে এগিয়ে চললো খচ্চর। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল। ডানে মাথা ঘোরালো। তাড়াতাড়ি ডালের মাথা দিয়ে ওটার কানে খোঁচা দিলো সুজা, পাতাগুলো ধরলো নাকের কাছে। জিভ বের করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিলো খচ্চরটা। চিবুতে শুরু করলো। গিলে নিয়ে আরেকটার জন্যে জিভ বের করলো। আর দেয়া হলো না। এগিয়ে চললো আবার খচ্চর। কয়েক পা গিয়ে আবার থেমে গেল।

এভাবেই থেমে, চলে, থেমে, চলে আরেকটা রাস্তায় সরিয়ে আনা হলো ওটাকে। অচেনা পথে এসে আর বেয়াড়াপনা করলো না। যেদিকে নেয়া হলো সেদিকেই গেল।

ক্যাম্পে বসে আছে নিড আর কুপার। গুহা থেকে এখান পর্যন্ত হেঁটে এসেই বুঝে গেছে, ঘোড়া ছাড়া চলার ক্ষমতা ওদের নেই।

তাঁবুর সামনে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ পাহাড়ের ওপর একটা

নড়াচড়া নজরে পড়লো কুপারের।

'কি দেখছেন?' নিড জিজ্ঞেস করলো।

'শিওর না। মনে হয় কিছু দেখেছি। চল তো।'

ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো দু'জনে। কয়েক পা উঠেই বসে জিরিয়ে নেয়। এভাবে উঠতে উঠতে চলে এলো কতগুলো গাছের কাছে। নড়াচড়া এখানেই দেখেছেন কুপার। আর তিন-চার পা এগিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বলেছিলাম না, দেখেছি। ঠিকই! আমাদের ঘোড়া!'

পাইনের জঙ্গলের ভেতরে বেঁধে রাখা হয়েছে ঘোড়া দুটো।

'তাহলে এখানেই এনে লুকিয়েছে ব্যাটারা,' নিড বললো।

'এবার আর যেতে অসুবিধে নেই আমাদের। চলো, প্রথমে বেনটারদের ওখানেই যাই।'

কয়েক মিনিটেই নিচে নেমে এলো দুটো ঘোড়া। এগিয়ে চললো পাহাড়ী পথ ধরে।

বেয়াড়াপনা শুরু করেছে আবার খচ্চরটা। নিজের ইচ্ছেমতো চলে, থামে। আগে আগে একটা ঘোড়া থাকলে, গলার রশি ধরে সহজেই টেনে নিয়ে যাওয়া যেতো এটাকে, ও-ব্যাপারে অভ্যস্ত। যেহেতু একা, তাই নিজের খেয়ালখুশি মতোই চলছে।

তিন ঘণ্টা পর অবশেষে র‍্যাঞ্চের দেখা পেলো ছেলেরা।

'দূর,' বিরক্ত হয়ে সুজা বললো, 'এটাকে বের করেই ভুল করেছি। হেঁটে এলেও এরচে আগে আসতে পারতাম।'

'না, পারতাম না। যে-রকম পাথর আর বালুর ওপর দিয়ে

এসেছে···যা-ই হোক, কষ্ট-তো করেছি। এখন শেরিফকে পেলেই হয়।'

'আমার পানি খাওয়া দরকার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

গোলাঘরের পেছনে খচ্চরটাকে বেঁধে, র‍্যাঞ্চহাউসের দরজায় এসে দাঁড়ালো ওরা।

'কেউ আছেন?' সুজা ডাকলো।

জবাব নেই।

'আগের মতোই অবস্থা,' দরজায় ঠেলা দিলো রেজা।

টেবিলে পড়ে আছে নোটটা, যেমন দেখে গিয়েছিলো ওরা। রান্নাঘরে সিংকে ভেজানো বাসনপেয়ালা, দরজার পাশে রাখা ঝুড়িতে কাপড়, তেমনি পড়ে আছে।

'শেরিফ তো এলো না। এবার কি করবো?' সুজার প্রশ্ন। 'রেড বিউটে যাবো?'

'যাবো, তবে খোলা অঞ্চল দিয়ে। পাহাড়ের মাঝে ডাকাতদের খপ্পরে পড়তে চাই না।'

লিভিং রুমে ফিরে এলো আবার দু'জনে।

'আরে, রেডিওটা কই?' সুজা বললো।

তাকিয়ে আছে রেজা। বিড়বিড় করলো, 'তারমানে আবার কেউ ঢুকেছিলো এখানে। নিয়ে গেছে।'

কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। তাড়াতাড়ি এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ওরা। এদিকেই ছুটে আসছে সবুজ ইউনিফর্ম পরা তিনজন ঘোড়সওয়ার।

'বোধহয় সেই তিন রেঞ্জার!' রেজা বললো। 'চল, ভাগি।'

রান্নাঘর দিয়ে বেরোলো ওরা। ভেজিয়ে দিলো দরজাটা। চলে এলো কোরালে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলো, তিনজনের একজন খাটো, রগ-ফোলা, কুতকুতে চোখ। বন মানচিনি। চ্যাপ্টা-নাক লোকটাও আছে, রস ম্যাকডোনাল্ড।

কাছে চলে এলো ওরা। শেরিফের ঘরের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসলো মানচিনি। বললো, 'শেরিফকে সরিয়ে দেয়ার বুদ্ধিটা ভালোই করেছিলে, রস। শুয়ে শুয়ে নিশ্চয় এখন গোঁফে তা দিচ্ছে ব্যাটা।'

'সরানোর কথাটা অবশ্য তোমার মাথায়ই এসেছিলো প্রথমে। সে যাই হোক, ওই টাওয়ারে গিয়ে তাকে খোঁজার কথা কল্পনাও করবে না কেউ।'

ভাইয়ের গায়ে খোঁচা দিলো সুজা। ফিসফিসিয়ে বললো, 'কোন টাওয়ারের কথা বলছে?'

রেজা জবাব দেয়ার আগেই আবার শোনা গেল মানচিনির কথা, 'বেশি দেরি করা যাবে না। কাগজগুলোতে সীল মারা শেষ করেই ভাগতে হবে। সীল মারলে কিন্তু একেবারে আসল হয়ে যাবে দলিলগুলো, আর জাল মনে হবে না, হাহ্, হাহ্...আরে, আসছে কে?...বেনটারদের ছেলেটা! খোলো, খোলো, ইউনিফর্ম খুলে ফেলো। এমন ভাব দেখাবে, যেন শেরিফের জন্যে অপেক্ষা করছো। আমি গোলাঘরে লুকাচ্ছি।'

দ্রুত রেঞ্জারের ইউনিফর্ম খুলে আবার কাউবয় হয়ে গেল রস আর তার সঙ্গী। কাপড়গুলো নিয়ে গোলাঘরে চলে গেল মানচিনি।

মিনিট কয়েক পরে ঢাল বেয়ে উঠে এলো পলের ঘোড়া।

তার দিকে হাসিমুখে তাকালো রস।

'শেরিফের কাছে এসেছি,' পল বললো। 'সাহায্য দরকার।'

'আমরাও তার জন্যেই অপেক্ষা করছি,' রস বললো। 'তা, অসুবিধেটা কি তোমাদের? কি হয়েছে?'

মুঠো শক্ত করে ফেললো দুই ভাই। আর একটা কথাও না বলুক ছেলেটা, ইস্, আর···।

কিন্তু বলে ফেললো পল, 'দু'দিন আগে দুটো ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিলো আমার। ওরা আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাদেরকে সাহায্য করবে বলেছিলো। কিন্তু তারপর আর আসেনি। ডেভিল'স সোয়াম্পের কাছে ক্যাম্প করেছিলো। এখন নিখোঁজ। ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যেই শেরিফের কাছে এসেছি।'

'লাভ হবে না,' রস বললো, 'চলে যাও। ওদের নাম রেজা আর সুজা, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। বললো, বাড়ি চলে যাচ্ছে। বেপোর্টে থাকে ওরা। ওদেরকে খুঁজতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবে।'

রসের মুখে দুই ভাইয়ের নমে শুনে অবাক হলো পল। বললো, 'ওরা গেছে যাক। আমার শেরিফকে দরকার।'

'তোমার কথা বলবো ওকে। কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? শেরিফ এলেই তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বলবো।'

'আচ্ছা।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কোরালের দিকে এগোলো পল, পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

'এটাই সুযোগ,' ফিসফিস করে বললো সুজা।

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে এক কোণে সরে এলো সে। পল পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু কণ্ঠে বললো, 'খবরদার, এদিকে তাকিও না। এমন ভাব কর, কিছুই দেখোনি। কথা বলতে হবে তোমার সঙ্গে, একটা বুদ্ধি বের করো।'

সুজাকে দেখেই শক্ত হয়ে গিয়েছিলো পল, এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই আগের মতো হয়ে গেল মুখের ভাব। ঘোড়া থেকে নামলো। জিনটা কাত হয়ে গেছে নামার সময়, ইচ্ছে করেই করেছে এটা সে। সময় নিয়ে ঠিকঠাক করতে লাগলো ওটা।

'রেড বিউটে গিয়ে পুলিশ আনতে হবে তোমাকে,' সুজা বললো। 'এই লোকগুলো ডাকাতদলের, যারা তোমাদের জমি দখল করতে চায়। শেরিফকে টাওয়ারে আটকে রেখেছে। যাও, জলদি চলে যাও।'

একবারের জন্যেও কোরালের দিকে ফিরলো না পল। জিনটা ঠিক করে আবার উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে এলো ঢাল থেকে। তীব্র গতিতে ছুটলো মাইলখানেক। তারপর সামনে দু'জন ঘোড়-সওয়ারকে আসতে দেখে গতি কমালো।

কাছে এলো ওরা। দু'জন দু'পাশে। একজন ধরলো পলের ঘোড়ার রাশ।

'এই ছেলে,' দু'জনের মাঝে লম্বা লোকটা জিজ্ঞেস করলো, 'এতো তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছো?'

'শহরে,' পল বললো। 'কতগুলো শয়তান লোক আমাদের জমি দখল করতে চাইছে। শেরিফ হ্যামারসনকে বন্দি করে রেখেছে।'

'কি করে জানলে?' অন্য লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

'সুজা মুরাদ বলেছে আমাকে। ও আর ওর ভাই রেজা এখন র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে আছে। আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন?'

'নিশ্চয় করবো,' মোটা সঙ্গীর দিকে ফিরলো লম্বা লোকটা। 'সাহায্য করো।'

পলের হাত চেপে ধরলো মোটা। জোর করে দুই হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে বাঁধলো। তারপর সেই দড়ির আরেক মাথা বাঁধলো জিনের পেছনের শিঙের সঙ্গে। ঘোড়ার পেছনের দুই পা বাঁধলো খাটো দড়ি দিয়ে, এমন ভাবে, যেন ঘোড়াটা পা খুব বেশি ফাঁক করতে না পারে, আস্তে হাঁটতে বাধ্য হয়।

ভয় ফুটেছে পলের চোখে। 'আপনারা···আপনারা···।'

'হ্যাঁ, খোকা, আমরা,' মোটা বললো, 'ভুল লোক। বোকামি করেছো। অচেনা লোকের কাছে পেটের কথা বলতে নেই।'

অসহায় করে পলকে ফেলে রেখে, ঘোড়া ছুটিয়ে শেরিফের র‍্যাঞ্চের দিকে চলে গেল ওরা।

কোরালের বেড়ার কাছে হুমড়ি খেয়ে বসে আছে তখনও সুজা আর রেজা। মানচিনি ঢুকছে র‍্যাঞ্চ হাউসে, তার দুই সঙ্গী বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এলো।

'দু'জন!' ফিসফিসিয়ে বললো সুজা। তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখলো, ছুটে আসছে দুটো ঘোড়া। 'নিশ্চয় পল পাঠায়নি। এতো তাড়াতাড়ি শহরে গিয়ে লোক পাঠানো সম্ভব না।'

দুই আগন্তুককে চিনতে পারলো বনের দুই সঙ্গী। হাসিমুখে হাত নাড়লো ওরা, স্বাগত জানালো অশ্বারোহীদেরকে। এগিয়ে গেল।

কাছে এলো আগন্তুকরা। কিছু বলতে শুরু করলো, শোনা গেল না এখান থেকে। উত্তেজিত ভাবভঙ্গি।

'ব্যাপার সুবিধের ঠেকছে না।' সতর্ক হয়ে উঠলো সুজা। 'আরে দেখো দেখো, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা। যেন দেখে ফেলেছে আমাদের, চারপাশের পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে।'

'রস এদিকেই আসছে।'

পা পা করে এগিয়ে আসছে রস, খুব হুঁশিয়ার।

গোলাঘরের দিকে পিছিয়ে যেতে শুরু করলো দুই ভাই। আর কয়েক গজ, তারপর ছুট দিলেই মাঝের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ঢুকে যেতে পারবে ঘরে, কারও চোখে পড়বে না।

হঠাৎ পেছন থেকে শোনা গেল চিৎকার। 'এই যে, দেখেছি! এই যে!'

পাঁই করে ঘুরলো দুই ভাই।

দৌড়ে চলে এলো পেছনের লোকটা, আরেক দিক থেকে এলো আরেকজন। দাঁড়িয়ে গেল গোলাঘর আর কোরালের মাঝখানে।

ছুটে এলো রস।

ফাঁদে পড়ে গেল রেজা আর সুজা। পালানোর সব পথ বন্ধ।

আঠারো

ঘিরে ফেলা হলো ওদেরকে। মরিয়া হয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলো ওরা, দু'চারটা ঘুসিও মারলো, কাজ হলো না। শক্ত হাতে জাপটে ধরা হলো দু'জনকে।

'ভালো ভাবে চলে যেতে বলেছিলাম,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো বস, 'শোনোনি। এবার বুঝবে মজা।'

সঙ্গীর দিকে ফিরে আদেশ দিলো সে, 'বেঁধে ফেলো। শক্ত করে বাঁধবে।'

গোলাঘরে গিয়ে দড়ি নিয়ে এলো দু'জন লোক। রেজা-সুজার কব্জি আর পায়ের গোড়ালি একসাথে করে শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধলো। এমনভাবে, যাতে নড়তে না পারে ওরা।

রসকে বললো মানচিনি, 'আমি যাচ্ছি। এগুলোকে দেখো। কোনো চালাকি যেন করতে না পারে।'

'ভেবো না। কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা।'

'ইস্, দেরি হয়ে গেল। আমরা যাচ্ছি না দেখে নিশ্চয় এতোক্ষণে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিসেস বেনটারের,' নিজের রসিকতায় নিজেই খিকখিক করে হাসলো মানচিনি।

'দলিলগুলো সব ঠিকঠাকমতো নিয়েছো তো? অনেক এগিয়েছি আমরা। এখন আর আইনের গোলমালে জড়াতে চাই না।'

'কি ভাবো আমাকে, কচি খোকা?' ভুরু কুঁচকে ফেললো বন। 'সব নিয়েছি। সই করার জন্যে পাগল হয়ে যাবে মিসেস বেনটার, যখন তার ছেলের দুর্গতির কথা বলবো।'

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকালো দুই ভাই। কি বলছে মানচিনি? পল কি বিপদে পড়েছে? তাহলে আর কোনো ভরসা নেই। পুলিশকেও জানাতে পারবে না কিছু, সাহায্যও আসবে না।

একটা ঘোড়া নিয়ে বেনটারদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল বন।

সে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইলো অন্যেরা, তারপর রস ফিরলো দুই ভাইয়ের দিকে। সুজার পায়ে আলতো লাথি মেরে খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর বিচ্ছুরা, এখানে এলে কিভাবে?' জবাব না পেয়ে রেগে গেল। খেঁকিয়ে উঠলো, 'মেজাজ দেখানো হচ্ছে, না? হিরো...।'

বাধা পড়লো তার কথায়। চিৎকার শোনা গেল, 'এই, দেখে যাও, কি নিয়ে এসেছে।'

গোলাঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো এক কাউবয়, খচ্চরটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। 'এটাকেই না সেদিন বনের ভেতর পেয়েছিলাম? ডিনামাইট বইয়েছি?' হাসলো সে। 'এমন একটা জানোয়ারকে নিয়ে এলো কিভাবে? চলতেই তো চায় না।' একটু থেমে বললো, 'চলো, যাই।'

'কোথায়?'

'সোয়াম্পে। ড্রিলিঙের ব্যবস্থা করতে হবে না?'

রসের ঘোড়ার পিঠে এমনভাবে তোলা হলো রেজাকে, যেন ছুঁড়ে ফেলা হলো একটা বস্তা। ব্যথা পেলো সে। সুজাকে তোলা হলো এক কাউবয়ের ঘোড়ায়। বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে ঝুলে রইলো ওরা, পা একদিকে, মাথা আরেকদিকে। ঘোড়ার মেরুদণ্ডের চাপ লাগছে পেটে। রুক্ষ পথে চলার সময় ভীষণ ব্যথা পাবে।

সোয়াম্পে যখন পৌঁছলো দলটা, রেজা আর সুজার মনে হলো, শরীরের হাড় আর কোনোটাই আস্ত নেই, থেঁতলে গেছে সমস্ত মাংসপেশি।

'বাঁধাই থাক ব্যাটারা,' রস বললো। 'বয়ে নিয়ে এসো।'

শৈলশিরা পেরিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে লাগলো ওরা ফসিলটার দিকে। সাইনবোর্ডটা রয়েছে এখনও।

'নড়াচড়া করবে না, বুঝেছো?' দুই ভাইকে হুঁশিয়ার করলো রস। 'মাটির তলায় বারুদ ঠাসা, ছাতু হয়ে উড়ে যাবে।'

মাটিতে বসিয়ে দেয়া হলো দু'জনকে, থামের মতো একটা পাথরে পিঠ। তারপর পাথরটার সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো।

এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে জলাভূমি, ওপারে পর্বতের ঢালে জঙ্গল, তার ওপরে পুরনো ফায়ার টাওয়ারটা।

চকিতে কথাটা খেলে গেল দু'জনের মনে, প্রায় একই সঙ্গে। শেরিফের র‍্যাঞ্চে তখন নিশ্চয় ওই টাওয়ারের কথাই বলেছে বন মানচিনি।

মাথা ঘুরিয়ে ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাতে গেল রেজা।

নড়তে দেখে ঝট করে ঘুরলো রস। খেকিয়ে উঠলো, 'এই, নড়তে মানা করা হয়েছে তোমাদের। কানে যায়নি কথা? এতো কষ্ট করে আটকে রেখেছি শুধু তোমাদের বাবাকে দেখানোর জন্যে। ও এলেই টাওয়ারে নিয়ে গিয়ে···।'

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ হলো।

কেঁপে উঠলো পাহাড়টা। জলাভূমি পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে পর্বতের গায়ে আঘাত হানলো বিকট আওয়াজ, তুললো প্রতিধ্বনি। রাগে লাল হয়ে গেল রসের ভোঁতা নাক।

'এই, কোন গাধারে!' গর্জে উঠলো সে। 'এখনি ডিনামাইট ফাটাতে কে বলেছে? দাঁড়া, ঘাড় ভাঙবো···।'

'তুমি আর কি ভাঙবে?' ভয় ফুটেছে এক কাউবয়ের চোখে। 'বেশি নাড়াচাড়া করতে গিয়েছিলো বোধহয়, নিজেই উড়ে গেছে।'

'এগুলোকে যে কেন এনেছে। কাজ জানে না, কিছু না···নিজে মরবে, মারবে সবাইকে। আর ডিনামাইট কিনতে পয়সা লাগে না?'

'হয়েছে হয়েছে, শান্ত হও। অনেক আছে, একটার জন্যে একেবারে দুনিয়া উল্টে যাবে না। লোকটার কি হয়েছে দেখা দরকার···।'

'আমি যাচ্ছি। বোধহয় ওলট-পালট করে দিলো সব। ছেলেগুলোকে টাওয়ারে নেয়ার আর সুযোগ পেলাম না। দেখি, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'এরা তো বাঁধাই আছে,' বললো কাউবয়। 'থাক এখানে। চলো আমিও যাবো।'

ঘোড়ায় চড়লো লোকগুলো। ঢাল বেয়ে নেমে যেতে লাগলো জলাভূমির দিকে। খানিক পরেই চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ভাইয়ের দিকে ফিরলো সুজা। 'ওরা কতোক্ষণ দেরি করবে কে জানে। ইতিমধ্যে নিড আর কুপার এসে গেলে বাঁচতাম।'

'দেখা যাক, আসে কিনা।'

'কি মনে হয় তোমার? এখানে সত্যি বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছে?'

'ওদের চলাফেরা দেখে তো মনে হলো না। মাটির তলায় বিস্ফোরক থাকলে তার আশেপাশে ঘেঁষতে চাইতো না। আমার মনে হয়, নেই। আমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যেই বলেছে।'

'আমারও তাই ধারণা। তাহলে বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে পারি?'

চেষ্টা শুরু করলো দু'জনে।

'পাথরের কিনারটা ধার,' সুজা বললো। 'ঘষাঘষি করলে কাটতে পারে দড়ি। করবো?'

'কর।'

ঘষতে শুরু করলো দু'জনে। দড়ির কোনো ক্ষতি হলো না, হাতের চামড়াই ছিললো শুধু। সময় যাচ্ছে। কেউ এলো না।

ভাবছে রেজা। পুরো রহস্যটার ব্যাপারেই, গোড়া থেকে, ধাপে ধাপে। ইউনিফর্ম পরা তিন নকল রেঞ্জারের কথা মনে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'সুজা, জলদি টাওয়ারে যেতে হবে আমাদের।'

'কেন?'

'আমার বিশ্বাস, আসল রেঞ্জারদেরকেও ওখানেই আটকে রাখা

হয়েছে। নইলে এই ক'দিনে ওদের একজনকেও দেখলাম না কেন? পল বলেছিলো, ওরা নিয়মিত টহল দিতে আসে এদিকে। এলো না কেন? আটকে আছে বলে। নিশ্চয় শেরিফকেও ওই টাওয়ারেই আটকেছে।'

'ঠিক। ওদের ইউনিফর্মই কেড়ে নিয়েছে ব্যাটারা।'

'হ্যাঁ। মিসেস বেনটারের কাছ থেকে দলিলগুলো সই করিয়ে এনেই রেঞ্জারদের ছেড়ে দেবে মানচিনি। তখন আর কিছু করার থাকবে না ওদের। জমির মালিক জমি বিক্রি করে দিলে অন্যের কিছু বলার নেই। সই করার আগেই মিসেস বেনটারকে ঠেকাতে হবে আমাদের।'

'ছাড়া পেলে তো ঠেকাবো। বাঁধনই তো খুলতে পারছি না।'

চুপ হয়ে গেল রেজা।

ঘোড়ায় চড়ে বেনটারদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে নিড আর কুপার। দূর থেকেই দেখতে পেলো, একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে র‍্যাঞ্চের সামনে।

হাত তুলে দেখালো নিড, 'ওটা পলের নয়।'

বাড়ির কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামলো দু'জনে। কুপার বললেন, 'চলো গিয়ে দেখি কে এলো?'

'সামনে দিয়ে সরাসরি যাওয়াটা ঠিক হবে না।' কয়েকটা গাছপালা দেখালো নিড। 'ওখানে ঘোড়াগুলো লুকিয়ে রেখে, গোলাঘরের পেছন দিয়ে ঘুরে যাবো আমরা। আগে চুপি চুপি দেখে নেবো, কে এসেছে।'

ঘোড়া রেখে গোলার পেছনে চলে এলো দু'জনে। আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলো। কিছু দেখা গেল না। এখান থেকে দেখা যাবেও না। পা টিপে টিপে চত্বর পেরিয়ে খোলা জানালার নিচে এসে কুঁজো হয়ে দাঁড়ালো ওরা।

সাবধানে মাথা তুললো নিড। লিভিং রুমের ভেতরে তাকিয়েই ঝট করে নিচু করে ফেললো আবার। আরেকটু হলেই বন মানচিনির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিলো। একটা টেবিলের পাশে বসে আছে লোকটা। আরেক পাশে এক মহিলা, নিশ্চয় মিসেস বেনটার। তাঁর দিকে একটা কলম বাড়িয়ে ধরেছে জালিয়াতটা।

'সই করে ফেলুন,' মানচিনি বললো, 'ভালোই হবে আপনার।'

'ইস্, এখন পলের বাবা বেঁচে থাকলে···,' ফুঁপিয়ে উঠলেন মহিলা। 'আমি এসব দলিলের কি বুঝি? সে বুঝতে পারতো।'

'আপনার ছেলে তো বললো, বেচে দেয়াই ভালো। সেদিন ওই বিদেশী ছেলেদুটোর সঙ্গে আলাপ করছিলো শুনলাম।'

নিডের কাঁধে শক্ত হলো কুপারের হাত। ইশারায় র‍্যাঞ্চ হাউসের খোলা দরজা দেখালেন। নিঃশব্দে সেদিকে এগোলেন দু'জনে।

'বেশ, দিন। কোথায় সই করতে হবে?' কণ্ঠস্বরে মনে হলো, পরাজয় মেনে নিয়েছেন মহিলা।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো নিড। পেছনে কুপার।

চমকে উঠে পিস্তলে হাত দিলো মানচিনি। বের করার সময় পেলো না। নিডের ভারি শরীরের ধাক্কায় চেয়ারসুদ্ধ উল্টে

পড়লো। তার বুকে চেপে বসলো বাচ্চা হাতি।

নড়া তো দূরের কথা, বুকে প্রচণ্ড ভার নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতেও অসুবিধে হলো মানচিনির। দ্রুত তার হাত-পা বেঁধে ফেললেন কুপার।

'ভয় পাবেন না, মিসেস বেনটার,' শান্তকণ্ঠে মহিলাকে বোঝালেন শিক্ষক। 'আমরা পলের বন্ধু।' পরিচয় দিলেন নিজেদের। মানচিনিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই জালিয়াতটা ঠকাতে চাইছিলো আপনাকে।'

জালিয়াতি করে কিভাবে জায়গা দখল করতে চেয়েছে মানচিনি, মহিলাকে জানালো নিড।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস বেনটার। পানি টলমল করছে চোখে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা আমার পলকে দেখেছো?'

নিড কিংবা কুপার জবাব দেয়ার আগেই বন বলে উঠলো, 'আমি জানি, কোথায়।'

'কোথায়?' জানতে চাইলেন কুপার।

'আমাকে ছাড়লে তবে বলবো।'

একে অন্যের দিকে তাকালেন কুপার আর নিড, তারপর ফিরলেন মহিলার দিকে।

'ওকে বিশ্বাস করা যায়?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বেনটার।

'সাপকে বিশ্বাস করে কেউ?' নিড বললো। 'সাপের চেয়ে খারাপ এটা। ছাড়লেই সোজা গিয়ে দলবল নিয়ে আসবে। আর কিচ্ছু করার থাকবে না তখন আমাদের।'

'নিড ঠিকই বলেছে, মিসেস বেনটার,' সমর্থন করলেন কুপার।

এই সময় শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কারা যেন। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে ছুটে গেলেন মহিলা। একবার দেখেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিসেস হ্যামারসন! সঙ্গে দু'জন ডেপুটি।' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন ওদেরকে।

ডেপুটিদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস হ্যামারসন। হাত-পা বাঁধা মানচিনিকে দেখে অবাক হলেন।

তাঁকে আর ডেপুটিদেরকে জানানো হলো সব কথা।

শেরিফের স্ত্রী বললেন, তাঁর ভয় ছিলো, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে হাত-পা ভেঙে কোথাও পড়ে আছেন হ্যামারসন। কয়েক দিন ধরে শেরিফ না ফেরায় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন মহিলা, রেড বিউটে গিয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছেন, তাঁর স্বামীকে খুঁজে বের করার জন্যে। শেষে বললেন, 'শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে ওরা,' দুই ডেপুটিকে দেখালেন তিনি।

'ভালোই হয়েছে,' মিসেস বেনটার বললেন। 'আপনি এখন আমার এখানেই থাকুন। শেরিফ ফিরে আসুক, তারপর বাড়ি যাবেন।'

আসামীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ডেপুটিরা। চোরটাকে হাজতে রেখে আবার ফিরে আসবে শেরিফকে খোঁজার জন্যে। ততোক্ষণে পল ফিরে না এলে তাকেও খুঁজবে।

নিড আর কুপার রওনা হয়ে গেলেন ফসিল এরিয়ার দিকে। রেজা-সুজা যদি ওখানে এসে অপেক্ষা করে তাঁদের জন্যে?

তেমনি বাঁধা অবস্থায় বসে রয়েছে রেজা আর সুজা। কানে এলো

পায়ের শব্দ।

'কে জানি আসছে,' সুজা বললো।

ওপরে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ হতে মাথা কাত করে তাকালো দু'জনে। শৈলশিরার ওপরে সাবধানে উঁকি দিলো একটা মাথা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো দুই ভাই।

'পল বেনটার!' ফিসফিসিয়ে বললো সুজা।

ওদের বাঁধন খুলতে খুলতে পল জানালো, তার কি হয়েছিলো।

'ছাড়া পেলে কিভাবে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে। একটা ধারালো পাথরে ঘষে কাটলাম দড়িটা। বুঝলাম, দেরি হয়ে গেছে, রেড বিউটে গিয়ে সাহায্য আনার আর সময় নেই। চলে গেলাম শেরিফের র‍্যাঞ্চে। দেখলাম, ঘোড়ার পায়ের ছাপ সব এসেছে এদিকে। ছাপ ধরে ধরে চলে এলাম।'

'ওই টাওয়ারে যেতে হবে এখন,' ফায়ার টাওয়ারটা দেখালো রেজা। 'আমার বিশ্বাস, শেরিফ আর রেঞ্জারদেরকে ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া যাই কিভাবে? সমস্যা হয়ে গেল।'

'কোনো সমস্যাই নয়,' পল বললো। 'শর্টকাট রাস্তা জানা আছে আমার, ভালো রাস্তা। এসো।'

বনের ভেতর ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এসে রেজা আর সুজার সঙ্গে পায়ে হেঁটে চললো পল।

এতো তাড়াতাড়ি টাওয়ারের কাছে পৌঁছে গেল দুই ভাই, অবাকই হলো। জলার ওপর দিয়েই ওদেরকে নিয়ে এসেছে পল।

বড় বড় পাথর আছে, টপকে টপকে এসেছে ওগুলোর ওপর দিয়ে। তাছাড়া কিছু জায়গা আছে, মনে হয় পানিতে ডোবা, আসলে তা নয়। মাটির চড়া ওগুলো। ওপরটা শ্যাওলায় ছাওয়া।

পর্বতের ঢালে বনের গোড়ায় এসে দাঁড়ালো তিনজনে। তাকালো ওপরে।

খাড়া ঢাল দেখে ছেলেদের মনে হলো ওপরে ওঠা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চাইলো ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে চললো। ধারালো পাথরে লেগে চামড়া কাটছে। ছোট চারাগাছ যেগুলো ধরে উঠছে, মাঝে মাঝে উপড়ে চলে আসছে কোনোটা। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তখন অন্য গাছ ধরে পতন রোধ করতে হচ্ছে ওদেরকে। অবশেষে উঠে এলো সমতল একটা জায়গায়, টাওয়ারটা তৈরি হয়েছে ওখানেই। কাঠের পুরনো কাঠামো মলিন, ধূসর। চারপাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় জঙ্গল। দেখে মনে হয় নির্জন।

পাহারা রেখে যায়নি তো ডাকাতেরা? দেখা গেল না কাউকে। সাবধানে টাওয়ারের গোড়ায় দরজায় এসে দাঁড়ালো ছেলেরা। ভেঙে খোলা হয়েছিলো পাল্লা, একটা কব্জায় ভর করে কাত হয়ে ঝুলছে এখন ওটা।

পাল্লাটা সরিয়ে ভেতরে পা রাখলো রেজা। তার পেছনে সুজা আর পল।

'তুমি এখানে থাকো,' পলকে বললো রেজা। 'কাউকে আসতে দেখলে হুঁশিয়ার করবে আমাদের। তারপর লুকিয়ে পড়বে।'

পাল্লার আড়ালে অবস্থান নিলো পল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো দুই ভাই। মচমচ করছে পুরনো কাঠের সিঁড়ি।

'যা নড়ছে না,' শঙ্কিত হয়ে বললো সুজা, 'ভার রাখতে পারলে হয়।'

কাঠের দেয়ালে আঁকড়ে রয়েছে যেন ধাপগুলো। ওরা প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছে টাওয়ার।

অনেক প্রতিবাদ জানালো সিঁড়ি, হুমকি-টুমকি দিলো, পরোয়া করলো না ওরা, উঠে এলো অবশেষে ওপরের পাটাতনে, যেখানে দাঁড়িয়ে নিচের চারপাশে নজর রাখা হতো একসময়। কেউ নেই ওখানে।

'ভুল করলাম?' সুজার প্রশ্ন।

'মনে হয় না।'

ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে রেজা। 'সুজা, ওই যে আলগা তক্তা দেখছিস, নিশ্চয় ওটা ট্র্যাপডোর। আয় তো এখানে।'

সুজার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালো রেজা। এই সময় ওপরে ধুপ-ধাপ শব্দ শোনা গেল। চিৎকার করে উঠলো কেউ, 'কে? কে ওখানে?'

ট্র্যাপডোরের পাল্লা নামিয়ে, চারকোণা ফোকরের দুই ধার ধরে শরীরটা টেনে তুললো রেজা। দেখলো অদ্ভুত এক দৃশ্য। হাত-পা বাঁধা চারজন লোক পড়ে আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিন-জনের গায়ের শার্ট-প্যান্ট লাগেনি ঠিকমতো, ওদের মাপের নয় পোশাকগুলো। আরেকজনের পরনে নীল জিনস, শার্টের বুকের কাছে একটা রুপার তারা। তিনিই শেরিফ, বুঝতে অসুবিধে হলো

না তার।

উঠে এলো রেজা। তাড়াতাড়ি বাঁধন কাটতে লাগলো বন্দিদের।

'আমি শেরিফ হ্যামারসন,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন তিনি। 'এরা রেঞ্জার।' দেখালেন অন্য তিনজনকে।

বন্দিদেরকে পাটাতনে নামতে সাহায্য করলো রেজা আর সুজা। কাহিল হয়ে গেছে চারজন লোক, প্রায় দাঁড়াতেই পারছে না। কাঠের বিপজ্জনক সিঁড়ি দিয়ে প্রায় বসে বসে নামতে লাগলো।

রেজা জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে আপনাদের কে এনেছে, শেরিফ?'

'আমি নিজে নিজেই এসেছি। একজন ফোন করলো, এখানে তিনজন রেঞ্জার আটক রয়েছে। এলাম। হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কয়েকজন, বেঁধে ফেললো।'

'আমার বাবাকেও ধরেছে,' সুজা বললো। 'তার নাম ফিরোজ মুরাদ, ডিটেকটিভ, বেপোর্টে থাকি আমরা। একদল রেল ডাকাতের পিছে লেগেছিলো বাবা।'

'ফিরোজ মুরাদ তো[illegible] বাবা?'

ছেলেরা মাথা ঝাঁকালো। টাওয়ারের গোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছে সবাই।

উষ্ণকণ্ঠে শেরিফ বললেন, 'নাম অনেক শুনেছি। ঈশ্বর না করুক, কোনো ক্ষতি না হয়ে যায় তাঁর।'

নিরাপদেই নামলো সবাই। ভেঙে পড়ার অনেক ভয় দেখালো সিঁড়ি আর টাওয়ার, শেষ পর্যন্ত ভাঙলো না, টিকে রইলো কোনোমতে।

উনিশ

যেদিক দিয়ে উঠেছে ছেলেরা, পাহাড় থেকে নামার সিঁড়ি তার উল্টোদিকে। মানুষের তৈরি। ছেলেদের অসুবিধে হলো না, কিন্তু নামতে খুবই কষ্ট হলো অন্য চারজনের। গোড়ায় নেমে হাত-পা ছড়িয়ে বসে হাঁপাতে শুরু করলো। একজন তো একেবারে শুয়েই পড়লো।

'এবার আমাদের কাজ, বাবাকে মুক্ত করা,' রেজা বললো।

কথায় কথায় শেরিফকে অনেক কথাই জানালো দুই ভাই। হেল্লারের কথায় তাঁর আগ্রহ বাড়লো। বললেন, 'কি নাম বললে? ব্যানি? নিশ্চয় ব্যানার ক্যারাম্বা। ‍‍‍

'কয়েক ব্যাটাকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে ওখানে,' শেরিফ বললেন। 'চুপি চুপি গিয়ে চমকে দেবো ব্যাটাদের। ধরা সহজ হবে।'

সবে রওনা হয়েছে ওরা, এই সময় কানে এলো ভারি এঞ্জিনের শব্দ।

'ট্রাক মনে হয়?' সুজা বললো।

'ওদিকের রাস্তায়,' হাত তুলে দেখালেন শেরিফ। 'বন থেকে কাঠ নেয়ার জন্যে ট্রাক আসতো আগে। চলো তো দেখি, কে এলো?'

বড় একটা পাথরের আড়ালে এসে উঁকি দিলো ওরা। কিছু দূরে একটা ট্রাক থেমেছে। বেরিয়ে আসছে ড্রাইভার।

'ব্যানি!' বলে উঠলো সুজা। মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ।

ঘন হয়ে জন্মানো কয়েকটা গাছের দিকে চেয়ে হাত নাড়লো ব্যানি। গাছের আড়াল থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। দু'জনকে চেনে রেজা-সুজা, ফেরেনটি আর রস।

পুরো দুই মিনিট পথের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বললো পাঁচজনে। কি বললো, শোনা গেল না।

হঠাৎ ট্রাকের পেছনের ডালা খুলে ঝুলে পড়লো। বেরিয়ে এলো একঝাঁক মানুষ। ওদের একজনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো রেজা, 'বাবাআ!'

'জেসন আর আসাদভাইও আছে!' অবাক হয়ে বললো সুজা।

বাকি লোকগুলো শাদা পোশাক পরা পুলিশ। চোখের পলকে ঘিরে ফেললো ডাকাতদের, হাতকড়া পরিয়ে দিলো হাতে।

কথা রেখেছে ব্যানার!

আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। খুশিতে লাফাতে লাফাতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলো ছেলেরা। পেছনে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললো শেরিফের দলবল। হাসিমুখে তাদেরকে স্বাগত জানালেন মিস্টার মুরাদ।

'বাবা, তুমি না জখম হয়েছিলে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'না। প্লেনে ঢুকে আমাকে আর আসাদকে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে। শেষে আমরাই জিতেছি। শেলবিকে মিথ্যে মেসেজ পাঠাতে বাধ্য করেছিলাম। ও এখন জেলে। তার দোস্ত ট্যানারিও।'

'ট্যানারিটা কে?'

এগিয়ে এলো ব্যানি, মুখে হাসি। বললো, 'কেন, চিনতে পারছো না? বেপোর্ট থেকে যে তোমাদের পিছু নিয়েছিলো, প্লেনে করে। ওই যে, গ্রীন স্যাণ্ড এয়ারপোর্টে নেমেছিলো প্লেনটা, ছবি আঁকা ছিলো সাপে পাখি খাচ্ছে।'

'অ, সেই লম্বা লোকটা,' সুজা বললো। 'ওটাকেও সাপই মনে হয়েছে আমার।'

'হ্যাঁ, সেই লোকটাই। শেলবি আর ট্যানার অনেক পুরনো দোস্ত।'

'তেলের খোঁজ পেলো কিভাবে?' জানতে চাইলো রেজা।

'দেশ ঘোরা শেলবির একটা নেশার মতো। যেখানেই যায়, বেআইনী কাজের সন্ধান করে। পশ্চিমের একটা ছোট শহরে গিয়েছিলো একবার, শহরটার নাম ভুলে গেছি, ওখানে দেখা হয় এক বুড়ো, অসুস্থ ওয়াইল্ডক্যাটারের সঙ্গে।'

জ্বলন্ত চোখে ব্যানির দিকে তাকালো ফেরেনটি। দৃষ্টির আগুনে ব্যানিকে ভস্ম করতে ব্যর্থ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

বলে গেল ব্যানি, 'শেলবিকে বললো বুড়ো, তাকে কিছু টাকা দিলে একটা গুপ্তধনের গল্প শোনাবে সে। ওই ধন তুলে নিতে পারলে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাবে শেলবি।'

'নিশ্চয় বিশ্বাস করেছিলো শেলবি?' সুজা বললো।

'জুয়া খেলতে ভয় পায় না শেলবি। বুড়োর সঙ্গেও খেললো। টাকা দিলো তাকে। পঞ্চাশ বছর আগের এক গল্প শোনালো বুড়ো। তেলের গল্প। বললো, প্রায় পেয়ে গিয়েছিলো তেল, এই সময় ঘটলো এক দুর্ঘটনা। ভূমিকম্প হয়ে পাথরের ধস নামলো। বিশজন ক্যাটারের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেল একটা গুহার ভেতরে। আরেকজনের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। বাইশজনের মধ্যে কেবল সেই বুড়োই বেঁচেছিলো। পরে স্থানীয় লোকজনের চেষ্টায় ওই বিশজনের লাশ উদ্ধার করে উইলো গাছের গোড়ায় কবর দিলো সে।

'সাইনবোর্ড ওই বুড়োই লাগিয়েছে,' রেজা বললো।

'হ্যাঁ। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিলো। তাতেই আধপাগল হয়ে যায়। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো, ওরকমই ছিলো অনেকদিন। তারপর আবার ফিরে পায়। আর এর কিছুদিন পরেই দেখা হয়ে যায় শেলবির সঙ্গে।'

রোমাঞ্চকর ওই গল্প শোনার জন্যে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে ব্যানিকে।

'শেলবি তখন জায়গাটা দেখিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানালো

বুড়োকে,' ব্যানি বলছে। 'রাজি হলো বুড়ো, তবে আরও কিছু টাকার বিনিময়ে। শেলবিকে ডেভিল'স সোয়াম্পে নিয়ে এলো বুড়ো,' রেজার দিকে তাকিয়ে বললো সে, 'যেটাকে তোমরা ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প নাম দিয়েছো। একটা গুহার ভেতরে বুড়োকে রাখলো শেলবি, অনেক খাবারও রাখলো গুহায়, যাতে বুড়োর অসুবিধে না হয়। কিন্তু কয়েক দিন পরেই মরে গেল বুড়ো।

'তেল তোলার খরচ অনেক, টাকা দরকার। টাকার জন্যে রেল ডাকাতি শুরু করলো শেলবি। ধরা পড়ে জেলে গেল, সেখানে দেখা হলো মানচিনির সঙ্গে।'

'ওই ইঁদুরটাকে অংশীদার করলো কেন?' সুজার প্রশ্ন। 'কি লাভ শেলবির?'

'বন মানচিনি জালিয়াত। আমার বিশ্বাস, জাল দলিল বানিয়ে মিসেস বেনটারের জমি দখল করার মতলবেই ওটাকে দলে নিয়েছে শেলবি। আর ফেরেনটিকে নিয়েছে এঞ্জিনিয়ার হিসেবে।'

'আর রসকে?' আড়চোখে রস ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকালো সুজা। কড়া চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা, পারলে ব্যানিকে চিবিয়ে খায়।

'মানচিনির বন্ধু রস, তেল বিশেষজ্ঞ। জালিয়াত, এঞ্জিনিয়ার, অয়েল এক্সপার্ট, সবই পেয়ে গেল শেলবি। বাকি রইলো একজন স্পাই, পুলিশের ওপর চোখ রাখার জন্যে। শেষে সেই দায়িত্বটা ট্যানারিকে দিলো সে। ট্যানারিই বার বার তোমাদের ঠেকাতে চেয়েছে, যাতে সোয়াম্পটা খুঁজে না পাও। শেলবি আর ফেরেন-টিকে প্লেনে করে সে-ই নামিয়ে দিয়ে গেছে রেড বিউটে।'

'ওই প্লেনটাই আমাদের বিপদের কারণ হয়েছে,' বলে উঠলো একজন রেঞ্জার। 'ওটা নামতে দেখেছি আমরা। লাইসেন্স নাম্বার নেই। দেখলাম, কয়েকজন কাউবয় প্লেনে উঠে লম্বা লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। সন্দেহ হলো। খোঁজখবর শুরু করলাম। তাতে ঘাবড়ে গেল ওরা।'

'ঠিক,' খেই ধরলো আরেক রেঞ্জার। 'পিস্তলের মুখে আমাদের আটকালো। ধরে নিয়ে গেল পুরনো ফায়ার টাওয়ারটায়। ওখানে আমাদের বেঁধে রেখে ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে চলে গেল।'

'আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছো কেন?' গর্জে উঠলো ফেরেনটি। 'যারা করেছে, তাদের দিকে তাকাও গিয়ে। শয়তানী তো বেশির ভাগ ওই কাউবয়গুলোই করলো। পাথর ফেলে ছেলে-গুলোকে মেরে ফেলতে চাইলো। শেরিফকে ভুয়া টেলিফোন করে ডেকে এনে আটকালো। তার রেডিও-টেলিফোনটা বিকল করে রেখে এলো। কাজে লাগবে মনে করে পরে গিয়ে চুরি করে আনলো।'

অনেক প্রশ্নের জবাবই জানা হয়ে গেল তরুণ গোয়েন্দাদের। আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে জেনে নিলো, পত্রিকায় ফসিলের ওপর লেখা প্রবন্ধটা পড়েছিলো রস। সে আর মানচিনি কুপারের গাড়ি আটকে তাঁকে ফেরত পাঠিয়েছিলো বেপোর্টে। বেলুনটাকে গুলি করে নামিয়েছে রস। গুহার ভেতরে কঙ্কালটা নিয়ে গিয়ে রেখেছে ব্যানি, লোককে ভয় দেখানোর জন্যে, যাতে কেউ না ঢোকে।

জটিল এক রহস্যের সমাধান হলো। ছেলেদের অভিনন্দন জানা-লেন মুরাদ। তারপর বললেন, 'চলো এখন ফসিল এরিয়ায়।

নিড আর কুপারের খবর নিই।'

ফেরেনটি, রস আর তাদের দুই কাউবয় সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেল কয়েকজন পুলিশ। বাকি দলটা চললো সোয়াম্পে।

সেই ঢালের কাছে পৌঁছলো দলটা, যেখানে উটের ফসিলটা রয়েছে। মোড় ঘুরতে দেখা গেল, নিড আর কুপার বসে আছেন। সুজার ডাক শুনে ফিরে তাকালো দু'জনেই।

'বাহ্, সবাই এসে গেছো দেখি!' খুশি হয়ে বললেন কুপার। মিস্টার মুরাদ আর শেরিফের সঙ্গে হাত মেলালেন।

সেদিন রাতে মিসেস বেনটারের বাড়িতে দাওয়াত খেলো ওরা। তিন মুরাদ, নিড, কুপার, শেরিফ, শেরিফের স্ত্রী, তিন রেঞ্জার, সবাই হাজির হয়েছে।

'আর কোনো ভয় নেই আপনার, মিসেস বেনটার,' মুরাদ বললেন, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। যদি বলেন ভালো একটা অয়েল কোম্পানিকেও খবর দিতে পারি, এসে যেন আপনার সঙ্গে কথা বলে। তেল থাকলে খুঁজে বের করে দেবে।'

'নিড, কাল তো বাড়ি ফিরে যাবে, নাকি?' একসময় বললো সুজা।

'কেন কেন, কাল কেন?' প্রায় চমকে উঠলো নিড। 'ফসিলটা তো পুরোপুরি বেরই করা হয়নি এখনও। খুঁড়তে হবে না? আমাকে ছাড়া পারবে?'

'আরেকটা জায়গা খোঁড়ার কথা কিন্তু ভুলেই বসে আছো তুমি,' সুজা হাসলো। 'সুইমিং পুল।'

'ভুলিনি।' মুখ গোমড়া করে ফেললো নিড। 'তোমরা তো

কথা দিয়েও কথা রাখলে না। আমি একা কি আর পারি এতো-বড় একটা কাজ?'

'আমি তোমাকে সাহায্য করবো, নিড,' কথা দিলেন কুপার। 'ফসিলটা তুলেই চলে যাবো রেপোর্টে। তোমার সুইমিং পুল শেষ না করে আর কোনো কাজে হাত দেবো না।'

আলো জ্বললো নিডের চোখের তারায়। 'রেজা মিয়া, সুজা মিয়া, শুনলে তো? এবার আশা হচ্ছে, সত্যি আমার সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে পারবো।' শিক্ষকের দিকে তাকালো সে। 'চলুন স্যার, জলদি চলুন, ফসিলটা তুলে ফেলি।'

—: শেষ :—

কিশোর থ্রিলার-৪৮

রোমহর্ষক-৪

পাগলাঘণ্টী

জাফর চৌধুরী

অদ্ভুত একটা সাইনবোর্ড ঃ
'এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত বিশটি বনবেড়াল।'
এই সূত্র ধরেই দুর্গম ওয়াইল্ডক্যাট
সোয়াম্পে এসে হাজির হলো রেজা আর
সুজা। প্রাগৈতিহাসিক উটের ফসিল
খুঁড়তে গিয়ে বেরোলো ডাকাত।
ডাকাতরা জেলপালানো দাগী আসামী, ভয়ঙ্কর খুনী।
রেজা-সুজাকে নানাভাবে উত্যক্ত
করে বের করে দিতে চাইলো ওই এলাকা থেকে।
রোখ চেপে গেল দুই ভাইয়ের। রহস্যের
সমাধান না করে কিছুতেই যাবে না ওরা।

উনিশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা ঢাকা ১০০০
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০